অজানার হাওয়া।

প্রকাশক—শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
মূল্য পাঁচ সিকা
আশ্বিন ১৩৪৩

প্রিণ্টার—শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ…আইডিয়াল প্রেস
১২।১ হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কথার দাম

শ্রীতমাললতা বসু

বরেন্দ্র লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

কথার দাম

কথার দাম

এক

হিমাংশুর বালিগঞ্জের বাড়ীতে তার বসবার ঘরখানিকে একটি মজলিস-বিশেষ বললেও অত্যুক্তি করা হয় না।

প্রত্যহই বিকেল থেকে রাত ১০৷১১টা অবধি হিমাংশু ও তার বন্ধুরা মিলে ঘরখানিকে সরগরম ক'রে রাখে।

এখানে রাজনৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নারী-স্বাধীনতা যে কোন বিষয়ের সমালোচনাই হো'ক্, বাদ যায় না।

এক একদিন এমন তর্ক বেধে যায় যে, সকলে আহার নিদ্রা ভুলে গিয়ে তর্কে মেতে ওঠে। বাড়ীর ভেতর থেকে খাবারের ডাক পড়লে তখন সবার হুঁস হয় যে, অনেক রাত হ'য়ে গেছে।

হিমাংশু বড়লোকের ছেলে, নিজে কৃতবিদ্য, বিলাত ফেরত ডাক্তার। ধন-রত্ন অটুট, স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য কিছুরই তার অভাব ছিল না। তার

বাড়ীতে একটি কুস্তির আড্ডা ছিল, সে দু'জন পালোয়ানকে সেখানে রেখেছিল। সে ও তার বন্ধু-বান্ধবেরা রোজ তাদের কাছে কুস্তি শিখ্‌তো। সে জন্যে তাদের সকলের শরীর বেশ স্বাস্থ্যপূর্ণ ছিল।

হিমাংশুর বাপ-মা নেই, একমাত্র ছোট বোন গৌরীরাণীই ছিল, তার গৃহের কর্ত্রী।

হিমাংশুর এক বিধবা পিসিমাও তার বাড়ীতে থাক্‌তেন, তিনি এই ভাই বোন দুটিকে মায়ের মত স্নেহে মানুষ ক'রেছিলেন। তিনি পূজা অর্চনা নিয়েই বেশীর ভাগ সময় কাটাতেন, গৌরীই সংসারের সকল তত্ত্বাবধান ক'র্‌তো। একজন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও, হিমাংশু গৌরীকে নিজে পড়াত। গৌরী এবার প্রাইভেটে ম্যাট্রিক দেবে ব'লে প্রস্তুত হচ্ছিল।

বাপ-মা-হারা এই বোনটিকে হিমাংশু প্রাণের অধিক ভালবাসতো। গৌরীরও ছিল দাদা-অন্ত প্রাণ, কিসে দাদার ভাল খাওয়া হবে, কিসে দাদা ভাল থাকবে, এই ছিল তার একমাত্র চিন্তা। লোকজন, বামুন থাকা সত্ত্বেও সে নিজের হাতে দাদার জন্যে একটা-না-একটা তরকারী রাঁধতো, খাবার তৈরি ক'র্‌তো। আর রোজ দু'বেলা কাছে বসে' এটা খাও, ওটা খাও ব'লে সাধাসাধি ক'রতো।

গৌরীকে লেখাপড়া শিখিয়ে উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ ক'রবে, এই ছিল হিমাংশুর আন্তরিক বাসনা। বোনটির বিয়ে না দিয়ে সেও বিয়ে ক'রবে না স্থির ক'রেছিল, সে জন্য গৌরীর সাধ্যসাধনা সত্ত্বেও সে পরিণীত হ'তে রাজি হয়নি।

হিমাংশুর বৃদ্ধপিতামহ হরিহর চাটুর্য্যে ও পিতামহী কল্যাণী দেবী

কাশীতে বাস করতেন। গৌরীকে নিয়ে হিমাংশু মাঝে মাঝে সেখানে যেতো।

আজ যখন হিমাংশুর বন্ধুরা সব এসে তার ঘরটিতে জমা হ'য়ে গল্প ক'রছিল, তখন হঠাৎ মেঘ ক'রে এসে খুব বৃষ্টি আরম্ভ হ'য়ে গেল। হিমাংশুরা তা লক্ষ্য করেনি।

হিমাংশুর অভিন্নহৃদয় বন্ধু তুষার বললে, দেখ ভাই, ভগবান যা করেন, সবই মঙ্গলের জন্যে, এটা ঠিক। এই যে ভীষণ দাঙ্গা হাঙ্গামা হ'লো, তার সুফল এই যে, সকলেই বুঝলে বাঙ্গালীরও বল আছে। নিজেদের রক্ষা করবার ক্ষমতা আছে। বাঙ্গালীকে সবাই চোখ রাঙ্গিয়ে ভয় দেখাতে এখন আর পারবে না।

হিমাংশু বললে, যা বলেছ ভাই তুষার!

তড়িৎ বললে, বাস্তবিক এমন যে নিরীহ জাত বাঙ্গালী, তারাও অত্যাচার দেখে গরম হ'য়ে উঠলো, সে একটা দেখবার মত ব্যাপার সত্যি।

একদিন এই ভারতবর্ষ সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী বীর-প্রসবিনী জননী ছিল। কত বীর, কত বাণীর সাধক, কত সাধু-সন্ন্যাসী তার অঙ্কে জন্মগ্রহণ ক'রে অদ্ভুত কীর্ত্তি স্থাপন ক'রে গেছেন। পুরাকালে তাঁর তপোবনে মুনি ঋষিদের কণ্ঠে বেদগান ধ্বনিত হ'তো, বৃক্ষতলে মুক্ত আকাশের নীচে বসে' শিষ্যগণকে তাঁরা শিক্ষা দান করতেন, সে শিক্ষায় অহঙ্কার ছিল না, দ্বেষ ছিল না, হিংসা ছিল না, তাঁদের মন ছিল কোমল, সরল, নম্র, উদার, পরের উপকারের জন্যে তাঁরা প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হ'তেন না। আর এখন আমরা এমনি হীন হ'য়ে পড়েছি, যে

পরের উপকার করা দূরে থাক্, উপকারীর অপকার ক'রতেও কুণ্ঠিত হই না। একদিন এই স্নেহময়ী মায়ের কোলে জন্মগ্রহণ ক'রে গৌরাঙ্গ আর বুদ্ধদেব প্রেমের বন্যায় দেশ ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, হিংসা দ্বেষ ভুলিয়ে দিয়ে ভাই ব'লে উচ্চ নীচ সকলকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন। আর সেই স্নেহময়ী জননীর কোলে জন্মগ্রহণ ক'রে আজ আমরা কি হ'য়ে গেছি, ও দিন দিন হ'য়ে যাচ্ছি! হিংসা দ্বেষ কুটিলতায় মন পঙ্কিল ক'রে তুলে, পরনিন্দা পরচর্চ্চা ক'রে দিন কাটাচ্ছি। আমাদের না আছে দেহের বল, না আছে মনের বল, শুধু বাক্যবীর হ'য়ে পড়ছি। বাক্যে যা বলছি ভাল নয়, কার্য্যকালে সেইটিই করছি আগে। আমাদের উচিত আবার আমাদের সুপ্ত মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে মা'র মলিন মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলা।"

রজত বললে, "আমরা অনেকে স্বরাজ স্বরাজ করি বটে, কিন্তু স্বরাজ পাবার মত ধৈর্য্য বা গুণ আমাদের মোটেই নেই। আমরা হিন্দুরা ভায়ে ভায়ে, এমন কি নিজের সহোদর ভায়ে ভায়েই মিল রাখতে পারি না। আমাদের ক্ষুদ্র গৃহটিতেই শান্তি স্থাপনা করতে পারিনা, তা' দেশে শান্তি স্থাপনা করবো কোথা থেকে বল। আমাদের দেশের লোকের আগে মনের প্রসারতা দরকার, তারপর উচিত স্বরাজ পাবার চিন্তা।" হিমাংশু বললে, ও বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমি একমত।

তুষার বললে, আমাদের দেশের মেয়েদের যতদিন না দুঃখ দূর করতে পারা যাবে, আর যতদিন আমাদের জননী, ভগিনী, সহধর্ম্মিণী, কন্যারা উন্নতি লাভ করতে না পারবে, ততদিন ত স্বরাজ পাবার কল্পনা করা বৃথা।

হিমাদ্রি বললে, "ঠিক কথা বলেছ তুষার। আমাদের নারীরা শিক্ষিতা ও উন্নত না হ'লে, তাঁদের সন্তানরা-ই বা উন্নত হবে কি ক'রে? জননীর হাতে-ই না সন্তানদের জীবন ও উন্নতি নির্ভর করে। জননীরা যদি সন্তানকে ভাল ক'রে লালন পালন না করতে পারেন তবে তারা স্বাস্থ্য-সম্পন্ন হবে কি করে, তাদের যদি জননীরা স্তন্য দানের সঙ্গে সঙ্গে সং-শিক্ষা না দেন তবে ছেলেদের মন গড়ে উঠবে কি ক'রে? আমাদের দেশের অধিকাংশ ছেলেমেয়ে কি রকম নির্জীব, আনন্দহীন, রোগে জীর্ণ! আর সাহেবদের ছেলে মেয়েদের দেখ, কেমন সুন্দর স্বাস্থ্য, তাদের কি রকম আনন্দভরা প্রাণ, কি রকম স্ফূর্তিভরা চাঞ্চল্য! দেখলে বাস্তবিক প্রাণটা খুসী হয়। আমাদের ছেলেদের এই যে স্বাস্থ্যহীনতা এ শুধু জননীদের দোষেই হয়। সেই জন্য যাতে তাঁরা স্বাস্থ্যসম্পন্না হন, সে দিকে দৃষ্টি রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য। তা' না আমরা ভোগবিলাস নিয়েই উন্মত্ত হয়ে পড়ি, আমাদের জননী ভগিনী সহধর্ম্মিণী কন্যারা কিসে ভাল থাকে তা' দেখবার অবসর পাই না। এই ত্রুটী ঘোচানো উচিত নয় কি?"

হিমাংশু বললে, "খুব যে উচিত, তা' আর বলতে? সাহেবরা এ-বিষয়ে খুব উন্নত, তারা আমাদের মত মেয়েদের অবহেলা করে না, নিজেদের সমকক্ষ বলেই মনে করে, আর, তাদের সে রকম মর্য্যাদাও দেয়। তাদের দোষ-গুণিই আমরা নিই, গুণ গুণি বাদ দিয়ে।"

আমাদের ক'টা ঘরে নারীরা তাঁদের উপযুক্ত মর্য্যাদা পান সারাদিন খেটেখুটে, সকলের সুখ শান্তি বিধান ক'রে, সন্তান পালন ক'রে, দিনান্তে একটি মিষ্টি কথাও অনেকের ভাগ্যে জোটে না, এঁরা না পান

শান্তি মনের দিক দিয়ে, না পান শান্তি শরীরের দিক দিয়ে। এই সব জননীর সন্তানরা কাজেই স্বাস্থ্যহীন হ'য়ে পড়ে।

তুষার বললে, "সুতরাং হিমাংশু, এখন আমাদের উচিত এই সব বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া। আমরা এম-এ বি-এ পাস ক'রে পুঁথিগত বিদ্যাই কি শিখলুম, যদি না হলো আমাদের হৃদয় উদার, না হলো আমাদের মন উন্নত? কবি বলেছেন, "আবার তোরা মানুষ হ'।"

আমরা আবার মানুষ হ'তে চেষ্টা করবো। আবার অতীতের দিন ফিরিয়ে আনবো। আমাদের আশা কি সফল হবে না ভাই?"

সকলে সমস্বরে বলে উঠ্‌লো।

"নিশ্চয় হবে, কে বলেছে হবে না?"

এমন সময় হিমাংশুর পুরাতন ভৃত্য রামচরণ গরম গরম চা, সিঙ্গাড়া, কচুরী, প্যাঁজের বড়া, পাঁপড় ভাজা, নিয়ে এসে ঘরে ঢুক্‌লো। হিমাংশু ও তার বন্ধুরা, তখনকার মত, আলোচনা বন্ধ ক'রে, সেগুলির সদ্ব্যবহারে মনোনিবেশ করলে। খেতে খেতে তুষার বললে "ইস আকাশ ভেঙে পড়েছে হে, যাবো কি করে বল দেখি। তোমরা তো সব কাছাকাছি যাবে, আমাকে সেই কলকাতায় যেতে হবে। হিমাংশু বললে, সত্যিই তো, কি করে যাবে তুমি? না হয় আপাততঃ এখানেই থেকে যাও।" "না ভাই, আমাকে এখনি ফিরতে হবে। রাত্রে কাগজ পত্তর দেখ্‌তে হবে, কাল একটা মামলা আছে। সন্ধ্যা তো হ'য়েই এলো।

তুষার রায় ব্যারিষ্টার, কলকাতায় তার বাড়ী। বাড়ীতে তার মা ও ছোট ভাই নীহার ছাড়া আর কেউ নেই। বাপের অগাধ বিষয় সম্পত্তি সত্ত্বেও, আজও সে অবিবাহিত।

তড়িৎ বললে, "ভয় নেই হে, এখনি বৃষ্টি থেমে যাবে, মেঘ কেটে আসছে, দেখ্‌তে পাচ্ছ না।"

যাই হোক ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আকাশ বেশ পরিষ্কার হ'য়ে গেল এবং আরো কিছু পরে আকাশে পূর্ণিমার চাঁদও দেখা দিল।

তখন তুষার উঠে পড়ে বললে, "আজ চললুম ভাই।" সকলেই বললে, "আমরাও উঠ্‌ছি, কি জানি যদি আবার বৃষ্টি আসে। আজ ছুটির সারা-দিনটা কাট্‌লো মন্দ নয়" ব'লে সকলেই একে একে উঠে দাঁড়ালো। তুষার তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে তার মোটরখানি বার ক'রে, হুড্‌টা নামিয়ে দিয়ে, গাড়ী চালিয়ে দিলে।

বেশ খানিক দূর এসে, কল বিগ্‌ড়ে মোটর অচল হ'ল। সে নিরুপায় হ'য়ে নেমে দাঁড়ালো এবং কি বিগ্‌ড়োলো পরীক্ষা ক'রে দেখবার জন্যে মোটরের তলায় ঢুক্‌তে, তার কাপড়চোপড় কাদায় মাখামাখি হ'য়ে গেল। একেই তার সাজ-সজ্জা, চুল ছাঁটা সবই ছিল সাদাসিদে-গোছের, তার ওপর কাদা লাগার ফলে তার জামা কাপড় এমন হ'য়ে গেল যে কে ব'লবে ইনি তুষার রায় ব্যারিষ্টার এবং অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী অমর রায়ের বংশধর। যাই হো'ক, অনেকক্ষণ পরে অচল গাড়ীখানি সচল হ'য়ে উঠ্‌লো। তুষার সবে মাত্র গাড়ীর পাদানীতে পা দিয়েছে, এমন সময় পিছন থেকে মধুর স্বরে কে বলে উঠলো "শোফার" "শোফার"। তুষার চেয়ে দেখলে একটি সুসজ্জিতা তরুণী; জ্যোৎস্নার মত তার রূপ, ফুলের মত তার গড়ন। সারা অঙ্গে চাঁদের আলো প'ড়ে তাকে যেন দেববালার মত দেখাচ্ছিল। তুষার বিস্মিত হ'য়ে তার দিকে ক্ষণেক চেয়ে দেখেই, নেমে এগিয়ে এসে বললে "কিছু বল্‌ছেন কি আমাকে?"

তরুণী একটু থতমত খেয়ে দেখলে তার সামনে সুগঠিত দীর্ঘকায় এক-জন যুবা এসে দাঁড়িয়েছে।

সে চুপ করে আছে দেখে তুষার আবার বল্‌লে, "আপনি কিছু ব'ল-ছিলেন কি আমাকে ?"

নতমুখে তরুণী বললে, "আমি মোটরে বাড়ী ফিরছিলুম। হঠাৎ তার কল বিগড়ে গিয়ে, ওই ওখানে আমার মোটর আট্‌কে রয়েছে, ড্রাইভার কল ঠিক করতে পারছে না। একটা যন্তর তার দরকার, সেটা সে আনেনি। অপর কোনো ড্রাইভার তা দিতে পারে ভেবে, আপনার কাছে সেটা পাওয়া যাবে কি না জানতে এসেছিলুম।"

তরুণী তুষারকে ড্রাইভার মনে করায় সে বেশ মজা বোধ করলে। সে ছিল ভারি আমুদে ও স্ফূর্ত্তিবাজ। সেও অমনি ড্রাইভারই হ'য়ে গেল।

বল্‌লে, "কই দেখি চলুন, অনেকদিন তো ড্রাইভারি করছি, কল-কব্জারও কিছু কিছু জানি।" সে তরুণীর সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে মোটরখানি পরীক্ষা ক'রে ব'ললে, "কল খারাপ হ'য়ে গেছে, চ'লবে না বোধ হয়। যাই হোক, একবার চেষ্টা ক'রে দেখি।" সে কাজে লেগে গেল কিন্তু অনেকক্ষণ চেষ্টা ক'রেও গাড়ী যখন নড়্‌লো না, তখন তুষার রুমালে কপালের ঘাম মুছে, ফিরে দাঁড়িয়ে ব'ললে, "চল্‌বে না।"

তরুণী ভয়ব্যাকুল কণ্ঠে ব'ললে, "তাই তো, কি হ'বে তাহ'লে, কি ক'রে বাড়ী যাবো ? অনেক রাত হ'য়ে গেল, বাড়ী গেলে গাড়ী নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা ক'রতে পারতুম, ড্রাইভার এখানেই থাক্‌তো।"

তুষার বললে, "কোথায় যাবেন বলুন, আমি আপনাকে পৌঁছে দেবো।"

"যাঁর মোটর তিনি বিরক্ত হবেন না ?" তুষার হেসে বললে "না, হবেন না, এখন গাড়ী ফিরে যাচ্ছে, তাঁর দরকার নেই। তা'ছাড়া তিনি শুন্‌লে খুশীই হবেন।"

তরুণী ধন্যবাদ জানিয়ে বললে, "তাহলে বড় উপকার হয় আমার, আমাদের বাড়ী ভবানীপুর রসা রোডে, খুব বেশী দূর নয়।"

"তবে আর দেরী করবেন না, আসুন।"

তরুণী তার মোটরের ড্রাইভারকে বল্‌লে, "তুমি এখানে থাকো, লোকজন পাঠিয়ে দিচ্ছি গাড়ী নিয়ে যাবে। তারপর তরুণী এসে তুষারের গাড়ীতে বসলো। তুষারও সামনে উঠে গাড়ী চালিয়ে দিলে। তুষার গাড়ী চালাতে চালাতে তরুণীর সঙ্গে কথা ব'লছিল। তরুণী জ্যোৎস্না পেনসান-প্রাপ্ত জজ মুখার্জ্জি সাহেবের আদরিণী দুহিতা, বন্ধুর বিবাহের নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রে ফেরবার পথে বিপন্না।

জ্যোৎস্না বল্‌লে, "আপনি ড্রাইভারি করেন কেন ?"

তুষার হেসে বললে, "কি করি বলুন, কলেজের পড়া শেষ ক'রে মুরুব্বির জোর না থাকায় চাকরী পেলুম না, কাজেই এই ড্রাইভারি করছি। যা পাই তাতেই একরকম চলে, বাড়ীতে মা, আমি আর একটি ছোট ভাই বই তো নয়।"

জ্যোৎস্না প্রশ্ন ক'রলে, "আপনার এখনও বিয়ে হয়নি বুঝি ?" ক'রেই সে লজ্জিতা হ'য়ে পড়লো, তার মুখখানি লাল হ'য়ে উঠ্‌লো। তুষার ঘাড় ফিরিয়ে হেসে বললে "না আজও বিয়ে করিনি, মনোমত পাত্রী পাইনি বলে।"

জ্যোৎস্না সে কথা চাপা দেবার জন্যে বললে "বাবার সাহেব-সুবার

সঙ্গে আলাপ আছে, যাতে আপনার একটা ভাল কাজ হয়, বলবো। আপনি আসবেন আমাদের বাড়ীতে, আপনি যা উপকার করলেন, তা জীবনে ভুলবো না। এই যে বাড়ী এসে পড়েছে। হাঁ এই ফটকে গাড়ী রাখুন।” বাবাও যে দাঁড়িয়ে আছেন দেখ্‌ছি। একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি ফটকের কাছে এগিয়ে এসে বললেন, “এ কি জ্যোৎস্না, তোমার মোটর কি হলো, এত রাত হলো কেন? আমরা খুব ভাব্‌ছিলুম।” জ্যোৎস্না নেমে গিয়ে বাপের কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে, বললে, “আর বলেন কেন বাবা, ভাগ্যিস পথে এঁর সঙ্গে দেখা, নইলে কি বিপদেই পড়তুম এই রাত্রে। মোটরের কল গেল পথের মাঝে বিগ্‌ড়ে, কিছুতেই গাড়ী ঠিক হলো না। ইনিও কত চেষ্টা করলেন পারলেন না। ইনি তাই আমাকে পৌঁছে দিতে এলেন। লোকজন পাঠিয়ে দিন, গাড়ী আনুক। ড্রাইভার সেখানে বসে আছে।” “তাইতো বড় কষ্ট পেয়েছ মা জ্যোৎস্না।” “ইনি না থাক্‌লে আরও বেশী কষ্ট পেতুম বাবা।”

“আসুন, আপনি নেমে আসুন, আপনি যা উপকার ক’রলেন তা আর কি বল্‌বো। তুষার নেমে দাঁড়িয়ে তাঁকে নমস্কার করে বল্‌লে, “এ আর কি করেছি বলুন, এমন ভদ্রলোক মাত্রেই ক’রে থাকে। আজ তবে আসি রাত হ’য়ে যাচ্ছে।”

প্রতি-নমস্কার ক’রে জ্যোৎস্নার পিতা ব’ললেন, “আসুন তবে আজ, কাল বিকেলে অবশ্য আসবেন, আলাপ করবো। এখানে এসে চা খাবেন।” হঠাৎ জ্যোৎস্না মৃদু হেসে বল্‌লে “আসবেন কিন্তু।” তুষারও মৃদু হেসে বল্‌লে, “আসবো।” মনে মনে ভাবলে এ মন্দ নয়। এ এক নূতন অ্যাড্‌ভেঞ্চার সুরু হোলো। ব্যারিষ্টার তুষার রায় হ’য়ে গেল কি-না

ড্রাইভার ? সে নমস্কার জানিয়ে তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠে গাড়ী চালিয়ে দিলে।

দুই

তার পর দিন যথাসময়ে বিকেলে ড্রাইভারবেশে তুষার জ্যোৎস্নাদের বাড়ী গিয়ে হাজির হ'লো। সামনেই সুসজ্জিতা জ্যোৎস্না দাঁড়িয়েছিল, হাসি মুখে এগিয়ে এসে বললে, "এই যে আসুন!" তুষারও নমস্কার জানিয়ে কুশল প্রশ্ন ক'রে বল্‌লে, "মিঃ মুখার্জ্জি কোথায়?" তিনি ড্রইং রুমে বসে' কাগজ পড়ছেন" বলে' জ্যোৎস্না এগিয়ে গিয়ে ঘরে ঢুক্‌লো। একটা সোফায় হেলান দিয়ে বসে' জ্যোৎস্নার বাবা কাগজ প'ড়ছিলেন। তুষার আর জ্যোৎস্নাকে ঢুক্‌তে দেখে উঠে ব'সলেন, বললেন "এই যে আপনি এসেছেন, আসুন, আপনার জন্যেই অপেক্ষা করে' বসে' আছি। জ্যোৎস্না, জলখাবার আন্‌তো মা!"

"আন্‌ছি বাবা" ব'লে সে তাড়াতাড়ি চলে' গেল। তুষার নমস্কার ক'রে বললে, "আপনি আমার পিতার বয়সী, আমায় আপনি বলবেন না।"

মিঃ মুখার্জ্জি হেসে ব'ললেন, "বেশ তুমি বলবো, তবে কি জানো বাবা, আজকালকার ছেলেরা অনেকেই তুমি ব'ললে আবার চটে যায়। তাই সাহস হয় না তুমি ব'লতে। যা হ'ক্, তুমি যখন বল্‌ছ তখন তোমাকে "তুমিই" বল্‌বো। জ্যোৎস্নার কাছে তোমার সব কথা শুনলুম। ও আমায় ধ'রেছে তোমার একটি ভাল চাকরী ক'রে দিতে।

তুমি এম-এ পাশ ক'রে আর সব পরীক্ষাতেই জলপানি পেয়ে তোমার ধনী বন্ধুর ড্রাইভারী ক'র্‌ছো, বিস্ময়ের কথা। তোমার আর কে কে আছেন?"

"মা আছেন, আর একটি ছোট ভাই আছে"

"তোমার বাড়ী কোথায়?"

"কল্‌কাতায়"।

"তুমি যাঁর ড্রাইভারি কর, তাঁর নাম কি?"

"হিমাংশু মোহন চট্টোপাধ্যায়।"

"যিনি বিলাত ফেরত ডাক্তার?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আরে সে তো আমার ছেলে রজতের পরম বন্ধু"

তুষার চম্‌কে উঠে পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বল্‌লে, "ওঃ"! মনে ভাবলে সব মাটি হবে দেখ্‌ছি এবার। রজত এলেই সব ফাঁক হয়ে যাবে। তার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় হিমাংশুর বাড়ীতে। তাঁর ঘর বাড়ী মা বাপের পরিচয় তো কোনোদিনই নিইনি, মুস্কিল করলে দেখ্‌ছি। সাহসে ভর ক'রে তুষার বল্‌লে, "আপনার ছেলে রজতবাবু কোথায়, তাঁকে তো দেখছি না।"

"সে তার অসুস্থ শ্বশুরকে দেখ্‌তে গেছে, তিনি হ'লেন বালিগঞ্জ-নিবাসী নামজাদা এটর্ণী বিপিনবাবু।"

"খুব জানি, তিনি বেশ বড় এটর্ণী।"

"তাঁর খুব অসুখ, তাই কদিন হ'লো সে সেখানেই আছে। তাঁর নিজের ছেলেটি গেছে বিলেত, সিভিল সার্ভিস দিতে। বাড়ীতে আর কেউ

নেই। তাঁর ওই একটিমাত্র ছেলে, আর একটিমাত্র মেয়ে আমার বৌমা। কাজেই রজতকেই সব দেখতে শুনতে হয়।"

এমন সময় জ্যোৎস্না বেয়ারার হাতে চা দিয়ে, নিজে নানাবিধ ফল-মূল ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি নিয়ে এসে ঘরে ঢুক্‌লো এবং ক্ষিপ্র হস্তে টেবিলের ওপর সব গুছিয়ে দিলে। মিঃ মুখার্জি বললেন, "খেয়ে নাও হে তুষার।" তুষার হেসে বল্‌লে "এত সব কি খাওয়া যায় ?"

"এই তো তোমাদের খাবার বয়েস হে, খাও খাও। তোমাদের বয়েসে আমি কি পেটুকই ছিলুম।" ব'লে তিনি হাসলেন। আবার বললেন "এ সবই জ্যোৎস্না নিজে ঘরে তৈরি করেছে। আমি বাজারের খাবার মোটেই পছন্দ করি না।"

"বাজারের খাবার না খাওয়াই ভাল, খেতে প্রবৃত্তিও হয় না, আর খেলেও অসুখ করে, আমিও বাজারের খাবার পছন্দ করি না। আমার মা ঘরেই যা তৈরি করেন !"

জ্যোৎস্না হেসে বললে, "খান তুষারবাবু, লজ্জা করছেন কেন ?"

তুষার হেসে বললে "না, না, খেতে আবার লজ্জা কি ? খেতে লজ্জা করলে তো নিজেকেই ঠক্‌তে হবে।" তারপর গিয়ে বসে আহারে মনোনিবেশ করলে।

ভোজনান্তে খানিকক্ষণ গল্প ক'রে, বিশেষ কাজ আছে বলে তুষার উঠে পড়লো এবং বেরিয়ে এসে দূরে যেখানে মোটর দাঁড় করিয়ে রেখে গেছলো, সেখানে এসে ড্রাইভারকে বল্‌লে, "বিপিনবাবু এটর্ণীর বাড়ী চলো।" গাড়ী দ্রুতবেগে ছুটে বালিগঞ্জে বিপিনবাবুর বাড়ীর সামনে দাঁড়াতেই তুষার নেমে এগিয়ে গিয়ে দেখলে, রজত সামনে দাঁড়িয়ে ডাক্তারকে

ভিজিট দিয়ে বিদায় করছে ! ডাক্তার চলে যেতে তুষার পেছন থেকে রজতকে ডাক্‌লে।

রজত ফিরে চেয়ে হেসে বললে, "এ কি তুষার যে ! কি মনে ক'রে বল'তো ?"

"আগে তোমার শ্বশুর মশায় কেমন আছেন বল দেখি ?"

"তাঁর অসুখের খবর তুমি জান্‌লে কি ক'রে ?"

"আগে বল' তারপর আমিও একে একে সব কথা ব'লবো।"

"আজ তিনি ভালই আছেন। সব ভগবানের করুণা। এইবার তোমার কি বক্তব্য বল দেখি শুনি।"

"বড় ক্যাসাদ বাধিয়ে বসে আছি ভাই। কাল হিমাংশুর বাড়ী থেকে বেরিয়ে খানিকদূর গিয়ে দেখি, মোটর-বিকৃতির ফলে তোমার বোন জ্যোৎস্না দেবী পথে বিপন্না। আমার গাড়ীখানিও পথে বিকল হ'য়ে প'ড়েছিলো, সেটি সেরে কর্দ্দমলিপ্ত হ'য়ে গাড়ীতে উঠ্‌তে যাবো, সহসা তোমার বোনটি আমায় ড্রাইভার ব'লে সম্বোধন ক'রে বল্লেন যে তিনি বিপন্না। তিনি আমায় ড্রাইভার ব'লে সম্বোধন করেছিলেন ব'লে আমি তাই হ'য়ে গেলুম। জানোই তো আমি একটু কৌতুকপ্রিয়।"

রজত হেসে ব'ল্‌লে, "বেশ জানি, তারপর।"

"তারপর তাঁর গাড়ীকে কিছুতেই বাগাতে না পেরে তাঁকে আমার গাড়ী ক'রে তোমাদের বাড়ীতে পৌঁছে দিলুম। তারপর তোমার বাবার সাদর নিমন্ত্রণ রক্ষে কর্‌তে গিয়ে আজ সব পরিচয় শুনেই বুঝলুম, তুমি আসরে প্রবেশ ক'রলেই সব ছলনা ধরা প'ড়বে। তাই তোমার খোঁজে ধাওয়া ক'রে এখানে এসেছি ; ব্যাপার বড় সঙ্গীন, বুঝলে হে ?"

কথার দাম

রজতও হেসে তুষারের পিঠ চাপড়ে বললে, "ভয় নেই, আমি সব ঠিক ক'রে নেবো এখন। ব্যাপারটা মন্দ নয়, দু' তিনখানা মোটরের মালিক হ'ল কিনা অপরের মোটরের ড্রাইভার। শ্বশুর মশায় একটু ভাল হ'লেই আমি যাচ্ছি বাড়ী, তখন বোঝাপড়া সুরু হবে। এখন তুমি নির্ভয়ে যেতে পারো।

রজত করমর্দ্দন করে বললে "তুমি তা' হলে সুবিধামত একবার হিমাংশুর ওখানে যেও, অনেক কথা আছে।"

তুষার তখন হিমাংশুর বাড়ী রওনা হোলো।

তিন

হরিহর চট্টোপাধ্যায় যখন তাঁর একমাত্র আদরের পৌত্রী গৌরীরাণীর ছ' বছর বয়সে বারো বছরের ছেলে সতীনাথের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে গৌরী-দানের ফল লাভের আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছিলেন তখন অলক্ষ্যে থেকে, বিধাতা যে নিষ্ঠুর হাসি হেসেছিলেন তা' তিনি আগে জানলে যে কি করতেন বলা যায় না।

হরিহরবাবুর পুত্র ও পুত্রবধূ যখন তাঁদের ছটি পুত্র কন্যাকে তাঁর ও তাঁর স্ত্রী কল্যাণী দেবীর হাতে সমর্পণ ক'রে মারা গেলেন, তখন তাঁরা নিজেদের শোক দুঃখ চেপে রেখে এই পিতৃমাতৃহারা ছটি শিশুকে মানুষ ক'রে তুলেছিলেন। ছেলেটি বড় হ'য়ে বিলাতে ডাক্তারী পড়তে যায়। গৌরী তখন অতি শিশু। গৌরীর পিতা শরৎচন্দ্র তাঁর মেয়ে [illegible] তাঁর বন্ধু কালীপ্রসন্নর পুত্র সতীনাথের সঙ্গে তার বিয়ে দেবেন ব'[illegible] দেন। পাছে মৃত পুত্রের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়, হিমাংশু ফিরে এসে [illegible] বিবাহে মত না দেয়, তাই হিমাংশু বিলাতে থাকতে থাকতেই তিনি [illegible] বছর বয়সেই গৌরীরাণীর সঙ্গে সতীনাথের বিয়ে দেন। হরিহরবাবু উপযুক্ত পাত্রেই গৌরীরাণীকে সমর্পণ করেছিলেন! সতীনাথ দেখতে যেমন সুন্দর ছিল, স্বভাবটিও ছিল তার তেমনি। বাপ মা'র একমাত্র সন্তান হ'লেও, লেখাপড়ায়ও সে ছিল সকলের সেরা।

বিবাহের পর বছর ঘুরতে না ঘুরতেই, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হলো। গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী আসবার সময় ভীষণ রেল-দুর্ঘটনায় সতীনাথ মারা গেল এই নিদারুণ আঘাতে হরিহরবাবু ও তাঁর স্ত্রী একেবারে ভেঙে পড়লেন। কার অভিসম্পাতে যে কচি বয়েসে সরলা বালিকার সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল, তাঁরা তা ভেবে পেলেন না। কুসুমকোরকতুল্য সদাহাস্যময়ী সুন্দরী বালিকার এ কি সর্ব্বনাশ হ'ল! বালিকা কাঁদতে কাঁদ্‌তে এসে পিতামহের গলা জড়িয়ে ধরে বল্‌তো, ওরা যে আমার গয়না কাপড় সব কেড়ে নিয়ে, চুড়ী শাঁখা ভেঙে দিয়ে, সিঁদুর মুছে দিলে, বল না দাদু, আমি ত' কিছু দুষ্টুমি করিনি। ঠাকুমাকে জানাতে ঠাকুমা কিছু বললে না, কেবল কাঁদলে। ওরা মিছিমিছি বলে আমার কপাল পুড়েছে। হাত দিয়ে দেখ না দাদু, আমার কপাল মোটেই পোড়েনি! নূতন কাপড় ও গয়না চাইলে ওরা আমায় দেয়না, মাছ খেতেও দেয় না। বৃদ্ধ পিতামহ বালিকাকে বুকে চেপে ধরে' কেঁদে আকুল হ'তেন, আর বলতেন ...ান!" গৌরী কেঁদে কেঁদে শেষে নিজের আঁচল দিয়ে পিতামহের ... দিয়ে বল্‌তো, "আচ্ছা দাদু, মাছ খাওয়া বুঝি ভাল নয়? ..., ঠাকুমা, পিসিমা, কেউ মাছ খাও না আর মাকেও খেতে দাও ...চ্ছা, তবে আমিও খেতে চাইবোনা। গয়না, কাপড় ছেলে-...প'রতে নেই না? তাই আমায় প'রতে দেয় না। বড় হ'লে প'রবো, তখন তো প'রতে আছে, কি বল দাদু?"

পিতামহ শুনে শুধু নীরবে চোখের জলে ভাসতেন, বালিকাও আবার কেঁদে আকুল হ'ত। বৃদ্ধ তখন বালিকাকে ভুলাতে চেষ্টা ক'রতেন, আর গৌরীর হাস্যচপলতা ফিরে আস্‌তো। কিন্তু সে সরলতা মাখা হাসি দেখেও

পিতামহ সুখ পেতেন না। আরো বছর কয়েক পরে, হিমাংশু ডাক্তারী পাস ক'রে দেশে ফিরে এলো। তখন হরিবাবু বালিগঞ্জে একখানি বাড়ী কিনে, তাকে ডাক্তারীতে বসিয়ে, সস্ত্রীক সতীনাথের বাপ-মাকে নিয়ে কাশীবাসী হ'লেন।

হিমাংশুকে বিয়ের কথা ব'ললেন, কিন্তু গৌরীরাণীর এই অকাল বৈধব্যে ব্যথা পেয়ে হিমাংশু সেকথা আমলেই আনলে না। বড় হয়েও গৌরী তার অকাল-বৈধব্যের কথা কিছুই জানলে না, কেউ সেকথা তাকে জানতেও দিলে না। সে বেশ শান্তিতেই ছিল। সে একটু বড় হতেই তার পিতামহ তাকে রামায়ণ মহাভারত ও ধর্ম্মগ্রন্থ পড়াতে আরম্ভ ক'রে ছিলেন। সে খুব বুদ্ধিমতী ছিল, রাতদিন সেই সব নিয়েই থাক্‌তো। তারপর পিতামহের সঙ্গে বাড়ী গিয়ে সেখানে কিছুদিন তাঁর শিক্ষাধীনে থেকে, হিমাংশুর সঙ্গে তার বালীগঞ্জের বাড়ীতে সে এলো। পিসিমাও সঙ্গে এলেন। এই পিসিমাই ছেলেবেলায় তাদের মানুষ করেছিলেন। তাঁর আপনার বল্‌তে কেউ ছিল না। এই ভাইবোন দুটি ও বৃদ্ধ পিতা-মাতা ছাড়া।

হিমাংশুর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, যে গৌরীরাণীকে সর্ব্ব সুশিক্ষিতা ক'রে উপযুক্ত পাত্র দেখে, আবার তার বিয়ে দেবে। স্নেহের আদরের বোনটির চিরজীবন এ-দুর্দ্দশা সে দেখতে পারবে না।

হিমাংশু জান্‌তো যে বালবিধবার পুনর্ব্বিবাহ দিতে কোন বাধা নেই। এই সব ভেবেই হিমাংশু গৌরীকে নিজের কাছে এনে রেখেছিল এবং তাকে লেখাপড়া ও শিল্পকাজ শেখাবার জন্যে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করেছিল। নিজেও মাঝে মাঝে সে তাকে পড়াতো, ভায়ের হাজার অনুরোধেও

মাছ খেতে কিন্তু গৌরী রাজি হয়নি। বল্‌তো দাদু বলেছেন মাছ খাওয়া ভাল নয়। অগত্যা হিমাংশুও নিরামিষ খেতো। পিসিমা অনেক বলা সত্ত্বেও মাছ খেতো না।

হিমাংশুর বাড়ীর পাশেই ছিল বিপিনবাবু এটর্ণীর বাড়ী। তাঁর মেয়ে রেবার সঙ্গে গৌরীর খুব ভাব। সে রেবাকে দিদি ও তার মাকে মামীমা বল্‌তো। তিনিও গৌরীকে মেয়ের মত ভালবাস্‌তেন। দুটি বাড়ী পাশাপাশি হওয়ায়, দুজনদের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠতা হ'য়েছিল। বিপিন বাবুর ছেলে সতীন্দ্রনাথ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবে বলে বিলাতে ছিল।

চার

তুষার প্রায়ই জ্যোৎস্নাদের বাড়ী বেড়াতে যায়। তার কথাবার্ত্তা বলার ভঙ্গীতে, হাসি গল্পে ও রূপে গুণে মিঃ মুখার্জ্জি তাকে পুত্রাধিক ভাল-বেসে ফেলেছেন। বাড়ীর আর আর সকলেও তাকে ভালবাসে, যত্ন করে, একদিন সে না এলে দুঃখ করে। তুষারের অনুরোধে রজত বাপ-মা ছাড়া আর কাউকে তুষারের পরিচয় দেয়নি। পিতার কথায় জ্যোৎস্নাকে বিয়ে করবার জন্যে রজত তুষারকে অনুরোধ করায় তুষার বলে "এখন নয়, ড্রাইভাররূপে যদি জ্যোৎস্না দেবীর হৃদয়খানি জয় কত্তে পারি, তবেই তাকে বিয়ে করবো, নইলে নয়।"

রজতের জন্মদিন উপলক্ষ্যে, সেদিন খাওয়া-দাওয়া ও গান বাজনার খুব ধুম লেগে গেল। রজতের বন্ধুরা সব এসে উপস্থিত হলো, তুষার ড্রাইভার হ'য়ে নিজের মোটরে হিমাংশুকে নিয়ে এলো। সেদিন জ্যোৎস্নার সঙ্গে রজত তুষার ও হিমাংশুর আলাপ পরিচয় করিয়ে দিল। যে মুখে হিমাংশু হেসে বললে, "দেখ্ তুষার তুই যদি এই রত্নটি লা[illegible] পারিস ভাই, তবে ধন্য হ'য়ে যাবি! জ্যোৎস্না দেবী অ[illegible] মেয়ে।"

তুষার বললে, "সেটা তোমাদের আশীর্ব্বাদ আর আমার[illegible] যেমনটি খুঁজছিলুম, তেমনটিই ঠিক মিলেছে—এখন দেখা যাক বিধাতার কি ইচ্ছে।"

"তুই ভাই তোর সঠিক পরিচয় দে, তা'হলে আর দেরী হবে না। মিঃ মুখার্জ্জি তো প্রস্তুতই আছেন।"

"সে কথা কি আমি জানি না ভাই? তবে রজতকে ব'লেছি যথার্থ পরিচয় দেবার আগে হৃদয়ে যদি স্থান করে নিতে পারি তবেই। আমি দরিদ্র জেনেও যদি সে আমায় বিয়ে করতে চায়, তবেই বুঝবো যে তার ভালোবাসা খাঁটি, নইলে আমার পরিচয় পেলে অনেক ভাগ্যবানের দুহিতাই আমার গলায় আনন্দের সঙ্গে মালা দিতে চাইবে।"

"বেশ তাই ভাল, কিন্তু দেখিস্ ভাই শেষটা যেন ট্রাজেডি হ'য়ে না দাঁড়ায়। আমরা ভাই মিলনান্তই ভালবাসি।"

"সেই চেষ্টাই তো করছি ভাই, দেখি কি দাঁড়ায়। তুমি যদি আমার একটু সহায়তা করো তা'হলে এটার শীগ্গিরই একটা মীমাংসা হয়ে যায়।"

"কি করতে হবে বল্, আমি রাজি আছি।"

"কি ক'রতে হবে আমি পরে তোমায় গিয়ে বলে আস্‌বো।"

হিমাংশু বললে, "বেশ।"

[illegible]ার হিমাংশুকে পৌঁছে দিয়ে বাড়ী ফিরলে।

[illegible] হ'য়ে পড়ায় তুষার কদিন আর জ্যোৎস্নাদের বাড়ী যেতে [illegible]। যেদিন সে ভাত খেলে সেদিনই বিকেলে জ্যোৎস্নাদের বাড়ীতে [illegible]জির হলো। দেখলে জ্যোৎস্না বাইরে বাগানে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। [illegible] দেখেই জ্যোৎস্নার মুখে চোখে আনন্দের হিল্লোল খেলে গেল। সে এগিয়ে এসে বললে, "ক'দিন আপনি আসেননি কেন তুষারবাবু? এ কি! আপনার এমন শুক্‌নো চেহারা হ'য়েছে কেন? অসুখ করেছিল না কি?"

"হ্যাঁ জ্যোৎস্নাদেবী আমি বড় অসুস্থ হ'য়ে পড়েছিলুম, তাই ক'দিন আসতে পারিনি। আপনারা ভাল আছেন তো? আর সবাই কোথায়?"

"বাবা মা দাদা একজায়গায় গেছেন, আমার শরীরটা ভাল ছিল না, যাইনি। যাই হ'ক্, আপনি না আসায় বড় ভাবছিলুম।"

তুষার হেসে বললে, "আপনারাও তা'হলে আমার মত দীন-হীনের জন্যে ভেবে থাকেন। আপনার কী অসুখ হ'য়েছে?"

"একটু মাথা ধরেছিল, এই হাওয়ায় বেড়িয়ে সেরে গেছে। আপনি যে আমার উপকার করেছিলেন, আপনার কথা ভাববো না বুঝি?"

"শুধু উপকার করেছিলুম বলেই ভাবেন অন্য কোন কারণে নয়?"

লজ্জিত হ'য়ে জ্যোৎস্না বললে "না—না শুধু তা নয়। এমনি আপনাকে নিজের মত আমরা ভাবি বলেই আপনি না এলে আমরা ভাবি।"

তুষার বললে "বেশ শুনে খুব খুশী হলুম যে আপনারা আমায় নিজের মত ভাবেন।"

"আচ্ছা আপনি এলে হিমাংশুবাবুর কিছু অসুবিধা হয় না। ডাক্তার মানুষ প্রায়ই তো তাঁর গাড়ীর দরকার হবার কথা। আপনি এলে তাঁর গাড়ী কে চালায়?"

"না তা হিমাংশুবাবু লোক ভালো; আমায় খুব ভালবাসেন, স্বাধীনতাও আমার আছে। দরকার হলে তিনি অন্য ড্রাইভার যান।"

হিমাংশুবাবু ভারি ভদ্র, তাঁর কথায় বার্ত্তায় ভাবে ভঙ্গীতে বেশ একটি অমায়িক ভাব আছে। অতি নম্র স্বভাব, ওঁর আর কে কে আছেন?"

"ঠাকুমা, ঠাকুরদাদা, পিসিমা ও একটি বোন।"

"বাপ মা নেই, আর এখনও বিয়ে করেন নি বুঝি ?"

"না, অল্প বয়সে বিয়ে করার আমরা বিরোধী।"

এমন সময় রজতও ফিরে এসে তাদের সঙ্গে গল্পে যোগ দিলে। তুষার এখন এখানে ঘরের ছেলের মত হয়ে গেছে।

তুষার মধ্যে মধ্যে একটি ফুলের তোড়া বা অন্য যা হক কোনো ক্ষুদ্র উপহার জ্যোৎস্নাকে দিত। জ্যোৎস্নাও সাদরে তা গ্রহণ করত।

১লা ফাল্গুন। আজ জ্যোৎস্নার জন্মদিন।

জ্যোৎস্নার বন্ধু বান্ধবীরা সকলেই নিমন্ত্রিত হ'য়েছে, রজতের বন্ধুরাও কেউ বাদ পড়েনি। বিশেষতঃ হিমাংশু ও তুষার।

জ্যোৎস্নার টেবিলটি নানাবিধ উপহারে ভরে উঠেছে। অনেকে তাকে তার জন্মদিনে নানা রকমের জিনিষ দিয়েছে।

জ্যোৎস্নার মন ছটফট করছে, ভাবছে, সকলেই এসে উপস্থিত হলো, তুষার কেন এখনও আসছে না। সে আসছে না বলে তার মনটা এত ছটফট করছে কেন তাও ভাবছে। উৎসবের সকল আনন্দই যে বিফল হ, সেটা কি শুধুই উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা না আর কিছু ? সে ভালবেসেছে ? ভালবাসলে কি এমনিই হয় ? এ সব কথা নির্জ্জনেই জ্যোৎস্নার রক্তিম কপোল লজ্জায় আরও রক্তিম হয়ে সে ভাবলে পাগলের মত এ সব কি তার মনে হচ্ছে ? ভালবাসলেই তো পাওয়া যাবে না। তার বাবা মা তুষারের সঙ্গে বিয়ে তার দেবেনই বা কেন ? এমন সব চিন্তা ক'রতে ক'রতে তার চোখ ঢুটি জলে ভরে এলো। সে নিজেকে সামলে নিয়ে চেয়ে দেখলে তুষার হাসিমুখে

ঘরে ঢুকে তাকে নমস্কার জানিয়ে প্রস্ফুটিত গোলাপের একটি বড় তোড়া ও একটি ব্রুচ তাকে উপহার দিলে এবং বললে, "একি, আপনি একা বসে যে।"

জ্যোৎস্না ফুলের তোড়া ও ব্রুচটি নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে "এই যে আপনি এসেছেন, আপনার কথাই ভাবছিলুম। এত দেরী হল যে? হিমাংশুবাবু আসেন নি?"

"এসেছেন বৈ কি, তাঁর জন্যেই দেরী হ'য়ে গেল। রজতের সঙ্গে বাইরে কথা কইছেন। তারপর হেসে বললে "আমার খুব সৌভাগ্য বলতে হবে যে আজকের দিনেও আপনি আমার কথা ভাবছিলেন। যদি হক্ আপনাকে ভাবিয়েতো তাহলে কষ্ট দিলুম।"

জ্যোৎস্না লজ্জিত হ'য়ে বললে "না—না কষ্ট আবার কি? চলুন চা খাবেন। এই যে হিমাংশুবাবুও এসেছেন। আসুন—আসুন, নমস্কার।"

পাঁচ

হিমাংশু এগিয়ে এসে ব'ল্লে "নমস্কার জ্যোৎস্না দেবী, ভাল আছেন তো?" বলে' একটি বহুমূল্য মুক্তার মালা নিয়ে তাকে উপহার দিলে।

জ্যোৎস্না সেটি হাতে নিয়ে দেখে ব'ল্লে, "মিছামিছি এত খরচ করলেন কেন হিমাংশুবাবু!"

"সেকি জ্যোৎস্না দেবী, তুচ্ছ একটা মুক্তার মালা দিয়েছি, তার আবার কথা। আপনাকে আমার অদেয় আর কি আছে বলুন।"

জ্যোৎস্না বিস্মিত হ'য়ে চেয়ে দেখ্লে, তুষার তখন বেরিয়ে চলে' গেছে। হিমাংশু বল্লে "জ্যোৎস্না দেবী, আপনি যদি পূজার অর্ঘ্য গ্রহণ ক'রে আপনার সেবার ভার দেন, তবে নিজেকে আমি ভাগ্যবান মনে করি।"

জ্যোৎস্না শরাহত মৃগীর মত লাফিয়ে উঠে বল্লে, "না না, সে যে হ'তে না হিমাংশুবাবু!"

হিমাংশু বিস্মিত হ'য়ে বল্লে "কেন জ্যোৎস্না দেবী, এ হতভাগ্য কি র অনুপযুক্ত?"

"না, না, আমি তা বলছি না, কিন্তু—আমি যে আর একজনকে"—বলে' ফেলেই লজ্জায় লাল হ'য়ে জ্যোৎস্না মুখ নামালে।"

হিমাংশু সাগ্রহে বল্লে "বলুন, বলুন সে ভাগ্যবান কে? আমি কাউকে বল্বো না।" "সে, সে আপনার ড্রাইভার তুষারবাবু।"

হিমাংশু বিস্মিত হ'য়ে বল্লে "ওঃ তাই বলুন, তুষার দরিদ্র জেনেও কি আপনার পিতা তার হাতে আপনাকে দান করবেন মনে করেন ?"

"আমি বল্লে তিনি অমত ক'রবেন না।"

"আচ্ছা জ্যোৎস্না দেবী, তুষার দরিদ্র জেনেও আপনি তাকেই পছন্দ ক'রলেন কেন ?"

"শুধু কি পয়সা থাক্‌লেই হয় হিমাংশুবাবু, প্রাণটা বড় হওয়া দরকার। সেটা তুষারবাবুর আছে।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয় জ্যোৎস্না দেবী, তবু যদি আপনার পিতা অমত করেন ?"

"তা হ'লে বিয়েই করবো না, চিরকুমারী থাক্‌বো। তাতে তো কারুর জোর নেই, হিমাংশুবাবু। আর একটি অনুরোধ, এ সব কথা কাউকে বলবেন না।"

"নিশ্চয় বলবো না জ্যোৎস্না দেবী, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আর ধন্য আপনি জ্যোৎস্না দেবী, আর ধন্য আপনার প্রেম। দরিদ্র জেনেও যে ভাগ্যবানকে আপনি পতিত্বে বরণ করতে ইচ্ছে করেছেন, ধন্য সেই তুষার ! আর আপনিও আজ মহা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়েছেন। যদিও এ পরীক্ষা করতে আমি রাজি হইনি। তবে প্রাণাধিক বন্ধুর অনুরোধে প'ড়ে করতে হলো, আমায় ক্ষমা করুন। বৌদি হবার আগেই আ[illegible] পরিহাসটা করে নিলুম। কই, এস না হে তুষার, পালালে কোথা[illegible] যে এসেছ, তুমি পরম ভাগ্যবান ভাই, তাই জ্যোৎস্না দেবীর অমূল্য[illegible] খানি জয় করতে পেরেছ—তোমার পত্নী নির্ব্বাচন সার্থক হ'য়েছে এখন তোমার উপহার মুক্তার মালা তুমিই পরিয়ে দাও।"

তুষার হাসিমুখে এগিয়ে গিয়ে বললে "দেবো নাকি জ্যোৎস্না দেবী।"

জ্যোৎস্না আনন্দে চক্ষু মুদ্রিত করলে। তার নারী জীবন সার্থক হ'য়ে গেল। সে যখন চাইলে, দেখলে সাম্‌নে দাঁড়িয়ে তুষার মৃদু মৃদু হাস্‌ছে।

জ্যোৎস্না বললে "এ সব কি তুষারবাবু?"

"এ সব জ্যোৎস্না দেবীর হৃদয়খানি জয় করবার উপকরণ। বন্ধু হিমাংশু আমায় সহায়তা করে আজ তোমার হৃদয়বল পরীক্ষা করেছে: সে পরীক্ষায় তুমি এবং আমি দুজনেই জয়ী হ'য়েছি। আর একটা কথা জ্যোৎস্না দেবী, আমি কস্মিনকালেও কারুর ড্রাইভার নই। সেদিন তুমি ড্রাইভার বলে সম্বোধন করলে, কাজেই আমিও ড্রাইভার হ'য়ে প'ড়লুম। রজত এ সব আগেই জান্‌তো। তোমার বাবাও জেনেছেন যে আমি ড্রাইভার নই, অতুল ধনের অধীশ্বর ব্যারিষ্টার তুষার রায়। আমার নিজেরই দু' তিনখানা মোটর আছে—ড্রাইভারও দু'জন আছে তবে সখ করে নিজে চালাই মাঝে মাঝে। তবে ভক্ত চিরদিনই তোমার ড্রাইভারি করতে প্রস্তুত আছে। আচ্ছা তুমি আমাকে দেখে সেদিন ড্রাইভার মনে করলে কি ক'রে বল দেখি? সত্যিই কি আমার ড্রাইভার গোছের চেহারাখানা?

জ্যোৎস্না লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠেছিল, সে এতক্ষণে তাড়াতাড়ি বলে "না না তা' কেন? তবে সেদিন আপনার কাপড়-চোপড় কাদা-মাখা হ'য়ে গেছ্‌লো, আপনি মোটর সারছিলেন, তাই মনে করেছিলুম, পরে আপনাকে দেখে আমি যখন আমার ভুল বুঝলুম তখন আপনি বললেন আপনি অনেকদিন ড্রাইভারি করেছেন। তাই সত্যিই ড্রাইভার মনে করেছিলুম যাই হ'ক, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।"

তুষার এগিয়ে গিয়ে জ্যোৎস্নার হাত দুটি ধরে বললে "ওকি জ্যোৎস্না, ক্ষমা আবার কি? একটু আমোদ ভালবাসি, তাই একটু আমোদ করা গেল। এখন এ রকম অনেক আমোদের ধাক্কা তোমাকে সাম্‌লাতে হবে, বুঝলে তো? রজত আর তোমার বাবা, আগেই আমার সত্য পরিচয় তোমায় জানিয়ে আমাদের মিলন ঘটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি বাধা দিয়ে বলেছিলুম আগে এই পরিচয়ে তোমার হৃদয়খানি জয় করতে চাই। সে সাধনা আজ সার্থক হ'য়েছে।"

"কি সার্থক হলো হে" বলতে বলতে রজত হাসিমুখে ঘরে ঢুকলো। জ্যোৎস্না নতমুখে দাঁড়িয়ে সঙ্কুচিত হ'তে লাগলো। তুষার তার দিকে চেয়ে মৃদু হাসতে হাসতে বললে "তোমার বোনের হৃদয়খানি জয় করতে পেরে আমার জীবন সার্থক হ'য়েছে।" "বেশ, বেশ, সুখী হলুম, ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন। এখন সবাই খাবে চল।"

ছয়

শুধু জীবন সার্থক হ'লে তো পেট ভর্বে না। চল্‌রে জ্যোৎস্না চল্‌ ব'লে তুষার ও জ্যোৎস্নার হাত ধরে টেনে নিয়ে রজত বেরিয়ে পড়লো। সামনেই রেবা এসে দাঁড়িয়ে বললে, "একি এঁদের কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছ?"

রজত হেসে বললে "এই তোমারি এজলাসে আসামীদের হাজির করাচ্ছিলুম। তা' হুজুর নিজেই এসে হাজির, বেশ বেশ।"

রেবা হেসে বললে "আহা ছাড়ো ছাড়ো, জ্যোৎস্না যে একেবারে ঘেমে নেয়ে যাচ্ছে। আয় ভাই ঠাকুরঝি হাওয়া খাবি আয়। আসুন তুষার বাবু খাবার প্রস্তুত। এতদিনে আপনি ধরা দিলেন।"

তুষার বল্‌লে, "কে কাকে ধরা দিলে সেটা পরে বিবেচ্য। এখন ভয়ানক ক্ষিদে পেয়েছে, চলুন—চলুন।"

"এই যে এই দিকে আসুন। ওগো, তুমি আর সকলকে নিয়ে এসো, চললুম। এই যে হিমাংশুবাবু, আসুন আসুন খাবার প্রস্তুত।"

শু বললে "আমরাই কোন্‌ অপ্রস্তুত বৌদি? এস তুষার, আসুন রা দেবী, থুড়ি বৌদি, আজ শুভদিনে আপনাদের ফুলের মালা পরিয়ে দিই।" বলে, হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে দু'ছড়া ফুলের মালা দু'জনের গলায় দু'জনকে পরিয়ে দেওয়ালে, এবং জ্যোৎস্নাকে একজোড়া

মূল্যবান ব্রেসলেট উপহার দিলে, তাতে তুষার ও জ্যোৎস্নার ফটো। জ্যোৎস্না তা' দেখে মৃদু হেসে স্নিগ্ধ স্বরে বললে "এ দেখছি, আগে থেকেই সব ঠিকঠাক্ ছিল, শুধু আমি কিছু জানতুম না।" হিমাংশু বললে "আজ তো ভাল করেই সেটা জানলেন বৌদি।" জ্যোৎস্না বললে "আচ্ছা, আচ্ছা, আমায় জব্দ করবার ফিকির। আমিও উপযুক্ত সময় দেখে নেবো হিমাংশুবাবু।"

"আচ্ছা ভাই ঠাকুরঝি, সে তখন পরে দেখে নিস। এখন ভদ্র-লোকদের খেতে নিয়ে চল" ব'লে রেবা এগিয়ে চল্‌লো। এমন সময় বিদ্যুৎ-বিকাশের মত দ্রুতপদে একটি তরুণী ঢুকেই রেবাকে বল্‌লে, "বৌদি, মামাবাবু ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন, চল সকলকে নিয়ে, খাবার দেওয়া হ'য়েছে।" তারপর তুষার ও হিমাংশুর দিকে চেয়ে দেখেই লজ্জিত হ'য়ে সে মুখ নামালে। হিমাংশু বিস্মিত হ'য়ে সেই তরুণীর দিকে চাইলে। কে এই তরুণী, রূপের প্রভায় যার ঘর আলো হ'য়ে উঠলো। হিমাংশুকে অবাক ও তরুণীকে লজ্জিত হ'তে দেখে, রেবা হেসে বললে "চল হিমানী, যাচ্ছি সকলকে নিয়ে। তুমি এত লজ্জা করছো কাকে দেখে? ইনি তুষারবাবু, আমাদের জ্যোৎস্নারাণীর ভাবী পতি। আর ইনি আমাদের পরমবন্ধু হিমাংশুবাবু, যাঁর কথা আমি তোমাকে বলেছি। আর হিমাংশুবাবু, এটি আমার পিসতুতো ননদ, ঢাকায় থেকে পড়ছে, আজই এসে পৌঁছেছে। পিসিমাও এসেছেন।" হি[illegible] তুষার মৃদু হেসে তাকে নমস্কার ক'রলে। তরুণীও কপালে হাত ঠেকি[illegible] তাদের প্রতি-নমস্কার করে, মৃদু হেসে চলে গেল। রেবা তারপর সকলকে সঙ্গে ক'রে আহারের স্থানে নিয়ে গেল, বলা বাহুল্য মাত্র।

একদিন শুভদিন দেখে মহাসমারোহে মুখার্জ্জি সাহেব তাঁর আদরিণী দুহিতাকে তুষার রায়ের হাতে সমর্পণ করলেন।

বাসর ঘরে যখন বরবধূ এসে বসেছে, হিমানী তখন তার মধুমাখা স্বরে নবদম্পতীর কাণে সুধাবর্ষণ করে গাইছিল।

আমার পরাণ যাহা চায়
তুমি তাই তুমি তাই গো,
তোমা ছাড়া আর এ জগতে মোর
কেহ নাই, কিছু নাই গো।

তুষারের কাছে বিদায় নিয়েও নবদম্পতীকে একবার দেখে যাবে বলে, হিমাংশু রজতের সঙ্গে বাসর ঘরের দিকে আসছিল। কিন্তু দরজার কাছে এসে হিমানীর গান শুনে সে দাঁড়িয়ে পড়লো এবং হিমানীর গান শুনে সে মুগ্ধ হ'য়ে গেল। কি সুন্দর ওর গাইবার ভঙ্গীটি, কি মিষ্টি ওর গলার আওয়াজটি, আর সর্ব্বোপরি কি সুন্দর, ও নিজে। হিমানীর গান শেষ হ'তেও তার সুরলহরী হিমাংশুর কাণে লীলায়িত হ'তে লাগলো। রজত তাকে ধাক্কা দিয়ে ব'ললে "কি হে, গান শুনে যে তন্ময় হ'য়ে গেলে! চল তুষারের সঙ্গে দেখা করবে।" হিমাংশু লজ্জিত হয়ে বললে "ওঁর গলাটি তো চমৎকার।"

রজত বললে, "হ্যাঁ, হিমানী ভারি মিষ্টি গান গায়। পিসেমশায় যত্ন করে ওকে লেখাপড়া আর গান বাজনা শেখাচ্ছেন।"

"এই যে হিমাংশু এসেছ, এস এস" বলে তুষার তাকে ডাকলে।

হিমাংশু ও রজত গিয়ে তুষারের পাশে বসলো। হিমাংশু দুটি একটি কথা বলে চলে যেতে চাইলে, কিন্তু রজত, তুষার ও জ্যোৎস্নার অনুরোধে প'ড়ে

তাকে বসতে হলো আর একটি গানও শোনাতে হলো। সে খুব ভালো গাইতে পারতো। তার সেই সুমিষ্ট গান শুনে সকলেই মুগ্ধ হয়ে গেল। হিমানী অন্তরে অন্তরে ভাবলে, কি চমৎকার এই হিমাংশুবাবু, যেমন সরল সুন্দর অমায়িক ওঁর ব্যবহার, তেমন মিষ্টি ওঁর কথা, আর গানটিও কি সুন্দর। যে সুন্দর হয় তার সবই সুন্দর। সকলে অনুরোধ করায়, হিমাংশু আর একটি গান শুনিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে বললে, "আজ রাত হলো আসি" তারপর সকলকে নমস্কার করে সে চলে গেল। তুষারও হিমাংশুকে এগিয়ে দিতে উঠে গেল।

কিছু পরেই বাসরঘরখানি হিমাংশুর অজস্র প্রশংসাবাদে মুখরিত হয়ে উঠলো। সকলকেই এক বাক্যে স্বীকার করতে হ'লো যে দিব্যি ছেলেটি।

জ্যোৎস্নার পিসিমা মায়াদেবী বললেন "এই ছেলেটিকে জামাই করলে কেমন হয়?"

সকলেই এক বাক্যে বললে "সর্বাংশে জামাই করবার উপযুক্ত ছেলে।"

রেবা হেসে বললো "তা হ'লে বেশ হয় পিসিমা, হিমাংশুর মত জামাই পাওয়া তোমার ভাগ্যের কথা। বলো যদি তো আমি ঘটকালি সুরু করি।"

"বেশ তো মা, চেষ্টা করে দেখো, হিমানীর বিয়ের জন্যেই এখানে এলুম। ওর সঙ্গে যদি হয়, সে তো হিমানীর শুভাদৃষ্ট।"

তুষারের বৌ-ভাতে এসে হিমানীর সঙ্গে জ্যোৎস্না হিমাংশুর করিয়ে দিলে। তারপর থেকে হিমাংশু জ্যোৎস্নাদের বাড়ী গেলে হিমানী আর লজ্জা করতো না। হিমানীর মাও তাকে পুত্রের মত আদর যত্ন

করতেন। হিমাংশু এলেই হিমানী পুলকিত হ'য়ে উঠতো। একটি গান না শুনে ছাড়তো না, হিমাংশুকেও তার বদলে হিমানী গান শোনাত।

* * *

আজ বিপিনবাবুর বাড়ীতে মহাসমারোহ ব্যাপার। তাঁর পুত্র সতীন্দ্রনাথ আই. সি. এস. হ'য়ে বাড়ী ফিরেছে।
সেই জন্যে বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া উৎসব আনন্দের সীমা নেই। উৎসবের শেষে সকলে খাওয়া-দাওয়া করে একে একে চলে গেল। তখন রেবা গৌরীকে সঙ্গে করে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালো তাকে বাড়ী পৌঁছে দেবে বলে। সতীন্দ্রনাথ সেখানে দাঁড়িয়েছিল, সে গৌরীরাণীকে দেখে অবাক হয়ে চেয়ে রইলো। ভাবলে অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যময়ী এই মেয়েটি। এত মেয়ের ভেতর এমনটি সুন্দরী কাউকেও দেখলুম না। গৌরীও পলকের জন্যে সেই গৌরবর্ণ সুগঠিত দেহ সুপুরুষের দিকে চেয়ে বিস্মিত হয়ে গেলো। ভাবলে রেবাদিদির দাদার মত এমন সুন্দর আকৃতি, পুরুষ মানুষের কখনো দেখিনি। রেবা তার দাদার দিকে চেয়ে হেসে বল্‌লে, "দাদা এটি আমার বন্ধু গৌরীরাণী, হিমাংশুবাবুর বৌ।"

"ওঃ! বেশ, বেশ ওঁকে দেখে খুব সুখী হলুম। নমস্কার" বলে সতীন্দ্রনাথ নিজেকে সামলে নিয়ে কপালে হাত ঠেকালে। গৌরীও হাত জোড় করে তাকে নমস্কার করলে। বরাবর তাকে পৌঁছে দিয়ে দাদার কাছে সখীর রূপ গুণের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। এমন সময় রজত এসে বললে "কিগো রেবারাণী, দাদার সঙ্গে বসে বসে তো বেশ আলাপ করছো, ওদিকে যে তোমার পুত্ররত্ন কেঁদে

হাট কাটাচ্ছে, যাও সামলাও গে যাও” রেবা লজ্জিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে বললে “তুমি বুঝি একটু সামলাতে পারলে না?”

রজত বললে “যে একগুঁয়ে ছেলে সামলাতে আর পারলুম কই? সামলান কি আমাদের কাজ!”

সতীন্দ্র হেসে বললে “ঠিক কথাই তো বটে। যাও রেবা খোকাকে নাও গে।” রেবা দ্রুতপদে চলে গেল। রজত ও সতীন্দ্র বসে বিলাতের গল্প করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে ঢং ঢং ক'রে দুটো বেজে গেল, তখন দু'জনেই উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে “অনেক রাত হ'য়ে গেছে, চলো শুয়ে পড়িগে।”

ক্রমে গৌরীরাণীর সঙ্গে সতীন্দ্রের বেশ আলাপ পরিচয় হ'য়ে গেল। গৌরী এখন সতীন্দ্রকে দাদা ব'লে ডাকে। তার কাছে রেবা ও সে পড়া-শোনা করে, বিলেতের গল্প শোনে, পিয়ানো বাজান শেখে। এমনি করে গৌরীর সঙ্গে সতীন্দ্রের খুব ঘনিষ্ঠতা হ'য়ে গেল। এখন আর সতীন্দ্রনাথকে সে লজ্জা করে না, প্রত্যহই পড়তে আসে। যেদিন সে পড়তে না আসে, সেদিন সতীন্দ্রের মোটেই ভাল লাগে না। পরদিন বার বার জিজ্ঞাসা করে “গৌরী, কাল তুমি পড়তে এলে না কেন?” সতীন্দ্র বড় সরল, তার মন যেন শিশুর মত। সে হাসি গল্পে সকলকে ভুলিয়ে রাখে, কিন্তু গৌরী দেখে যে সে একা থাকলেই কেমন বিমর্ষ হ'য়ে পড়ে। গৌরী বুঝতে পারে যে তার প্রাণে একটা কি গভীর ব্যথা আছে, সেটা চাপ্‌তে সে যথাসাধ্য করে, কাউকে জানতে দিতে চায় না। কিন্তু গৌরীর চোখে সেটা ধরা পড়ে যায়, কারণ গৌরী সতীন্দ্রনাথের হৃদয়খানির পরিচয় বেশ ভাল ক'রেই পেয়েছে। তার যে কি ব্যথা তা' গৌরী কিছুতেই আবিষ্কার করতে

পারে নি। কিন্তু সতীন্দ্রের কাছে যতক্ষণ সে থাকে, ততক্ষণ তার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি কি এক অনাবিল আনন্দে ভরে ওঠে। কেন যে এমন হয় তা' সে জানে না। সে তার সমগ্র হৃদয়খানি দিয়ে সতীন্দ্রনাথকে ভালবেসে ফেল্‌লে। সতীন্দ্রনাথও গৌরীকে দেখ্‌লে আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠে। ক্ষণেকের তরে সে তার সব ব্যথা ভুলে যায়। সেও গৌরীকে ভালবেসে ফেল্‌লে। গৌরীকে মোটেই তার পর বলে মনে হয় না, সে যেন তার আপন হ'তেও আপন। গৌরী কোনোদিন সময়ে না এলে সে ব্যাকুল হ'য়ে তার পথ চেয়ে থাকে। এলে বলে "তুমি কেন দেরী করে আস গৌরী, তুমি না এলে আমার মোটেই ভাল লাগে না।" যখন সে ক্ষুব্ধ-স্বরে কথাগুলি বলে, গৌরী লজ্জায় লাল হ'য়ে ওঠে। কিন্তু তার হৃদয়খানি ব্যথায় ভরে যায়। ভাবে, কেন দেরী করে এসে ওঁকে ব্যথা দিলুম, ওঁর কোন কষ্ট আমার প্রাণে এত লাগে কেন? তখনি সে উত্তর দেয়, "এবার থেকে আসবো।" এইভাবে দিন কাটে। হিমাংশুও সতীন্দ্র-নাথের রূপে গুণে মুগ্ধ হ'য়ে বিপিনবাবুর কাছে গৌরীর সঙ্গে সতীন্দ্রের বিবাহের কথা পেড়ে, সব খুলে বললে। বিপিনবাবুরও বড় ইচ্ছা গৌরীকে পুত্রবধূ করেন। তিনি সব শুনে বললেন "আমার কোন আপত্তি তো নেই-ই বরং খুব সম্মতিই আছে।"

যাই হ'ক্‌, গৌরীর বিবাহের স্থির করে হিমাংশু হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। ভাবলে এতদিনে ভগবান বুঝি গৌরীর উপযুক্ত বর মিলিয়ে দিলেন। আহা গৌরী আমার সুখী হ'ক্‌। এখন নির্ব্বিঘ্নে বিয়েটি হ'য়ে গেলেই নিশ্চিন্ত হতে পারি।"

মানুষ গড়ে এক, আর বিধাতা অলক্ষ্যে থেকে ভেঙে করেন আর।

এক্ষেত্রেও হলো তাই। গৌরীর বিবাহের কথাবার্ত্তা ঠিক্ ঠাক্ হবার দু'দিন পরে হঠাৎ পিসিমার চিঠি পেয়ে হিমাংশুর বৃদ্ধ পিতামহ হরিহর-বাবু সস্ত্রীক এসে উপস্থিত হলেন। তখন হিমাংশু একটা দূরের ডাকে বেরিয়েছিল, আসতে তার রাত হবে, বলে গেছলো। পিতামহ ও পিতামহীকে দেখে গৌরী হাসিমুখে এগিয়ে এসে দাঁড়ালো। পিতামহ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বালকের মত কেঁদে ফেললেন। পিতামহী কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়লেন। পিসিমারও চক্ষু শুষ্ক রইল না। গৌরী বিস্ময়ে হতভম্ব হ'য়ে চেয়ে রইল। কোথায় তার বিবাহের সংবাদে পিতামহ পিতামহী আনন্দ করবেন না কাঁদতে লাগলেন। সে যেন দিশাহারা হ'য়ে গেল। পরক্ষণেই তার স্বর্গগত পিতামাতার কথা মনে পড়ে গেল। তখন সে বুঝলে তাঁদেরি অভাবে এই বেদনার আঁখিজল। সেও পিতামহের বুকে মাথা রেখে কেঁদে ফেল্‌লে। তখন পিতামহ তাকে নিয়ে ঘরে ঢুকে বসে পড়লেন। গৌরী নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, "চলুন দাদু মুখে হাতে জল দেবেন, একটু জলটল খাবেন। আগে আসতে কত কষ্ট হ'য়েছে।" পিতামহ কাঁদতে-কাঁদতে বললেন, "বসো দিদি, যা করতে ছুটে এলুম আগে তা' বলি তারপর যা হয় হবে। কি আর বলবো দিদি, বল্‌তে যে বুক ফেটে যাচ্ছে। তোর দাদু হ'য়ে তোর যা সর্ব্বনাশ করেছি, পারিস তো তা' ক্ষমা করিস।" "ওকি দাদু, ও কথা কি বল্‌তে আছে? কি হ'য়েছে বলুন, ব'লে গৌরী পিতামহের কোল ঘেঁসে বসলো। তিনি তাঁকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন, "তবে শোন্ দিদি; পাঁচ বছরে তোর বিয়ে দিই, গৌরীদানের ফল লাভের আশায়। বছর না ঘুরতে ঘুরতেই তুই বিধবা হ'স দিদি, তাই তোর আর দ্বিতীয়বার বিয়ে হ'তে পারে না।

সেই কথাই তোকে বলতে এসেছি। আমায় মহাপাপ থেকে উদ্ধার কর দিদি'। বলতে বলতে হরিহরবাবু অজ্ঞান হ'য়ে গৌরীর কোলে ঢলে পরলেন। গৌরীও সব শুনে স্তম্ভিত হ'য়ে বসেছিল। যখন তার চেতনা ফিরে এলো, তখন সে বল সঞ্চয় করে উঠে ব'সে পিতামহের সেবা করে তাঁকে সচেতন করে তুলে, তাঁর বুকে মাথা রেখে বালিকার মত কাঁদতে লাগলো। পরে শান্ত হ'য়ে বললে "আপনার দোষ কি দাদু, সবি আমার অদৃষ্ট। এতদিন কেন আমায় বলেন নি দাদু, তা'হলে এতদিন ধরে আপনাদের এত যাতনা পেতে হোত না। এখন আমি বুঝছি, আপনারা আমার জন্যে যা যা করেছেন। যাই হক্, দাদু, আপনি এত বিচলিত হচ্ছেন কেন? আপনিই তো বলছেন "সবি মানুষের কর্ম্মফল।" আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আর জেনে রাখুন যে আমি কিছুতেই বিয়ে করবো না। দাদু, যদি তাঁর ফটো থাকে তবে আমায় দেবেন।" পিতামহ কাঁদতে কাঁদতে গৌরীকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন; তাঁর চোখের জল গৌরীর মাথায় ঝরে পড়তে লাগলো। তিনি বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বললেন "এনেছি দিদি, ফটো তোকে দেবো বলেই এনেছি।" গৌরী শান্ত হ'য়ে উঠে বললে "উঠুন দাদু, মুখ হাত ধুয়ে খাবেন চলুন। এই বলে জোর করে পিতামহকে উঠিয়ে মুখ হাত ধুইয়ে, জল খাইয়ে শুইয়ে রেখে, যেখানে পিতামহী ও পিসিমা পড়ে কাঁদছিলেন সেখানে গিয়ে পিতামহীর বুকে মাথা রেখে সে কেঁদে ফেল্লে। কিছুক্ষণ কেঁদে তারপর নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে পিতামহী ও পিসিমাকে সান্ত্বনা দিয়ে তুলে নিয়ে তাঁদেরও জল খাওয়ালে। সকলকে খাইয়ে-দাইয়ে, নিজে নামমাত্র আহারে ব'সে উঠে পড়ে, ঘরে গিয়ে বিছানায় পড়ে কাঁদতে লাগলো।

হিমাংশু অনেক রাত্রে বাড়ী এসে শুনলে দাদু ও ঠাকুমা এসেছেন। তখন রাত ১২টা, সকলেই ঘুমিয়েছেন। খাবার ঢাকা ছিল, পুরাতন চাকর বৃদ্ধ রামতরণ মুখ হাত ধোবার জল ও খাবার সব গুছিয়ে দিলে।

হিমাংশু খেতে খেতে বললে, "পিসিমা, গৌরী সবাই কি শুয়ে পড়েছে ?"

"হ্যাঁ দাদা, সবাই ঘুমাইয়ে পড়েছেন।" ব'লে অলক্ষ্যে সে চোখটা মুছে ফেল্লে।

আট

তার চোখের জল বাধা মান্‌ছিল না। সে যে বুকে করে এই ভাই বোন দুটিকে মানুষ করেছিল।

হিমাংশু একটু বিস্মিত হ'ল। যত রাতই হোক্ পিসিমা আর গৌরী তার খাবার কাছটিতে এসে ব'সতই। তারা কাছে না ব'সলে তার যে খাওয়াই হ'ত না। যাই হ'ক্, কোন রকমে খাওয়া সেরে, হিমাংশু উঠে মুখ ধুলে।

রামরতন বললে, "কই খেলে দাদা।"

"আজ শরীরটা ভাল নেই রামরতন।"

"একি দাদা, তুমি যে মোটেই খাওনি দেখছি, ক্ষিদে নেই না আমরা আসিনি বলে খেলে না দাদা? এই নাও পান।" এই কথা ব'লতে ব'লতে গৌরী এসে ঘরে ঢুকলো। "গৌরীরাণীর বুঝি এতক্ষণে ঘুম ভাঙ্গলো" বলে হিমাংশু পেছন ফিরে চাইতেই স্তম্ভিত হয়ে গেল। "গৌরী বোন আমার, এ কি বেশ পরেছিস দিদি?" বলে টলতে টলতে হিমাংশু একটা চেয়ারে বসে পড়লো, তার দু' চোখ জলে ভ'রে গেল।

যুঁই ফুলটির মত শুভ্রবেশ, গৌরী অলঙ্কারবিহীন দুটি নিটোল শুভ্র হাতে ভ্রাতার হাত দুটি ধরে ছল ছল চোখে বললে, "এই বেশই তো আমার ঠিক বেশ হয়েছে দাদা, এতদিন জানতুম না, তাই অন্য রকম বেশভূষা পরেছি।"

"আজ কি করে জান্‌লি দিদি ?"

"আজ যে দাদু আর ঠাকুমা এসেছেন, দাদু বললেন। হ্যাঁ দাদা, তুমি জেনে শুনেও আমার বিয়ের ঠিক ক'রছিলে? বিধবার কি আবার বিয়ে হয় ?"

"খুব হয় বোন, আজকাল হয়। সে যে কি বে তোর হয়েছিল, কিছুই জানলিনি বুঝলিনি।"

"তা হ'ক দাদা আমি কিছুতেই আর বিয়ে ক'রবো না। জানি দাদা আমার সুখের জন্যেই তুমি এত ক'রছ, নিরামিষ খাচ্ছ। এখন বুঝছি শুধু আমার জন্যেই তুমি এতদিন বিয়ে করনি। এমন যার স্নেহময় দাদা আর আমার কি চাই? ব'লে সে হিমাংশুর কোলে মাথা রেখে কেঁদে ফেললে। হিমাংশুও তার মাথায় হাত রেখে কাঁদতে লাগলো। ক্রমে শান্ত হয়ে ভাই বোনে উঠে বসলো। হিমাংশু গৌরীর হাত দুটি ধরে বললে "গৌরী বোনটি আমার আমার একটি অনুরোধ রাখ।"

"কি অনুরোধ, বল দাদা।"

"তুই তো গয়না, ভাল কাপড় চোপড় কখনই তেমন পরিস্ না। তোর হাতে চুড়ি ক'গাছি মাত্র ছিল, তাও খুলেছিস। সেগুলি পর। আর ওই সাদা কাপড়খানা ছেড়ে সরু পাড়ের কাপড় পর। আমি ব'লছি, তাতে কোন দোষ নেই, সবাই পরে। এযে আমার সহ্য হচ্ছে না গৌরী।"

গৌরী ম্লান হেসে বললে, "সবি সয়ে যাবে দাদা এই বেশ হয়েছে থাক্‌না।"

হিমাংশু বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, "গৌরী, তুইও আমার ব্যথা বুঝলি না।"

হিমাংশুর ব্যথাভরা মুখখানির দিকে চেয়ে থেকে গৌরী বললে "আচ্ছা দাদা তাই হবে। তোমার শুক্নো মুখ দেখলে বড় কষ্ট হয়। দাদা, তোমায় কষ্ট দিলুম ক্ষমা কর।"

হিমাংশু গৌরীর নতমস্তকে হাত রেখে আকাশের দিকে চেয়ে রইলো. তার নীরব আশীর্ব্বাদ চোখের জলের সঙ্গে গৌরীর মস্তকে ঝরে পড়তে লাগলো। পরদিন সকলেই জান্‌লে যে গৌরীর বিয়ে ভেঙে গেল। কারণ কি তা কারো অবিদিত রইলো না। সতীন্দ্র যেদিন শুন্‌লে গৌরীর সঙ্গে তার বিয়ে হবে না সেদিন সে বেদনায় একেবারে ভেঙে পড়লো "অভাগা যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়।"

সে গৌরীকে পেয়ে সুখী হবে মনে করেছিল বিধাতা তাতেও বাদ সাধলেন। গৌরী আর প'ড়তেও আসে না। সতীন্দ্র তবুও তার আশা পথ চেয়ে চেয়ে শ্রান্ত হয়ে পড়ে। শুয়ে বসে খেয়ে কিছুতেই তার শান্তি নেই। শুধু ভাবে বিয়ে না হয় তার সঙ্গে নাই হলো, কেবল চোখের দেখা দিতে দোষ কি?"

গৌরী পিতামহ-দত্ত বালক সতীনাথের ফটোখানি প্রত্যহ ফুল দিয়ে সাজিয়ে পূজা করে, একবারও কাছ ছাড়া করে না! ফটোখানির দিকে চেয়ে সতীনাথের মুখখানি মনে করতে চেষ্টা করে। ধ্যানস্থ দেবীর মত বসে ভাবে। কিন্তু হায়! সবই বুঝি পণ্ড হয়ে যায়। সতীনাথের বদলে সতীন্দ্রের মুখখানি তার সামনে ফুটে উঠে। স্মৃতিও তারি চিন্তাতেই ভরে ওঠে। সে ব্যাকুল হয়ে ভগবানকে ডাকে, "হে ঠাকুর এ আমার কি হলো, দাদুর এত শিক্ষা দীক্ষা সবই কি অতলে তলিয়ে গেল? না না তা হতে পারে না, তুমি বল দাও ঠাকুর।" চোখের জলে মাটি

ভিজিয়ে সে বলে "বল দাও মোরে বল দাও প্রাণে দাও মোর শকতি।"

তবুও গৌরী শান্তি পায় না। কেবলি সতীন্দ্রের ব্যথা ভরা ম্লান মুখখানি, ও সে না যাওয়ার জন্যে তার প্রাণের ব্যাকুলতা সে দিব্য চক্ষে দেখতে পায়। ওর প্রাণও তার কাছে যাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠে। তার প্রাণটা নিয়ে অলক্ষ্যে থেকে কে যেন ছেঁড়াছেঁড়ি করছে। অন্তরের অসহ্য ব্যথায় দিনে দিনে তার সদা হাসিমাখা মুখখানি মলিন হয়ে উঠলো। তার সে সজীবতা মাথা চলাফেরা দাদার কাছে আদর-আবদার দাদুর সঙ্গে মান অভিমান সব বন্ধ হয়ে গেল। সে মানসিক যাতনায় ছটফট ক'রতে লাগলো, সে ভাবলে দুদিন এখান থেকে চলে গিয়ে আর কোথাও ঘুরে ফিরে আসি তা' হলে মন ঠিক হয়ে যাবে। সে একদিন পিতামহকে বললে "দাদু চলুন না দিন কতক দেশে বেড়িয়ে আসি, অনেক দিন যাইনি।' পিতামহ সাগ্রহে বললেন "বেশ তো দিদি চলো না।"

পরদিনই সকলে দেশে রওনা হলেন। হিমাংশুও সঙ্গে গেল। সকলে দেশের বাড়ীতে এসে উঠ্‌লেন। তাঁদের আগমনে বাড়ীটি আবার সরগরম হ'য়ে উঠলো, সকলেই তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে আসতে লাগলো। ঠাকুমা দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়া সেরে এসে সবে দালানে বসে গৌরীকে রামায়ণখানি পড়তে বলেছেন এমন সময় দলে দলে মেয়েরা এসে আসর জমকে বসলো। সকলেরই মুখে এক কথা, বিধবার আবার বিয়ে কিগো! গ্রামের বৃদ্ধা বামাঠাকরুণ বললেন "হ্যাঁগা বৌ এসব কি শুনছি তোমার বিধবা নাতনী গৌরীর নাকি হিমাংশু আবার বিয়ে দিচ্ছিল? হিমাংশু

বিলেত ঘুরে এসে ম্লেচ্ছ হয়ে গেছে নাকি? তখনি পাঠাতে বারণ করেছিনু, সেখানে গেলে কি আর হিঁদুয়ানী থাকে? বিধবা বোনের আবার বিয়ে দিতে চায়, কি ঘেন্না মা, কি লজ্জা। গৃহিণী নীরবে নয়নজলে ভাসতে লাগলেন। গৌরী অধোমুখে বসে রইলো।

নয়

একটি নবীনা, হিমাংশুর বন্ধু তড়িতের স্ত্রী, কলকাতায় যার শ্বশুর বাড়ী, বললে, "হ্যাঁ ঠানদিদি, তোমরা অত গোলমাল করছো কেন? হয়েছে কি? তোমরা থাকো পাড়াগাঁয়ে, শহরের কি খবর রাখো বলতো? কেবল হৈ চৈ করতে পারো। শাস্ত্রসম্মত বটে, আজকাল বিধবা মেয়ের বিয়ে কত শত হচ্ছে। তা বলে কি তোমার মত বুড়ো মাগীদের? তা নয়। এই গৌরীর মত বালবিধবাদের।"

"ওমা বলিস কি নীলিমা, সত্যি নাকি?"

"হ্যাঁ গো সব সত্যি ঠানদিদি, তাতে দোষটাই বা কি শুনি। পাঁচ বছর বয়সে বিয়ে, না চিনেছে বর, না বুঝেছে কিছু, না আছে কিছু মনে। কি নিয়ে ও এই জীবনটা কাটাবে শুনি। ওর বিয়ে দিলে কি মহা অপরাধ হবে?"

মুখ ঘুরিয়ে বামা ঠাকরুণ বললেন "অতশত জানি না বুঝি না বাছা, যা আমাদের বাপ পিতামহরা ও আর সবাই করে আসছে তাই বুঝি। তোমরা সব এখন দু'পাতা লেখা পড়া শিখে এসে বেহ্মজ্ঞানী খৃষ্টান হয়ে পড়েছ, তোমাদের সঙ্গে কথায় কি ক'রে পারবো বলো?"

"যদি না পারবে তবে সকল কথায় থাকতে আসো কেন? খাও দাও, চুপ চাপ থাকো, নিজের চরকায় তেল দাও। গৌরীর বিয়ে দিতো যদি হিমাংশুর দাদা, তা'হলে বেশ হতো, মেয়েটা সুখী হতো। অমন যে

রূপে গুণে আদর্শ মেয়ে, তার জীবনটা বৃথায় গেল আর সে জন্যে হিমাংশু দাদাও বিয়ে করলে না। বড় ভাল হ'লো, না?"

"অতশত বুঝি না বাছা, ভালবাসি, তাই দিদিকে দুটো ভাল কথাই বলতে এসেছিলুম।"

"যাক্ এখন ভাল কথাতো বলা হয়েছে, এবার সব উঠে পড় দেখি, ওঁরা একটু বিশ্রাম করুন। এই পরচর্চ্চা না করে যদি রামায়ণ মহাভারত পড়ো, ধর্ম্মচর্চ্চা কর, তা'তো পরকালের কাজ হয়। হাতে হরি-নামের ঝুলি আর মুখে সবার পরনিন্দা আর পরচর্চ্চা লেগেই আছে দিবারাত্রি।"

"মেয়ের ফড়্ফড়ানী দেখ না, সেদিনের একরত্তি মেয়ে নীলি তার আবার এত কথা, চল দিদি, সবাই যাই" ব'লে মেয়ের দল রণে ভঙ্গ দিলে।

তখন গৌরীদের জ্ঞাতি কাকার কথা নীলিমা স্তম্ভিত ভীত গৌরীকে বললে "ভয় কি গৌরী, বই পড়ো শুনি।" গৌরীও প্রকৃতিস্থ হয়ে মৃদু হেসে বই পড়তে লাগ্‌লো।

গৌরীর পিতামহ বিকেলে বৈঠকখানায় এসে একটু বসেছেন, এমন সময় বহু লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলো। তর্কালঙ্কার বললেন "এই যে খুড়ো এসেছেন, এতদিন বৈঠকখানাটা নিবে ছিল, আপনার অভাবে।" বাচস্পতি মশায় নস্যের ডিবা খুলে বেশ মোটা একটা টিপ নিয়ে বারকতক হেঁচে বললেন, "যা বলেছে তর্কালঙ্কার দাদা, দেশের মাথা দাদা না থাক্‌লে কি মানায়? তারপর দাদা, আছ কেমন?"

হরিহর বাবু বিমর্ষ মুখে মৃদু হেসে বললেন "আর দাদা থাকাথাকি,

এখন যেতে পারলেই হয়।" বাচস্পতি মশায় টিকিশুদ্ধ মাথাটি নেড়ে বললেন, "তাতো বটেই ভায়া, তাতো বটেই। হ্যাঁ দাদা, এ সব যা শুনছি সবি কি সত্যি? গৌরীর নাকি আবার বিয়ে দিচ্ছিলে? হরিহর বিমর্ষ মুখে বললেন "আমি নয় ভাই হিমাংশু ঠিক করেছিল বিয়ে দেবে বলে, আমি এসেই বন্ধ করলুম।" "বলকি ভায়া, এত লেখা পড়া শিখে হিমাংশুর কি শেষে এই বুদ্ধিই হ'লো। এই যে নাম করতে করতে হিমাংশুও এসেছে। বসো বাবা, থাক্ থাক্ প্রণাম আর করতে হবে না। ভাল আছ তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"পসার টসার বেশ জমেছে?"

"তা মন্দ কি, আপনাদের আশীর্ব্বাদে একরকম চলছে।"

"তা বাবা, তোমার চাল চলন কথাবার্ত্তা সবি তো বেশ, তবে তোমার বিধবা বোনের বিয়ে দিতে যাচ্ছিলে কেন বাপু, এটা কি ভাল কাজ হ'চ্ছিল?"

হিমাংশু বললে "কিসে মন্দ কাজ হচ্ছিল বুঝিয়ে দিন।"

"বিধবা মেয়ের বিয়ে কি শাস্ত্রসম্মত?" "নিশ্চয়, বিশেষতঃ গৌরীর মত বালবিধবায়, যে বিয়ে কি জানে না, বর কি জানে না, কচি বয়েসেই যে বিধবা হয়েছে।"

"বল কি হে, পণ্ডিতরা এ বিষয়ে মত দিয়েছেন?"

"দিয়েছেন বৈকি, আর এমন বড় বড় পণ্ডিতরা মত দিয়েছেন যে তাঁদের মত মহাপুরুষ জন্মায় নি, জন্মাবে কিনা সন্দেহ।"

"তবু কি জানো বাপু, বরাবর যা হয়ে আসছে তাই হওয়াই ভাল।

আমার একটি ভগ্নী বালবিধবা, একাশীর দিন জ্যৈষ্ঠ মাসে জল জল করে মারাই গেল, তবু এক ফোঁটা কেউ জল দিইনি। সবাই বললে, বিধবাকে একাদশীর দিন জল খেতে দিলে, নরকে যাবে, ধর্ম্মে পতিত হবে। তাঁরা এমনিই সব ধর্ম্মনিষ্ঠ বিশ্বাসী লোক। তোমরা হয় তো বলবে, একি কাণ্ড?"

হিমাংশু উত্তেজিত হয়ে বললে, "নিশ্চয় বলবো। এ সব কি মানুষের কাজ? একটা প্রাণী জল জল করে মরে গেল, আর ভাবলেন প্রাণটা যাক্ আপনার ... ধর্ম্ম বজায় রাখতে হবেই? এখন আর এ রকম চলবে না। লেখা-পড়া শিখে এখন সকলেরই মন উন্নত হচ্ছে, নিজেদের দোষ বুঝতে ...রছে আর তা দূর করবার চেষ্টাও ক'রছে।"

"তা যাই বল বাপু, আমাদের পাড়াগাঁয়ের সেকালের সব নিয়মকানুন খুব ভাল।"

একটি যুবক বলে উঠলো, "কিসে ভাল শুনি, ঠাকুরদা। আপনারা যা লুকিয়ে করেন, আমারা তা দেখিয়ে করি এই তফাৎ। নিষিদ্ধ জিনিষ কল্‌কাতায় গেলে অনেকেই আপনারা খান এবং আমার পাশে বসে হোটেলে খেয়েছেন এমনও দেখেছি। অথচ আপনারাই ব্রাহ্মণ ভোজনের সময় কত বাহাদুরি দেখিয়ে জাঁক করেন, কুলীন ব্রাহ্মণ ব'লে। এই তো আপনাদের মতো লোকের কাজ।"

"বল কি ছোক্‌রা, সত্যি নাকি?"

"সত্যি নয় তো মিথ্যে নাকি? এখানে এমন কত লোক আছেন ধরে দিতে পারি। তবে হাটের মাঝে হাঁড়ি ভেঙে আর ফল কি বলুন।"

"এ সব লোকদের একঘরে করা উচিত।"

"আর গোলমালে কাজ কি মশায়? ঠক্ বাছেত গাঁ যে উজাড় হয়ে যাবে

দশ

হিমাংশুর বন্ধু অতুল বললে "সে কি মন্দ কাজটা করছিল বাচস্পতি মশায়? সে তো ভালই করছিল।"

"আরে বাপু থামো, মেয়েরা যদি লেখাপড়া শিখে পুরুষ মানুষের মত তবে রাঁধা-বাড়া ঘরকন্নার কাজ, ছেলে মানুষ করা—এ সব করবে কারা শুনি?"

হেসে অতুল বললে "লেখাপড়া শিখে পুরুষ মানুষের মত হবে কেন? আর ঘর সংসারের কাজ করবে না কেন বলুন। কল্‌কাতায় প্রায় সব মেয়েরাই লেখাপড়া শেখে, তা' বলে কি তারা ঘরকন্নার কাজ করে না?"

"কে জানে বাপু, করে কি করে না, অত খবরে আমার কাজ নেই। আমরা ওসব পছন্দ করি না, বাস্।"

"কিন্তু যারা পছন্দ করে, তাদের বাধা দেন কেন, সেটা কি রকম কাজ? যে ভাল কাজ করছে, তাকে উৎসাহ দেওয়া উচিৎ। তা নয় আপনারা উল্টে তাতে বাধা দেন। এই দেখুন না ললিতকে কত রকমে বাধা দিয়ে শেষে কিছুতে না পেরে তাকে একঘরে করেছেন। তার ধোপা নাপিত বন্ধ। অথচ এই ললিত, আপনার ঘরে আগুণ লাগতে আপনার পুত্রটিকে আগুণের ভেতর থেকে নিজে পুড়ে গিয়েই বাঁচিয়ে এনেছিল। সেজন্যে ও কতদিন শয্যাশায়ী হয়ে রইলো। আবার যখন নীলমণি চাটুয্যের পুত্র-

বধূকে স্বামীর কাছ থেকে গুণ্ডারা ছিনিয়ে নিয়ে গেল, কেউ রক্ষা করতে পারলেন না, তখন ওই ললিতই পথের মাঝে গুণ্ডাদের আচ্ছা করে মেরে সায়েস্তা করে, তাঁকে উদ্ধার করে আন্‌লে। কিন্তু গুণ্ডারা তাকে ধরেছিল বলে সমাজে আপনারা তাকে স্থান দিলেন না। সে শক্তিহীনা নারী, তার স্বামী তাকে পারলে না রক্ষে করতে, যদিও বা একজন রক্ষে করে আনলে, আপ্‌নারা করলেন তার সমাজে ঢোক্‌বার দোর রুদ্ধ। আহা অভাগিনী, কোথাও স্থান না পেয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করলে।"

"আরে বাপু, তোমরা সব সমাজ মানতে চাও না, সমাজ সামাজিকতা যে কি জিনিষ তা বোঝ না। আমরা আছি বলেই সমাজ আজও বেঁচে আছে, বুঝলে? নইলে তোমাদের হাতে পড়লে কোথায় তলিয়ে যেতো।"

বল হে তর্কালঙ্কার, বল হে বোস্‌জা ওসব ইংরিজি পড়া ছেলেগুনোর সঙ্গে কথায় কে পারবে? যত সব অকাল কুষ্মাণ্ড।" বলতে বলতে বাচস্পতি মশায় লাঠি ঠক্‌ঠক্ করতে করতে যুবকদের দিকে একবার ক্রুদ্ধভাবে চেয়ে দেখে চলে গেলেন। হরিহরবাবু সান্ধ্যাহ্নিক করতে বাড়ীর ভেতর চলে গেলেন, হিমাংশুরাও একটু সান্ধ্যবায়ু সেবন করতে নদীর দিকে বেড়াতে গেল।

একদিন গৌরী প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান ক'রে ঠাকুরমার সঙ্গে বাড়ী ফিরছে এমন সময় পথে আসতে আসতে দেখ্‌লে একটা যায়গায় মেয়েরা সব জড় হ'য়ে জটলা করছে। সে গিয়ে দেখলে একটি এক বছরের শিশু আলগা গায়ে শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে আর কাঁদছে। তাদের কুঁড়ে

ঘরটির সামনে বসে, সে সকলের কথা শুনে বুঝলে যে এই শিশুটি জন্মাবা-মাত্র তার মা মরে যায়। তারা জাতে বাগ্‌দী, তার বাপ কোনরকমে ছেলেটিকে মানুষ করছিল। সে মাছ ধ'রে জীবিকা নির্ব্বাহ করত। আগের দিনকার রাত থেকে সে অনুপস্থিত, তাই ছেলেটি অসহায়। তার এমন কেউ ছিলনা যে তাকে দেখে, খেতে দেয় বা তার গায়ে একটা কাপড় দিয়ে দেয়। সকলেই মুখে আহা আহা করছিল কিন্তু কেউ সেই অনাথ শিশুটির সাহায্যার্থে এগুচ্ছিল না, গৌরী সবার ব্যাপার দেখে দ্বিধামাত্র না করে সেই অনাথ শিশুটিকে বুকে তুলে নিলে এবং কিছু না বলে জগদ্ধাত্রী প্রতিমার মত, ধীর পদক্ষেপে ঘরে ফিরলো। তার পেছনে পেছনে মেয়েরা সব "ছিঃ! ছিঃ! ওকি করলি গৌরী, ওরা যে বাগ্‌দী, গঙ্গা নেয়ে এসে ওকে ছুঁলি কেন?" বলতে বলতে যেতে লাগল। গৌরী কারুর কথায় কান না দিয়ে বাড়ী ফিরে এলো। গৌরীর ঠাকুমা এসে বললেন, "গৌরী কাজটা কি ভাল হলো দিদি?"

"কেন ঠাকুমা?"

"একেই এখানে বাস করা শক্ত ব্যাপার, তার ওপর এসব হ'লে মোটেই থাক্‌তে পারবো না।"

এমন সময় গৌরীর পিতামহ কি হ'য়েছে দিদি" বলে এসে শিশু কোলে গৌরীর সেই মাতৃমূর্ত্তি দেখে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। পরে বললেন "এটিকে কোথায় পেলে দিদি?" গৌরী হেসে বললে "রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছি দাদু।"

"কি ব্যাপার, খুলে বলত সব।"

"দাদু, এই অসহায় শিশুটি ওদের কুটিরের সামনে পড়ে কাঁদছিল। ওর

মা নেই, বাবা কাল থেকে নিরুদ্দেশ, ওকে দেখবার কেউ নেই। ওরা জাতে বাগ্‌দী বলে, ওকে কেউ ছুঁচ্‌ছিল না। তাই অসহায় শিশুটিকে আমি কোলে ক'রে তুলে এনেছি। এই দেখুন শীতে কেঁদে কেঁদে নির্জ্জীব হ'য়ে প'ড়েছে। তবু দাদু একে কেউ আশ্রয় দিতে পারে নি। আমি একে এনেছি, এতে কি দোষ হ'য়েছে দাদু ?"

হরিহরবাবু বিচলিত হ'য়ে বললেন "জীবমাত্রকে রক্ষা করা সকলেরই ধর্ম্ম দিদি কিন্তু ও যে ছোট জাত। এখনই এখানকার সকলে এসে এই নিয়ে আমাকে অস্থির করে তুলবে। সমাজে গোলমাল উঠ্‌বে।"

"একটা প্রাণের চেয়েও সমাজটা বড় হলো দাদু ? আর জীবমাত্রকেই রক্ষা করা যখন ধর্ম্ম তখন এওতো একটা জীব, হলোই বা ছোট জাত। একে রক্ষা করাও ধর্ম্ম। আর আপনি তো বলেছেন দাদু সর্ব্ব জীবেই ভগবান বর্ত্তমান, অতএব এর ভিতরেও তো ভগবান আছেন। তবে একে আমরা ঘৃণা করব কেন ? একে ঘৃণা করলে ভগবান যে অসন্তুষ্ট হবেন দাদু তা ছাড়া এ শিশু, এর আর জাত কি বলুন। আপনি অনুমতি দিন দাদু, একে আমি মানুষ করব।"

"সে যে হ'তে পারবে না দিদি, তা'হলে সকলে আমাকে একঘরে করবে।"

"কি দোষে করবে দাদু ? আমরা এই অনাথ শিশুটিকে স্থান দিয়েছি, বলে ? আমি একে আলাদা ঘরে রাখবো, খাইয়ে-দাইয়ে নিজে নীচে এসে স্নান ক'রে অন্য ঘরে ঢুকবো, পূজো অর্চ্চনা ক'রবো, তাতে তো কিছু দোষ হবে না। আর একে ছোট জাত বলছেন কিন্তু এও তো ভগবানের সৃষ্ট জীব। আমাদের যে ভগবান সৃজন করেছেন, ওকে তো সেই

এক ভগবানই সৃষ্টি করেছেন, তিনি তো ছোট বড় করে কাউকে সৃজন করেন নি। আমরা নিজেরাই জাতের ছোট বড় সব তৈরী করে নিয়েছি। ব্রাহ্মণ পৈতে গলায় দিয়ে জন্মান নি, আর অন্য কেউ গায়ে ছোটজাতের ছাপ নিয়েও পৃথিবীতে আসেনি! তবে এই বাছাবাছির সঙ্কীর্ণতা কেন বলুন! সে দিন মন্দিরে গিয়ে দেখি একটি চণ্ডালের ছেলে মন্দিরের সিঁড়িতে উঠেছিল বলে তাকে মার মার করে সবাই তাড়িয়ে দিলে। ম্লানমুখে কাঁদতে কাঁদতে সে চলে গেল, আর বললে হে ঠাকুর তুমি বড়দের ভগবান, তুমি কি চাঁড়ালের ঠাকুর নও? তবে তোমায় লোকে পতিতপাবন বলে কেন? আচ্ছা দাদু বলুন তো যে ভগবান স্বয়ং চণ্ডালকে কোল দিয়েছিলেন সেই ভগবানের মূর্ত্তির সামনে গিয়ে দূর থেকেও আজ তাদের তাঁকে দেখবার অধিকার নেই এ কেমন? মন্দির ছুঁলে মন্দিরের ঠাকুর শুদ্ধ কি অশুদ্ধ হয়ে যাবেন?

মানুষের কি ভীষণ ভুল ধারণা, দাদু।"

"সবি বুঝি দিদি, কিন্তু সমাজের বন্ধনে আমরা বাঁধা পড়ে গেছি, কিছু করবার উপায় নেই।"

"যাই হ'ক একে এখন নাইয়ে-খাইয়ে সুস্থ করি তো" ব'লে গৌরী তাড়াতাড়ি উঠে ছেলেটিকে নাইয়ে-খাইয়ে সুস্থ ক'রে শুইয়ে রেখে, আবার গঙ্গা নেয়ে এসে, পূজো আহ্নিক সেরে, খেলে।

এমন সময় হিমাংশু এসে হাস্‌তে হাস্‌তে বললে "গৌরী তোমার কুড়োন ছেলেটি কোথায়? ভাল আছে তো? তার বাপ এসেছে, তাকে দাও। কাল জল ঝড়ে আসতে পারে নি, এখন এসেছে। বাঁচা গেল॥ সকাল থেকে বাড়ীতে দলে দলে এমন সব লোক আস্‌ছেন, ম'রে

গেলেও যাঁরা সাত জন্মে খবর নিতেন না। আসছেন শুধু এই ছেলে আনা নিয়ে ঘোঁট করতে। দেশের পায়ে নমস্কার আর দেশের লোক গুলোর পায়েও নমস্কার।”

গৌরী ম্লান হাসি হেসে বললে “তাই বটে, এই নিয়ে যাও দাদা।” বলে ঘুমন্ত শিশুটিকে তুলে এনে হিমাংশুর কোলে দিলে। হিমাংশু ছেলেটির সাজ-সজ্জা দেখে ব’ললে “গৌরী তোমার যত্নে ছেলেটির চেহারা একদম বদ্‌লে গেছে দেখছি। কে দেখে বলবে যে এটি সেই বাগদীর ছেলেটি।”

গৌরী হেসে বললে “তবেই দেখ দাদা, আমাদের সঙ্গে ওদের কোন রকমেই প্রভেদ নেই। প্রভেদ শুধু আমাদের এই মনে।”

সে কথা সত্যি গৌরী। কিন্তু মানুষ তা বোঝে কই বল। যতই বোঝাও এরা কিছুতেই বুঝতে চায় না। এদের বোঝানো আর ভস্মে ঘি ঢালা সমান।” এই ব’লে হিমাংশু ছেলেটিকে নিয়ে চলে গেল।
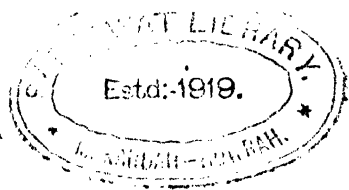
এগারো

হিমাংশু গৌরীদের দেশে রেখে, কাজ পড়ায় কল্‌কাতায় ফিরে এলো।

সেদিন তুষারের বাড়ীতে একটা ভোজ উপলক্ষ্যে সে গিয়ে উপস্থিত হলো। গান বাজনা খাওয়া দাওয়া শেষ হলে ও নিমন্ত্রিতেরা চলে গেলে, হিমাংশুও যাবে বলে উঠ্‌ছে, এমন সময় হিমানীর হাত ধরে জ্যোৎস্না এসে ঘরে ঢুকে হিমাংশুকে হাসতে হাস্‌তে বললে, "হিমাংশুবাবু, আমার এই বোন হিমানীটিকে আপনাকে বিয়ে করতে হবে, আমি বেশ বলতে পারি, হিমানী আপনার অনুপযুক্ত হবে না"

হিমাংশুর হাসিমুখ মলিন হয়ে গেল। সে বিমর্ষ ভাবে বল্‌লে "বৌদিদি, আপনার বোনকে স্ত্রীরূপে পাওয়া খুব ভাগ্যের কথা, কিন্তু আমি বড় অভাগা, আমায় ক্ষমা করবেন" বলে কাজে চলে গেল। জ্যোৎস্না বিস্মিত হয়ে তুষারকে বললে "কেন ওকথা বললেন হিমাংশু বাবু ?"

তুষার বললে "ওর একটি মা-বাপ হারা বোন, সেই বোনটির পাঁচ বছরে বিয়ে হয়, এক বছরের ভেতর সে বিধবা হয়। ঐ বোনটিকে লেখা পড়া শিখিয়ে ও তার বিয়ে দেবার ঠিক্ করে। পরে বোনের ও ঠাকুমা ঠাকুরদাদার অমতে সেই বিয়ে ভেঙে যায়। হিমাংশুও প্রতিজ্ঞা করে্ছে বিয়ে করবে না। বোনটি এতদিন জানতো না যে সে বিধবা। বিয়ের ঠিক হবার পর সব শোনে। হিমাংশুর মত বদলাতে আমরা কেউ ত' পারিনি।"

জ্যোৎস্না দীর্ঘশ্বাস ফেলে দেখ্‌লে হিমানী সব শুনে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল। জ্যোৎস্না ছল ছল চোখে বললে "আহা আগে জানলে একথা বলে হিমাংশুবাবুর মনে কষ্ট দিতুম না।"

"তোমার দোষ কি জ্যোৎস্না আমারই আগে বলা উচিত ছিল।" হিমানী কোথায় গেল দেখি গিয়ে। আহা ও বেচারীর প্রাণে বড় বাজবে। ও যে প্রাণ মন দিয়ে হিমাংশুবাবুকে ভালবেসে ফেলেছে এবং সে কথা আমার কাছে প্রকাশ করেছে। অবশ্য আমিই জোর করে জেনে নিয়েছি।"

জ্যোৎস্না গিয়ে দেখ্‌লে হিমানী তারই ঘরে খাটের ওপর শুয়ে কাঁদছে। সে তার আলুথালু চুলগুলি কপাল থেকে সরিয়ে দিয়ে বললে "হিমানী চুপ কর কেঁদে কি কর্‌বি বল, সবি তো শুনলি, সবি অদৃষ্ট। তাকে পাওয়া অসম্ভব। তার আশা ছাড়।" সে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো। শেষে বললে "সে যে হয় না দিদি, ভাল একজনকেই বাসা যায়। তাকে যদি ইচ্ছামত ফেরান যেত তবে আর ভাবনা ছিল না। তাঁকে পাওয়া যদি অসম্ভব হয় তবে বিয়ে করবো না।"

"সে কি ভাই হিমানী অমন কথা বলিস্‌ নি, তুই পিসেমশাই পিসিমার কত আদরের একটি মাত্র মেয়ে। তুই বিয়ে না করলে, তাঁরা দুঃখিত হবেন।"

"তা বললে কি হবে দিদি, আমি বিয়ে করবো না।" জ্যোৎস্না আর কিছু না বলে উঠে গেল। হিমানীও খানিকক্ষণ পরে হৃদয়াবেগ সংযত করে উঠে পড়্‌লো।

এই ঘটনার পর হিমাংশু এ বাড়ী আসা একেবারেই ছেড়ে দিলে

কারণ সে বুঝেছিল, হিমানীর সঙ্গে দেখা করা একেবারেই তার উচিত নয়। কারণ হিমাংশু হিমানীকে ভালবাসা সত্ত্বেও যখন বিয়ে করতে পারলে না, তখন তার সঙ্গে দেখা না করাই ওর পক্ষে ভাল। কেন না হিমানী তাহ'লে তাকে ভুলে যাবে।

কিন্তু একদিন যখন তুষারের কাছে সে শুনলে যে হিমানীর বড্ড অসুখ, তখন সে তাকে দেখতে না এসে পারলে না। সে আসতেই জ্যোৎস্না তাকে বললে "আপনি বিয়েতে অমত করায়, মনের কষ্টে ওর এই রোগের সূচনা। সে আপনাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। যাই হ'ক্ আপনি যা ভাল বোঝেন করবেন।"

হিমাংশু যখন গিয়ে হিমানীর রোগ-শয্যার পাশে বসলো, তখন সে জানলার দিকে ফিরে শুয়েছিল। তার রুক্ষ চুলগুলি এসে মুখের ওপর পড়েছিল। হিমাংশুকে দেখে তার মলিন মুখে হাসি ফুটে উঠলো। মৃদু হেসে বল্লে, "এতদিন আসেননি কেন?" হিমাংশু ব্যথিত হয়ে বল্লে "কোন কারণে আসতে পারিনি। তুমি কেমন আছ হিমানী"? হিমাংশু তাকে হিমানী বলে আর তুমি বলে সম্বোধন করতে হিমানীর রক্তহীন কপোলেও রক্তাভা ফুটে উঠলো। সে আনন্দে সুখে চুপ করে পড়ে রইলো। হিমাংশু আবার জিজ্ঞাসা করায় বললে, "ভাল আছি, আপনি ভাল আছেন?" "হ্যাঁ হিমানী ভাল আছি। শুধু তোমার অসুখের জন্যে মর্ম্মাহত হয়ে পড়েছি। হিমানী, হিমানী তুমি কেন এ হতভাগাকে ভালবাস্‌লে? তুমি আমায় ভুলে যাও। আমি তোমার হৃদয়-আকাশে ধূমকেতুর মত উদিত হয়ে, তোমার সুখ শান্তি নষ্ট করলুম।" হিমানী বললে "ছি! ও কথা বলবেন না। ওতে আমি

বড় ব্যথা পাই। আচ্ছা, আমাকে কি আপনার অনুপযুক্ত মনে করেন ?"

"না না হিমানী, তা নয়, আমি মনে করি আমিই তোমার অনুপযুক্ত; আমার কথা সবি তো শুনেছ, আমি বিয়ে করবো না প্রতিজ্ঞা করেছি, নইলে তোমার মত রত্ন পেয়েও কি হেলায় হারাই, হিমানী"।

হিমানী মৃদু হেসে বললে, "বেশ তো, আমাকে বিয়ে না করেন এ জীবন এমনি ধ্যান করেই কাটিয়ে দেবো। তবে আপনি মাঝে মাঝে আসবেন, যেমন আসতেন।"

"বেশ তাই আসবো কিন্তু হিমানী তুমি আমার জন্যে কেন এই অমূল্য জীবন এমন অবহেলায় যাপন করবে ?"

"সেই আমার পরম সুখ জানবেন। সব জিনিষই কি আশা করলে পাওয়া যায় ? তবে তার চিন্তায় যেটুকু সুখ সে টুকু থেকে বঞ্চিত হই কেন বলুন"। হিমাংশু বললে, "এর পর আর আমি কি বলবো বল হিমানী, তবে এটা স্থির জেনো, যে যদি কখনও বিয়ে করি তো তোমাকেই করবো"

"সেই আসাতেই বেঁচে থাকবো। এ জন্মে না পাই, পর জন্মে তো পাবো, কি বলেন" বলে হিমানী হাসলে।

হিমাংশুও বলে উঠলো, "নিশ্চয়—নিশ্চয় হিমানী, সে আশাতে আমিও বেঁচে থাকবো" এমন সময় জ্যোৎস্না ঘরে ঢুকে বললে, বাবু, শুনলুম আপনার বোন গৌরীরাণী এসেছেন। একদিন করে আসবো গিয়ে, হিমানী সেরে উঠলে।"

"বেশ, বেশ। বৌদিদি এ দীনহীনের বাড়ীতে আপনার পদধূলি পড়লে, নিজেকে ধন্য মনে করবো।"

"তবে নিশ্চয়ই একদিন পদধূলি দিতে যাবো, কি বলেন।"

"অবশ্য অবশ্য" ব'লে হিমাংশু সেদিনকার মত বিদায় নিয়ে চলে গেল।

হিমানী সেরে উঠতে, একদিন হিমানীকে নিয়ে জ্যোৎস্না গৌরীর সঙ্গে দেখা করতে গেল। গৌরী জ্যোৎস্না ও হিমানীকে খুব আদর যত্ন করলে। তারাও, গৌরীর রূপে গুণে, মিষ্টি ব্যবহারে পরম প্রীতি লাভ ক'রলে। গৌরী জ্যোৎস্নার কাছ থেকে হিমানীর সব কথা শুনে বললে, "দাদার ওই কেমন ধনুক-ভাঙ্গা পণ। আমি দাদাকে আবার বল্‌বো যদি তাঁর মত টলে।" তার পর সুযোগমত গৌরী হিমাংশুকে বললে, "দাদা হিমানী দিব্যি মেয়েটি, আমার তাকে ভারি পছন্দ হয়েছে, যদি তোমার বৌ হয় তো বেশ মানায়। ওকে বিয়ে করো দাদা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি।"

হিমাংশু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, "আবার অমন কথা কেন বলছো গৌরী, আমি কিছুতেই বিয়ে করবো না। তোর যদি একটা বিয়ে দিতে পারতুম তবে হয়তো করতুম। তা যখন পারলুম না তখন আর ও তুলিস্ বোন"!

বার

গৌরী বারান্তরে আর কথা কইতে পারলে না। উঠে চলে গিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে ভাবলে, হায় হায় একটা ভাই, তাও আমার জন্যে সংসারী হলো না এ কী করলে ঠাকুর।

গৌরী ক'দিন দেশে থেকেই অতিষ্ঠ হ'য়ে চলে এসেছে। পিতামহ ও পিতামহীও এসেছেন, কাশীতে যাবেন বলে। কল্‌কাতায় কয়েকদিন থেকে সকলে কাশী রওনা হলেন, হিমাংশু সকলকে পৌছে দিতে গেল।

গৌরী কাশীতে এসে রোজ নিয়মিত গঙ্গাস্নান ও দেব-দর্শন করে বেড়াতে লাগলো। আর প্রত্যেক দেবতার পায়ে মাথা খুঁড়ে বলত, হে ঠাকুর, আমার অশান্ত প্রাণে শান্তি দাও, শান্তি দাও। এতদিনে ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। ক্রমে ক্রমে সে শান্তি লাভ করলে। আবার তার মলিন মুখে হাসি ফুটে উঠলো। হিমাংশুও বোনটিকে সুখী দেখে বাড়ী ফিরে এলো। পিসিমাও তার সঙ্গে ফিরে এলেন। গৌরী পিতামহ পিতামহী ও তার কাশীবাসী শ্বশুর শাশুড়ীকে দেবতার মত সেবা শুশ্রূষা করতে লাগলো।

একদিন গৌরী পিতামহকে ধরলে, "দাদু বাড়ীর কা
আশ্রম করে দিন। সেখানে গরীব দুঃখীরা খেতে পাবে,
আমি নিজে তাদের দেখবো, রেঁধে খাওয়াবো, কাপড়-চোপড় দেবো। আর একটা চিকিৎসালয় করে দিন, বিনা পয়সায় সেখানে গরীবদের

চিকিৎসা হবে, আর একটি স্কুল করে দিন, গরীবরা সেখানে বিনা পয়সায় লেখাপড়া শিখতে পারবে।” পিতামহ আনন্দে পৌত্রীর কথামত সব করে দিলেন। গৌরী গরীব দুঃখীর সেবা যত্ন করে, তারা তার সেবায় দুঃখ কষ্ট ভুলে যায়, প্রাণ খুলে তার মঙ্গল কামনা করে। সকলেই তাকে মা বলে ডাকে। আর গৌরীর বিধবা বেশ দেখে তারা চোখের জল ফেলে বলে, এমন জগদ্ধাত্রী প্রতিমার মত মা আমাদের, ওঁর এমন কপাল একি সম্ভব ! তবে কি ভগবান নেই ? যাই হ’ক এম্‌নি করেই শান্তিতে গৌরীর দিন কাটছিল। গৌরী মধ্যে মধ্যে দাদাকে চিঠি লেখে, দাদা তুমি এসে দেখে যাও আমার কেমন আশ্রম হ’য়েছে। দাদা উত্তরে লেখে শীগ্‌গিরই যাবো বুড়ী। বড্ডো কাজ পড়েছে, ভারি ভারি রোগী হাতে। গৌরী লেখে, তবে থাক্ দাদা তুমি পরে এসো। ভগবান করুন তারা ভাল হ’ক। আর জানো দাদা তোমার কাছে ডাক্তারী শিখে কাজ হ’য়েছে। আমি এখন তার সুফল পাচ্ছি। অনেক গরীব দুঃখীর চিকিৎসা আমি নিজেই করছি।

হিমাংশু লেখে আমার শিক্ষা সার্থক হ’য়েছে শুনে বড় সুখী হলুম গৌরী। আমি শীগ্‌গিরই যাচ্ছি। গিয়ে তোর আশ্রমের নাম দেবো গৌরী আশ্রম।

ওমা সেবারে বুঝি তোমায় লিখতে ভুলে গেছি দাদা—
পাশাপাশি ক’রে একটা ফটক তৈরী করিয়ে দিয়েছেন
পাথর বসিয়ে লিখিয়ে দিয়েছেন “গৌরী আশ্রম।”

এখানে সবাই আমায় কি বলে জানো দাদা, বলে গৌরী মা। হিমাংশু গৌরীর চিঠিগুলি বার বার পড়ে আর গৌরী শান্তি লাভ ক’রে সুখে

আছে জেনে সুখী হয়। সঙ্গে সঙ্গে চোখে তার জল আসে, দীর্ঘশ্বাস পড়ে। তার যে বড় আদরের বড় স্নেহের এই বোনটি।

ক'দিন পরেই হিমাংশু কাশীতে এলো, গৌরীর আশ্রম দেখে সে খুব খুসী হোলো। "দেখ গৌরী, আমিও মনে করছি কলকাতা থেকে চলে এসে এখানে বাস করবো, গরীব দুঃখীর চিকিৎসা করবো, সে বেশ হবে, না রে ?"

গৌরী ব'ল্লে "না, না, তাকি হয় দাদা, তোমার সেখানে কত পশার, কত নামডাক।"

"তা হ'ক্ গে, সেখানে থাক্তে মোটেই ভাল লাগে না আর আমার। এখানে বেশ থাক্‌বো।"

"আচ্ছা সে সব পরামর্শ পরে করলেই হবে, এখন নাইবে খাবে চল দেখি দাদা, কত বেলা হ'য়ে গেছে দেখ দেখি।"

"তাই তবে চল গৌরী" ব'লে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে হিমাংশু উঠে প'ড়লো।

ক'দিন পরেই হিমাংশু রজতের টেলিগ্রাম পেলে "সতীন্দ্র মোটর থেকে প'ড়ে, মাথায় আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হ'য়ে গেছে, তুমি শীগ্‌গির এসো। একবার জ্ঞান হ'তে তোমার ও গৌরীর নাম করেছিল।"

হিমাংশু টেলিগ্রামটি হাতে করে স্তম্ভিত হ'য়ে বসে
সময় গৌরী এসে টেলিগ্রাম দেখে বললে "একি! দাদা এ
তুমি অমন করে বসে কেন ? কি হয়েছে বল" হিমাংশু
গৌরীর হাতে দিয়ে বল্‌লে "এই দেখ।" গৌরী সব প'ড়লে, প'ড়ে তার মাথা ঘুরে গেল, সে মাটিতে বসে পড়লো। বললে, "আহা, কি হবে

দাদা, আজই রওনা হও। আমরাও সকলে যাই চল। মাসীমা কত ব্যাকুল হ'য়ে পড়েছেন, যাওয়া বিশেষ দরকার।"

"তাই যাই চল গৌরী একবার দেখাও হবে। আহা সে যে তোকে বড় ভালবাসতো।"

গৌরী কোন কথা না বলে উঠে গিয়ে, নিজের ঘরের বিছানায় প'ড়ে শিশুর মত কাঁদতে লাগলো। ঠাকুর এ কি করলে? আমার এত সংযম, এত শিক্ষা কোথায় ভাসিয়ে দিলে? তাঁর বিপদ শুনে ছুটে যেতে ইচ্ছে হ'চ্ছে। এতদিন হয়ে গেল, তবু তো তাঁকে ভুলতে পারিনি ঠাকুর, তাঁর জন্যে প্রাণ ছটফট করছে। হিমাংশু সেইদিনই সকলকে নিয়ে কল্‌কাতায় রওনা হলো। গৌরীর শ্বশুর শাশুড়ীও অনেক দিন দেশছাড়া ব'লে, এই সঙ্গে রওনা হ'লেন।

যেদিন হিমাংশুরা এসে পৌঁছলো, তার আসার দিন রাত্রে সতীন্দ্রের খুব বাড়াবাড়ি গেছলো। কেবল অজ্ঞান হ'য়ে পড়ছিল। শেষ রাত্রি থেকে একটু জ্ঞান হ'য়েছে, অপেক্ষাকৃত সুস্থ হ'য়ে ঘুমুচ্ছে। ডাক্তারেরা বলেছেন "আর প্রাণের আশঙ্কা নেই।"

হিমাংশু ভোরে বাড়ীতে পৌছেই সতীন্দ্রকে দেখতে গেল। গৌরীর ঠাকুমা এবং শাশুড়ীও গৌরীকে নিয়ে সতীন্দ্রকে দেখতে গেলেন। গিয়ে সবে মাত্র তার ঘুম ভেঙেছে, সে চেয়ে দেখছে। গৌরীর খানে ব'সে বিপিনবাবুর সঙ্গে কথা কইছেন, হিমাংশু সে। সতীন্দ্র বললে "একি, এ আমি কোথায়?"

বিপিনবাবু বললেন, "তুমি তো বাড়ীতেই আছ বাবা, তোমার যে অসুখ।"

তের

সতীন্দ্র বল্‌লে "গাড়ী থেকে পড়ে গিয়ে আমার মাথায় খুব লেগেছিল, মনে প'ড়্‌ছে। আমার বাবা, আমার মা কোথায়?"

বিপিন বাবু বললেন "এই যে বাবা আমরা এখানে।" সতীন্দ্র কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললে "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আজ আমার সব মনে প'ড়েছে, এতদিন আমার স্মৃতিভ্রম হ'য়েছিল, আপনারা আমার পালক পিতামাতা, আমি বার বছর বয়সে রেলে আহত হই, তখন থেকে আপনারা আমায় এনে যত্নে মানুষ করেন, লেখা পড়া শেখান, বিলেত পাঠান। আর তার আগে রাধানগরে আমার বাড়ী ছিল, আমার বাবার নাম কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মার নাম তারা দেবী! আমার তখন বিয়ে হয়েছিল, হরিহর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্রী গৌরীরাণীর সঙ্গে। ছুটিতে রেলে বাড়ী আসতে আসতে মাথায় আঘাত লেগে স্মৃতিবিভ্রম হয়, আর সব ভুলে যাই। আমার নাম সতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এই দেখুন হাতে আমার নামের S N B অক্ষর লেখা আছে।"

সতীনাথের কথা শেষ হতে না হতেই সতীনাথের বাপ জড়িয়ে ধ'রলেন।

গৌরীর দাদু পাগলের মত ছুটে গিয়ে সতীনাথকে আমার" বলে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন। গৌরীর ঠাকুমাও ছুটে গেলেন। আনন্দে হিমাংশুর দু'চোখ দিয়ে ঝর্ ঝর্ ক'রে জল ঝ'র্‌তে

লাগ্‌লো। গৌরী আচ্ছন্নের মত ব'সে প'ড়্‌লো। ক্রমে ক্রমে সকলে শান্ত হতে বিপিনবাবু বললেন "সতীনাথকে আমি আহত অবস্থায় রেলে পাই। চিকিৎসার পর সুস্থ হ'য়ে ওঠে, তবে স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়ে যায়। আগেকার জীবনের কথা সব ভুলে যায়। নিজের কোন পরিচয় দিতে পারে না। গলায় পৈতে দেখে ও হাতে S N B দেখে সতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নাম ধরে নিই। সেই থেকে লেখা পড়া শিখিয়ে ওকে আমি মানুষ করি।

হিমাংশু সব শুনে বললে "মাথায় দ্বিতীয়বার আঘাত লেগে ওর স্মৃতি-শক্তি ফিরে এসেছে। এমন অনেক হয়।"

এই সব জান্‌বার পর সবার চোখেই আনন্দাশ্রু দেখা গেল। সতীনাথ সুস্থ হয়ে সকলের সঙ্গে কথা কইতে লাগলো। আস্তে আস্তে সতীনাথ হিমাংশুর কাণের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ব'ল্‌লে "ভাই সবাইকে দেখ্‌ছি কিন্তু গৌরী কই?" "সে তো এখানেই ছিল, দেখি কোথা গেল" বলে হিমাংশু উঠে গৌরীকে কোথাও না দেখে বাড়ী গেল। গিয়ে দেখ্‌লে গৌরী ঠাকুর ঘরে পড়ে কাঁদ্‌ছে। হিমাংশু গৌরীকে তুলে বললে "ওঠ বোন, কাঁদবার দিন চলে গেছে। এখন হাসবার দিন, ভগবান করুন তোর হাসি অক্ষয় হ'ক্‌। ভগবান সতীর মর্য্যাদা রেখেছেন—সতীনাথকে ফিরিয়ে দিয়েছেন।' গৌরী হিমাংশুর কাঁধে মাথা রেখে কাঁদতে লাগলো।

ছুট্‌তে ছুট্‌তে রেবা এসে গৌরীকে শাঁখা, সিঁদুর, ভাল ঘন ঘন শাঁখ বাজিয়ে দিলে আর তাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে সতীনাথের পাশে বসিয়ে দিলে। তখন সেখানে আর কেউ ছিল না।

সতীনাথ সহাস্য মুখে গৌরীর হাত দুটি ধরে ব'ল্‌লে "গৌরী, এতদিন পরে তোমায় আমার বলে ফিরে পেলুম আবার। আর তো কেউ আমার কাছ থেকে তোমায় কেড়ে নিয়ে যেতে পারবে না, কি বল?"

গৌরীর মুখখানি লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠ্‌লো। সে মৃদু হেসে বল্‌লে "নিশ্চয়ই পারবে না, এবার যে জেনেছি আমি তোমার। তুমি যে আমার স্বামী,আমার প্রাণ তা' জান্‌তে পেরেছিলো, এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছি তাই-ই তোমার জন্যে প্রাণ অত ব্যাকুল হ'তো।"

"ঠিক বলেছ গৌরী, আমারও তাই হ'তো। কি এক আকর্ষণে আমারও প্রাণ মন তোমার দিকে আকৃষ্ট হতো,এখন বুঝছি যে ভগবান-দত্ত স্বাভাবিক 'টানেই আমাদের দু'জনেরই প্রাণমন দু'জনের দিকে টান্‌তো। আজ আমি বড় ভাগ্যবান, এত দিনে আমার সব দুঃখই দূর হ'লো, বাপ-মা-স্ত্রী সব ফিরে পেলুম একসঙ্গে। সব কথা ভুলে গেছলুম, মনে করতে পারতুম না বলে' মনে বড় কষ্ট ছিল, কে আমি, কোথায় ছিলুম, কি পরিচয়।"

গৌরী ছলছল চোখে সতীনাথের হাত দুটি ধরে' বল্‌লে "আমি তোমায় প্রথম থেকে দেখেই বুঝেছিলুম, তোমার মনে কি একটা দারুণ ব্যথা আছে কিন্তু জিজ্ঞেস করতে সাহস পাইনি। আজ সব বুঝলুম। এখন একটু ঘুমোও, আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।"

"আমারও ঘুম পাচ্ছে, একটু ঘুমুই।" ব'লে সতীনাথ ঘুমিয়ে পড়লো। ক'দিনেই সতীনাথ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠ্‌লো।

সতীনাথ সুস্থ হ'য়ে উঠতে হরিহর বাবু মহা সমারোহে বাড়ীতে ভোজ দিলেন। পরিচিত অপরিচিত নর-নারী সকলেই নিমন্ত্রিত হয়ে এলো।

গৌরী রত্নালঙ্কারে ভূষিতা হ'য়ে দেবী প্রতিমার মত সকলকে পরিবেশন করে খাওয়ালে। শেষকালে সে খেতে ব'সতে তার পিতামহ নিজে এসে তার পাতে মাছের মুড়ো দিয়ে বললেন, "খা দিদি, একদিন মাছ খেতে দিইনি ব'লে কেঁদেছিলি। সে বেদনা আমার বুকে বিঁধেছিল দিদি, আজ আমার জীবন সার্থক হ'য়ে গেল।"

সেদিন পূর্ণিমা, দাদু গৌরীর জন্যে বাগানের ফুল উজাড় করে এনে ঘর সাজিয়ে দিলেন, শেষে ফুলের সাজে সাজিয়ে এনে গৌরীকে সতীনাথের বামে বসিয়ে দিলেন। তাঁর নয়নে আনন্দাশ্রু ঝরে' পড়তে লাগলো। রেবা, জ্যোৎস্না হিমানীকে নিয়ে শাঁখ বাজাতে বাজতে এসে ঘরে ঢুক্‌লো, রজত, তুষার, হিমাংশুও ঘরে এলো। গৌরী তাড়াতাড়ি উঠে এসে হিমানীর হাত ধরে নিয়ে এসে হিমাংশুর হাতে দিয়ে মৃদুস্বরে হেসে বল্‌লে, "দাদা এইবার তুমি একে গ্রহণ কর। আর তো গ্রহণ না করবার কোন কারণ নেই।"

"না, তা নেই।" বলে' হিমাংশু হাসিমুখে হিমানীর হাত দুটি সস্নেহে নিজের হাতে তুলে নিলে। আবার রেবা জ্যোৎস্না শাঁখ বাজিয়ে দিলে। বৃদ্ধ হরিহরবাবু এগিয়ে এসে হিমাংশু ও হিমানীর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন। বললেন, "হিমাংশু দাদা, তোমাদের কাছে আমি অপরাধীর মত ছিলুম, আজ আমার আনন্দ ধরছে না। হিমাংশু ও কি ব'ল্‌ছেন দাদু, আপনার অপরাধ কি? সবই সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ—এই তো বিধির

পর? তারপর একদিন মহাসমারোহে হিমাংশুর সঙ্গে হিমানীর

শুভ বিবাহ হয়ে গেল। এ বিবাহে সকলের চেয়ে আনন্দ হলো গৌরীর, তারই জন্যে তার স্নেহময় দাদা যে সংসারী হয়নি এতদিন অবধি, এ ব্যথা গৌরীর বুকে শেলের মত বিঁধেছিল. এমন দিন যায়নি, যেদিন না সে ভগবানের চরণে কাতর প্রার্থনা জানিয়েছে, "দাদাকে আমার সংসারী কর ঠাকুর, তোমায় ষোড়শোপচারে পূজো দেবো, দাদা যে শুধু আমার জন্যেই সংসারী হোল না, এ যে আমি সহ্য করতে পারি না ঠাকুর!" আজ ভগবান এতদিন পরে তার কাতর প্রার্থনা শুনেছেন, তাই সবচেয়ে তার আজ পরম আনন্দ।

শুভক্ষণে হিমাংশু নববধূ নিয়ে বাড়ী আসতেই সর্ব্বাগ্রে গিয়ে নববধূকে বরণ করে গৌরী ঘরে তুলে নিয়ে এলো, আর আগে ভগবান বাসুদেবের মন্দিরে ষোড়শোপচারে পূজো পাঠিয়ে দিলে।

বৃদ্ধ হরিহরবাবু আজ মনের আনন্দে যেন নব যৌবন ফিরে পেয়ে সেই বয়সেও যৌবনোচিত উৎসাহে ছুটাছুটি ক'রে অতিথি অভ্যাগত সকলকে সমাদরে আহ্বান করতে লাগলেন আর পুলকিত হৃদয়ে নববধূকে আশীর্ব্বাদ করলেন, করুণাময়ীর পৌত্র-বধূর মুখ দেখে আনন্দ আর ধরে না। তাঁর দু'চোখ বয়ে আনন্দাশ্রুধারা ঝরে পড়তে লাগলো।

ক্রমে হিমাংশুর শুভ ফুলশয্যা ও বৌ-ভাতের দিন এসে গেল, সেদিন বাড়ীতে মহা ধূমধাম পড়ে গেল, নহবৎখানায় নহবৎ বাজতে লাগলো, আত্মীয়-স্বজন কুটুম্ব সাক্ষাতে বাড়ী সরগরম হয়ে উঠলো, রাত্রে সকলের খাওয়া শেষ হতে গৌরী রেবা জ্যোৎস্না প্রভৃতি কুলনারীরা সকলে হিমানীকে ফুলের সাজে সাজিয়ে এনে, হিমাংশুর পাশে বসিয়ে দিলে, চারিদিকে হুলুধ্বনি সহ শাঁখ বেজে উঠলো। হিমানীর লাজনত মুখখানি

আনন্দে রাঙিমায় অপূর্ব্ব শোভায় ভরে উঠ্‌লো। গৌরী তাকে ঘামতে দেখে বললে "বৌদিদি ভাই, বড্ড গরম হচ্ছে না? এই ফাগুন মাসে যে ঘেমে নেয়ে উঠ্‌লে।

"পাখাটা খুলে দিই বলে সে পাখা চালিয়ে দিয়ে, হিমানীর পাশে ঘেঁসে বসে বল্‌লে "বৌদিদি, আজ কিন্তু একটি গান শোনাতে হবে ভাই, এতদিন তোমায় প্রাণ খুলে একটা গান গাইতেও বল্‌তে পারিনি, কেবলি মনে হতো, আমার জন্যেই তুমিও বুঝি সংসারী হতে পেলে না, যাই হোক্ এখন আর সে দুঃখ নেই যখন, তখন একটা গান শোনাতেই হবে আজ।" সকলেই সমস্বরে গৌরীর কথার অনুমোদন করতে, অগত্যা হিমানীকে একটি গান গাইতে হ'লো। সে গাইলে "ওহে সুন্দর মম গৃহে আজি পরমোৎসব রাতি, রেখেছি কনক মন্দিরে কমলাসন পাতি।" গৌরী হেসে বললে "বা বৌদিদি বেশ সময়োচিত গানটি হয়েছে। এখন তোমার অতিথিটিকে তুমি বরণ করে নাও। আমরা স্বস্থানে প্রস্থান করি।"

"গৌরীর যে স্বস্থানে প্রস্থান করবার বড় তাড়া দেখি" বলে জ্যোৎস্না হাস্‌তে লাগলো। রেবা বললে "বারে, দাদা বুঝি একাকী শুয়ে শুয়ে কড়ি কাঠ গুণবেন, দেখ্‌ছ না রাত একটা বেজে গেছে।"

"বাঃ বাঃ বৌদিদির গানের সুধাধারা আপনারা সব একা একাই পান করছেন বুঝি, এ দীনের কি অপরাধ যে ডেকে পাঠান নি তাকে" বল্‌তে বল্‌তে সহাস্যমুখে সতীনাথ এসে ঘরে ঢুক্‌ল। হিমাংশু হেসে বল্‌লে "এসো ভাই এসো, তুমি না আসায় সব আমোদটাই মাঠে মারা যাচ্ছিল। তোমাকে ডাক্‌তে গিয়ে সকলে বললে তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ। খেটে-খুটে

ক্লান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছ বলে, আমিই জাগাতে বারণ করেছিলুম, কিন্তু তুমি না থাকায় মনটাও খুঁত খুঁত করছিল, এতক্ষণে সভা জমলো।"

সতীনাথ হেসে বললে বেশ, তাহলে বৌদিদি, একখানি গান হোক্ শুনে শ্রবণ মন পরিতৃপ্ত করি। হিমানী মৃদু হেসে নতমুখে গাইলে "হে ক্ষণিকের অতিথি"। গানটি শেষ হতেই সতীনাথ সহাস্যে বললে বৌদিদি,যদি ক্ষণিকের অতিথি না হয়ে, সারা রাতের অতিথি হয়ে এ ঘরে থাকি, তাহলে কি হয়।" হিমানী মৃদু হেসে মুখ নীচু করলে। সতীনাথ বললে আর দেরী কেন? এবার তবে ফুলশয্যা রচিত হোক্ আমরা দেখে নয়ন মন সার্থক করি।

তখন সমবেত নারীগণ শাঁখ বাজিয়ে হিমাংশু ও হিমানীর শুভ অনুষ্ঠানগুলি শেষ করে ফুলের রচিত শয্যায় তাদের দুজনকে পাশাপাশি বসিয়ে দিলে। সতীনাথ নতশিরে বর বধূকে নমস্কার করে বললে, তবে আমরা ক্ষণিকের অতিথিরা বিদায় নিলুম বৌদিদি, আপনারা শুভ নিশি মনের সুখে যাপন করুন। সকলে হাসিতে লাগলো। জ্যোৎস্না এগিয়ে এসে গৌরীর গলায় একটা গোড়ে ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে বললে, যাও ভাই স্বস্থানে যাও। হিমানীর ক্ষণিকের অতিথি তো চললেন, এখন তুমি তোমার চিরজীবনের অতিথিকে সাদরে নিজের করে নাওগে। "গৌরী হেসে মৃদুস্বরে বললে, যো হুকুম।"

সতীনাথ বললে, চললাম দাদা তাহলে, বেশী দেরী করলে বৌদিদি আবার রাগ করবেন। "এস ভাই সতীনাথ, শুভ রাত্রি জ্ঞাপন করছি। "সত্যিই দাদা, এ রাত্রিটি আপনার শুভরাত্রি।"

জ্যোৎস্না বলে উঠ্‌লো শুধু হিমাংশু বাবুরই শুভরাত্রি, আর

আপনারও কি নয়?" "ওই হলো না হয় দিদি, ও-তুজনেরই শুভরাত্রি" বলে সতীনাথ হাস্‌তে হাস্‌তে নিজের ঘরে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলো! গৌরীকে তার ঘরের দরজায় ঠেলে দিয়ে তার সঙ্গিনীরা সব চলে গেল। গৌরী তার আলোকোজ্জ্বল গৃহের দ্বারে দাঁড়িয়ে দেখলে সতীনাথ ঠিক্ কৈলাসপতি সতীনাথের ন্যায়ই খাটের ওপর বসে। তার গৌরবর্ণ দীর্ঘায়ত দেহের দিকে ক্ষণেকের জন্যে চেয়ে থেকে সে ভাবলে ভগবান এ অভাগিনীর ভাগ্যে এমন দেবতার মত স্বামী দিয়েছেন, অথচ এমন স্বামীকেও এতদিন আমার কর্ম্মফলে ছেড়ে থাক্‌তে হয়েছিল। ভগবান তুমি পরম দয়াল, তাই আমার স্বামীকে মৃত্যু মুখ থেকে রক্ষা করে, আমায় আবার ফিরিয়ে এনে দিয়েছ, তোমার চরণে কোটি কোটি প্রণাম। কৃতজ্ঞতায় তার চোখ তুটি জলে ভরে উঠ্‌লো। সে ঘরে ঢুক্‌লো, সতীনাথ তাকে দেখে সহাস্য বদনে উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গিয়ে তার তুটি হাত ধরে বল্‌লে "কি গো গৌরীরাণী, এত-ক্ষণে এ অভাগাকে মনে পড়্‌লো? একি তোমার চোথ তুটি ছল্ ছল্ করছে কেন? অসুখ করেনি তো কিছু?"

গৌরী হেসে বললে, না গো না, কিছু অসুখ করেনি, তোমায় অত ব্যস্ত হতে হবে না। এথন যদি মরণ আসে, তাহলে তাকেও ফিরিয়ে দেবো আমি, বলবো যে তোমায় ছেড়ে এখন কোথাও যেতে পারবো না আমি, স্বর্গেও নয়। চোখে আমার জল এসেছিল, আনন্দে। দেথলুম তুমি বসে আছ, আমার এমন দেবতা স্বামী পেয়েছি যে ভগবানের কৃপায়, সেই ভগবানের চরণে একটু কৃতজ্ঞতার অশ্রুজল উপহার দিলুম। এমন স্বামী পাওয়া কত ভাগ্যের ফল।"

"সত্যি নাকি গৌরী, আমি এমনই বা কি দেবদুর্লভ স্বামী তোমার, এর চেয়ে ঢের ভাল স্বামী কত জনের আছে।"

"তা থাক্, কিন্তু তুমিই আমার উপাস্য দেবতা। আমার হৃদয়-রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর। তোমার মত আর কেউ নয় আমার কাছে।" "এত ভালবাস তুমি আমায়।" "নিশ্চয়" বলে গৌরী নিজের গলা থেকে মালা খুলে সতীনাথের গলায় হাসিমুখে পরিয়ে দিয়ে, প্রণাম করলে। সতীনাথ সাদরে তার হাত ধরে তুলে, বললে "একাই বুঝি মালা পরিয়ে দেবে ভেবেছ, আমিও দেবো বলে তোমায়, মালা জোগাড় করে রেখেছি, ব'লে সতীনাথ পকেট থেকে সুন্দর একটি গোড়ে ফুলের মালা বার করে হাস্‌তে হাস্‌তে গৌরীর গলায় পরিয়ে দিলে।

এমনি সময়ে দরজার কাছে জোড়া শাঁখ বেজে উঠ্‌লো। গৌরী দ্রুতপদে দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দেখ্‌লে, জ্যোৎস্না আর রেবা দুজনে দুটো শাঁখে ফুঁ দিচ্ছে। গৌরী হেসে বললে, এ কি হচ্ছে ভাই, আড়ি পাত্‌ছিলে বুঝি এতক্ষণ দু'জনে? জ্যোৎস্না বললে, তোমাদের ফুলশয্যায় একটু শুভ শঙ্খধ্বনি করে মঙ্গল করে গেলুম। ভগবান তোমাদের সুখী করুন এই প্রার্থনা করি। আর আড়ি—আড়ি পাত্‌তে যাবো কেন ভাই, শুধু একটু তোমাদের দু'জনের ভাব-করা দেখে গেলুম। 'যাও শোওগে চললুম, ব'লে গৌরীকে আবার তার ঘরের দিকে ঠেলে দিয়ে রেবার হাত ধরে জ্যোৎস্না হাস্‌তে হাস্‌তে চলে গেল। গৌরী ঘরে ঢুকতে সতীনাথ প্রশ্ন কর্‌লে কে শাঁখ বাজিয়েছিল।

"রেবাদি আর জ্যোৎস্নাদি, ওরা যে আমায় কি ভালবাসেন, বললেন যে তোমার শুভ ফুলশয্যায় একটু শুভ শঙ্খধ্বনি করে মঙ্গল করে গেলুম।

ভগবান তোমাদের সুখী করুন। সতীনাথ বললে "সত্যি গৌরী, রেবা আর জ্যোৎস্না আমাদের এই শুভ মিলনে ভারি আনন্দ লাভ করেছে, তারা যে আমাদের চিরদিনই বড় ভালবাসে। ভগবান তাদেরও মঙ্গল করুন।" এস শুয়ে পড়্‌বে অনেক রাত হয়েছে।" "তথাস্তু।"

"খুব বাধ্য যে দেখছি।

"সতীর পতির বাধ্য হওয়া উচিত নয় কি"?

"উচিত তো বটেই, তবে পতির নয় পত্নীর"।

"মানে।"

"মানে কি বুঝতে পারছো না, সতীতো আমি, আমার আর পতি কই, কাজেই পত্নীর বাধ্য হওয়া উচিত।"

গৌরী লজ্জিত হয়ে বললে "সত্যি ভুলে ভুলে তোমার নামটা করে ফেলেছি না? মনে ছিলনা।" "তা' বেশ করেছ, খুব দুধ ভাত খেয়ো কাল সকালে উঠে।"

এমনি করে সুখে আনন্দে দিন কেটে যায়। কিছুদিন পরে হরিহর বাবু আত্মীয় স্বজন বরবধূ সকলকে নিয়ে তাঁর কাশীর বাড়ীতে রওনা হোলেন।

সেখানে এসে একদিন বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করলেন। অনাথ দীন দরিদ্র কেউ বাদ পড়লো না। সালঙ্কারা গৌরীরাণী, মা অন্নপূর্ণার মত সকলকে নিজে দাঁড়িয়ে খাওয়ালে। দীন দরিদ্র সহস্র কণ্ঠে গৌরী রাণীর দেবী প্রতিমার মত মূর্ত্তির দিকে চেয়ে "গৌরীরাণীমার জয় হোক" বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো। গৌরীর দুর্ভাগ্যে তাদের প্রাণে বড় ব্যথা ছিল, আজ তাই সৌভাগ্যবতী সালঙ্কারা গৌরীকে দেখে মনের আনন্দে

তারা ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়ে গৌরী মায়ের জয়গান করে উঠ্‌লো। সে জয়ধ্বনিতে আনন্দে সকলেরি চোখ সজল হয়ে উঠ্‌লো। কদিন সকলে আমোদে আহ্লাদে কাটিয়ে "বাবা বিশ্বনাথজী" ও "মা অন্নপূর্ণার" দর্শন করে ষোড়শোপচারে পূজা দিয়ে স্বস্থানে প্রস্থান করলে।

হরিহর বাবু সস্ত্রীক রইলেন কাশীতে। গৌরী সতীনাথের সঙ্গে তার নূতন কর্ম্মস্থল পাটনায় রওনা হলো। সতীনাথের পিতা মাতা তাদের সঙ্গে পাটনায় এসে কিছুদিন থেকে গৌরীদের গৃহস্থালী গুছিয়ে দিয়ে, চলে গেলেন কাশীতে।

গৌরীদের বাড়ীটী ছিল, বেশ খোলা জায়গায়। শহর থেকে একটু দূরে, কাছে দু'একজন ছাড়া আর কারো বড় বাস ছিলনা। গৌরীর জায়-গাটি ভারি ভাল লেগেছিল। সতীনাথের অসীম ভালবাসায় গৌরীরাণী তাদের বাড়ীটিতে স্বর্গ রচনা করে মনের সুখে বাস করতে লাগলো। বিকেলে সতীনাথ রোজ তার নিজের মোটরে গৌরীকে নিয়ে বেড়াতে যেতো। এখানে এসে অনেকের সঙ্গে তাদের আলাপ পরিচয় হয়ে গেল, সতীনাথের গুণে মুগ্ধ হয়ে অনেকেই তার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে উঠলো, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে বিমান রায়। আর গৌরীও নম্রতায় ও মিষ্ট ব্যবহারে অনেক বান্ধবীই পেলে। সকলেরই এই সুখী দম্পতীটীকে ভারি ভাল লাগ্‌লো। তারা বড় লোকের ছেলে মেয়ে হলেও তাদের কোন অহঙ্কার বা গর্ব্ব ছিল না, ধনী দীন সকলকেই সমভাবে তারা দেখতো, তারাও সকলে সেজন্যে তাদের পছন্দ করতো এবং ভাল-বাসতো।

বিমান ছিল বিলাত ফেরত ব্যারিষ্টার। বড় লোকের ছেলে, পাটনা

কোর্টে প্র্যাক্‌টিস্ করে। বাপ মারা গেছেন, মা আছেন আর আছে একটি পতি-পরিত্যক্তা সুন্দরী সর্ব্বগুণশালিনী ছোট বোন, কণিকা; এই বোনটিকে সে প্রাণের অধিক ভালবাসে। তার দুর্ভাগ্যের দরুণ বিমানের ও তার মার মনে সুখ নেই। বিমানের সঙ্গে সতীনাথের বিলেত থেকেই আলাপ হয় আবার এখানে এসে দেখা। বিমান রোজই আসে,সতীনাথকে বলে দাদা, আর গৌরীকে বলে বৌদিদি। গৌরীর এই বিমানকে ভারি ভাল লাগে, সে তাকে নিজের দেওরের মতই স্নেহ করে যত্ন করে, খাবার দাবার তৈরী করে খাওয়ায়। কণিকাও রোজ আসে গৌরীর কাছে, বৌদিদির কাছে রোজ দু'একবার না এলে তার দিন চলে না। গৌরী এই মেয়েটিকে নিজের বোনের মতই ভালবাসে। সতীনাথ কোর্টে বেরিয়ে গেলে গৌরী দুপুরবেলা, সেলাই ও পড়াশোনা করতো। দুপুরে শোওয়া তার অভ্যাস ছিলনা, কণিকাও এসে যোগ দিতো, গৌরীরও ভাল হতো, তাকে আর একা থাক্‌তে হতো না দুপুরবেলা। বিমানের পণ ছিল সে বিয়ে করবে না। তার মাও এ পণ ভাঙ্‌তে পারেন নি। তাঁর একটি মাত্র ছেলে এই বিমান, সে বিয়ে না করায় তাঁর ভারি মনের কষ্ট। একে মেয়েটি স্বামী পরিত্যক্তা, তার ওপর ছেলেটিও বিয়ে করলে না। তিনিও গৌরীকে নিজের মেয়ের মত ভালবাসতেন, প্রায়ই আস্‌তেন, নিয়ে গিয়ে খাওয়াতেন, খাবার করে পাঠিয়ে দিতেন। ছেলে বিয়ে না করায় দুঃখ করতেন। গৌরী তাঁরই দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে বিমানকে বিয়ের কথা বলায় বিমান জোড় হাত করে বললে বৌদিদি, শুধু ওই অনুরোধটি ছাড়া যা অনুরোধ করবেন, সন্তুষ্ট চিত্তে তা করতে রাজি আছি, আপনাকে আমি মায়ের মত ভক্তি করি, শ্রদ্ধা করি,

আপনাকে সুখী করবার জন্যে প্রাণ দিতে পারি। শুধু ওইটি ছাড়া।”

সতীনাথ হেসে বললে, “কেন হে বিমান ভায়া! ওটা কি এতই শক্ত কাজ।”

“বাবা শক্ত নয় তো কি?” ওসব আমার ধাতে সইবে না দাদা, একা আছি বেশ আছি। খাই-দাই বেড়াই। পরের জন্যে যা পারি করি। নিজের কাজ কর্ম্ম নিয়ে থাকি! সাতে নেই পাচে নেই, শুধু যা কণিকার জন্যে কষ্ট আর ভাবনা। আমার ওই একটিমাত্র বোন্, সবই তার অদৃষ্ট। বাবা তো চেষ্টার ত্রুটী করেন নি তাকে সুখী করবার জন্যে, তবু সে সুখী হোল না। সবি ভগবানের হাত, মানুষের হাত নেই।

সতীনাথ বললে “সেতো সত্যিই ভাই। তবে ভবেশের কি কোন খোঁজ খবর নেই?”

“খোঁজ খবর থাকবে না কেন? বেশ মেম বিয়ে করে সংসার ধর্ম্ম করছেন সেই বিলেতে। নিমকহারাম আর কাকে বলে বলুন দাদা, গরীবের ছেলেকে এনে বাবা কণিকার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে খরচ করে বিলেত পাঠালেন ব্যারিষ্টার হতে। আমরা এলুম ফিরে, তিনি গেলেন বিগড়ে, বিলেতের মোহে ডুবে রইলেন। দুঃখে শোকে তার বাপ-মা গেলেন মরে। আমার বাবারও গেল মন ভেঙে, তিনি প্রাণের অধিক ভালবাসতেন কণিকাকে। তবে তাঁকে বেশীদিন কণিকার দুঃখ দেখতে হয় নি, এই যা।”

সতীনাথ আর গৌরী সব শুনে বিমানকে সহানুভূতি জানাত। এমনি করে দুটি পরিবারে কাছাকাছি, আপনার লোকের মতই বাস করতো।

কিছুদিন পরে অনাথবাবু বলে একটি ভদ্রলোক শহর থেকে এখানে এসে বাসা ভাড়া নিলে। ক্রমে ক্রমে এর সঙ্গে সতীনাথের আলাপ পরিচয় হয়ে গেল, আসা যাওয়াও চল্‌তে লাগ্‌লো। অনাথের স্ত্রী বিমলার আর বাপ-মা-হারা তার ছোট বোন অমলার সঙ্গে গৌরীর খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেল। অমলাও রোজ দুপুর বেলা গৌরীর কাছে সেলাই শিখতে আস্‌তো। অমলা ছিল, অসাধারণ সুন্দরী ও গুণবতী ও ম্যাট্রিক পাশ। গলাটি ছিল তার ভারি মিষ্টি আর সে ছিল সুগায়িকা। গৌরী প্রায়ই তার গান শুন্‌তো আর তারিফ কর্‌তো।

অনাথ লোকটি ছিল পরশ্রীকাতর। সে পরের ভাল দেখ্‌তে পার তোনা। সতীনাথদের সুখী দেখে তার ঈর্ষ্যা হতো, কারণ তাদের স্বামী-স্ত্রীর এতটুকু বোন্‌ত না, বিমলা ছিল খুব বুদ্ধিমতী ও অতি সুশীলা, সরলা, সে স্বামীর নীচতা দেখ্‌তে পারতো না। স্বামীকে বার বার নিবারণ করতো নীচতা করতে। সেই জন্যে ওদের বনিবনাও হোত না।

গৌরী বিমানের সামনে বেরতো কথা বল্‌তো, আর অনাথের সামনে বেরতো না, সে এলেই ঘরে চলে যেতো। এতে অনাথের মনে হতো দুঃখ আর রাগ। ভাব্‌ত ভারিত একটা লোক বিমান, না হয় পয়সাই আছে তার, তা বলে আমিই বা কি ফেল্‌না যে আমার সামনে বেরন হয় না। দাঁড়াও দেখাচ্ছি এর মজাটি। হাতে হাতে ফল পাইয়ে দিচ্ছি। এমনই ছিল তার নীচমন।

গৌরী অন্তঃসত্ত্বা খবর পেয়ে হিমাংশু এলো তাকে নিয়ে যেতে। হিমাংশু এসে কদিন এখানে থাক্‌তে থাক্‌তে বিমানের সঙ্গে হয়ে গেল তার খুব বন্ধুত্ব। কণিকাও গৌরীর দাদা বলে হিমাংশুকে নিজের দাদার মতই

শ্রদ্ধা ভক্তি করতে লাগলো, গৌরীর কাছে সে [illegible] সব কথা শুনে, আগেই তাকে দেবতার আসনে স্থান দিয়েছি[illegible]

হিমাংশু এই সরলা বালিকা কণিকাকে দেখে অবধি গৌরীর মতই তাকে স্নেহ করতে লাগলো। তার সব খোঁজ খবর নিয়ে কণিকার স্বামীর পরিচয় পেয়ে বললে "আরে ভবেশকে যে আমি চিনি, সে যে আমায় খুব শ্রদ্ধা করে। সে যে বিলেত থেকে দিন ১০।১২ হলো ফিরে এসেছে কল্‌কাতায়। সে বিলেত থেকে আস্‌তে পারছিল না, তাই আমার কাছে টাকা চায়, কল্‌কাতায় ফিরে আসবে জানায়। আমি টাকা দিয়ে তাকে ফিরিয়ে এনেছি। মেম বৌয়ের খরচ যোগাতে যোগাতে হয়রাণ হয়ে, এখন অনুতপ্ত হয়েছে, আর তার মেম বৌটিও গেছে মরে! আরে বাবা বাঙালীর ছেলে, বাঙালী বৌ না হলে কি চলে? আর বাঙালার মেয়ে ছাড়া সরস মধু আর কোন্ কুসুমে আছে?

যাক্ সে কথা। এখন আমি তাকে চিঠি লিখলেই সে আস্‌বে, সে এলে কণিকার সঙ্গে তার মিলন করে দিয়ে, বোনটির মুখে হাসি ফুটিয়ে তার দুঃখ ঘোচাতে চাই। কি বলো তোমরা?

বিমান সাগ্রহে হিমাংশুর হাত দুটি ধরে বলে উঠ্‌লো, এর আর বলাবলি কি দাদা। তাহলে আমরা ভাই বোনে তোমার চিরদিনের কেনা হয়ে থাক্‌বো। বোনটির জন্যে যে আমার প্রাণে কি দুঃখ তা আর বলে কি জানাবো দাদা।

"তা জানি ভাই, বোন যে কি জিনিষ। তার দুঃখ দেখ্‌লে ভায়ের প্রাণে যে কি হয়, তা আমি বেশ ভাল রকমেই জানি।

"সে সব আমি শুনেছি দাদা, আমার পূজনীয়া বৌদিদির কাছে।

তিনি দাদার কথা বলতে বলতে নাওয়া খাওয়া ভুলে যান, বলেন "দাদা আমার দেবতা।"

হিমাংশু সহাস্যে গৌরীর মাথায় হাত দিয়ে বলে "আরে সত্যি নাকিরে গৌরী তুই এত বাড়িয়ে দাদার কথা বলিস্?"

গৌরী সজল চোখে মৃদু হেসে বলে "সেটা বলা কি বেশী হোল দাদা, তুমি যে আমার জন্যে কি করেছ তা কি আমি জানি না?"

"আচ্ছা বেশ বেশ, না হয় তাই-ই হলো। তুই বলিস্ দেবতা, আর সেখানে তিনিও বলেন আমি নাকি তাঁর একমাত্র উপাস্য দেবতা।" তাহলে আমি দেখছি পৃথিবীর মানুষ থেকে একেবারে স্বর্গের দেবতার পদে উন্নীত হয়ে পড়েছি। তা বলে দেখিস্ ভাই গৌরী, খাবার সময় যেন চাল কলার নৈবিদ্যি দিয়ে সারিস্নি, তা হলে ভাই বাঁচবো না কিন্তু।" বলে হিমাংশু হা হা করে প্রাণ খুলে হেসে উঠ্লো। সকলেই সে হাসিতে যোগ দিলে।

তারপর একদিন হিমাংশুর চিঠি পেয়েই ভবেশ এসে হাজির হলো। ভবেশকে হিমাংশু বিশেষ দরকার বলে আস্তে লিখেছিল, কিছু খুলে লেখে নি, আস্তেও কিছু বল্লে না।

সন্ধ্যায় সে পৌছলো, রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করে সকলে শুতে গেল। ভবেশও, তার জন্যে সজ্জিত একটা ঘরে এসে, খাটের ওপরে শুভ্র বিছানায় শুয়ে পড়ে ভাবতে লাগলো, আশ্চর্য্য এই হিমাংশুবাবুরা সকলে, এবং তার ভগ্নিটিও, কত যত্ন-আত্তি করলেন আমায়, আমি যেন তাঁদের কত আপনার জন। পরকে ওঁরা এত যত্ন করছেন আর না জানি আপনার জন যাঁরা তাঁরা আরও কত করবেন। হায় রে! আমি

এমন সব আপনার জন ছেড়ে পরের দেশে কিসের মোহে যে ভুলেছিলুম তা জানিনা, নিজের কর্ম্মদোষে অমন বাপ মাকে হারিয়েছি, অমন যে রূপবতী গুণবতী স্ত্রী কণিকা, সেও কি আর বেঁচে আছে এতদ্দিন, সে যে আমায় কত ভাল বাসতো, ভক্তি করতো, শ্রদ্ধা করতো, সে সব ভুলে গিয়ে নিজের দোষে সব হারালুম। হায় ভগবান! কণিকাকে কি আর ফিরে দিতে পার না, তা'হলে একবার ক্ষমা চেয়ে নিই আমার অপরাধের। ঠিক এমনি সময়ে দরজা ঠেলে খুলে কণিকা এসে ঘরে ঢুক্‌লো, আর আলোটা জ্বেলে দিলে। ভবেশ চেয়ে, কণিকাকে দেখে বিস্মিত হয়ে উঠে বসলো, কণিকা দ্রুত পদে এগিয়ে গিয়ে ভবেশের পায়ে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করে পা দুটি জড়িয়ে ধরে বললে, ওগো একবার চেয়ে দেখো আমি তোমার দাসী কণিকা, তোমায় হারিয়ে কি হয়ে আছি, কত দুঃখে দিন কাটাচ্ছি। আর আমায় দুঃখ দিওনা, তোমার পায়ে স্থান দাও। হিমাংশু দাদা আমার দুঃখে দুঃখিত হয়ে, সব পরিচয় পেয়ে, তোমায় আস্‌তে চিঠি দিয়েছিলেন।

ভবেশ চকিতে উঠে দাঁড়িয়ে ভূলুণ্ঠিতা উপেক্ষিতা স্ত্রী কণিকাকে সাদরে তুলে নিলে, বল্‌লে কণিকা, কণিকা, সত্যি কি ভগবান আমার কাতর প্রার্থনা শুনে দয়াবান হয়ে তোমায় আবার আমার বুকে ফিরিয়ে দিলেন, তবে আমার সব অপরাধ ক্ষমা করো কণিকা। তোমার স্থান তো পায়ে নয়, তোমার স্থান আমার বুকে।

কণিকা হেসে বললে, "নাও আর ক্ষমা চাইতে হবে না, আমরা হিন্দু ঘরের মেয়ে, বৌ, আমাদের কাছে স্বামীর অপরাধ হয়ে থাকলেও তা ক্ষমা করাই আছে।

"তুমি তো ক্ষমা করলে কণিকা, কিন্তু দাদা কি ক্ষমা করবেন আমায়? আমি যে তাঁদের কাছে ভীষণ অপরাধী।

"দাদাকে তুমি চেননা, তাই ও কথা বল্‌ছো, দাদা তাঁর বোনের জন্যে সব করতে পারেন, এমন স্নেহময় দাদা কজন পায়? দাদা ক্ষমা আগেই করেছেন। নইলে আজ আমি আসতুম এখানে তোমার কাছে কি করে। দাদাই দিয়েছেন পাঠিয়ে, তবেই এসেছি না?

এতদিনে আমি নিশ্চিন্ত ও সুখী হলুম, হীরক ফেলে এতদিন কাচ্ খণ্ডের মোহে ডুবেছিলুম, তাই একদিনও সুখী হতে পারিনি। আজ লক্ষ্মী তুমি, আমার সব মলিনতা ধুইয়ে দিয়ে আমায় আবার মানুষ করে তোলো। এখন মনে হচ্ছে আমি আবার সুখী হবো।"

"নিশ্চয় হবে, সতীর প্রার্থনা ভগবান অবশ্যই পূর্ণ করবেন। এসো আমরা এ শুভ দিনে তাঁকে স্মরণ করে তাঁর প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হই। ভবেশ ও কণিকা পাশাপাশি বসে নতশিরে ভগবানকে প্রণাম করলে।

তার পর দিন হিমাংশু বাড়ীতে একটা ভোজ দিলে বন্ধু-বান্ধব যে যেখানে ছিল, সকলেই এসে উপস্থিত হলো।

বিমান মাকে নিয়ে সকালেই এসেছিল ভবেশ বিমানের পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে বিমান তাকে ক্ষমা করে বুকে টেনে নিলে, আর কণিকার হাত ধরে, তার হাতে দিয়ে বল্‌লে, "ভাই ভবেশ, আমার দুঃখিনী বোনটিকে আর দুঃখ দিওনা, সুখী করো, তাহলেই আমি সুখী হবো।"

ভবেশ সাগ্রহে কণিকার হাত ধরলে, দু'জনে এক সঙ্গে বিমানকে প্রণাম করে বল্‌লে, "তাই আশীর্ব্বাদ করুন দাদা। যেন আর বিচলিত

না হই, এবার যেন সুখী হই, ভুল করে, আপনাদের ওপর অবিচার করে, খুব শাস্তি পেয়েছি, এক দিনের জন্যে সুখী হইনি।”

বিমান তাদের দু’জনের মাথায় হাত রেখে সজল নয়নে বললে, “আশীর্ব্বাদ করি, ভগবান তোমায় সুমতি দিন। তোমরা দুজনে সুখী হও, দুঃখের লেশমাত্রও যেন না স্পর্শ করে তোমাদের। ভুল ত্রুটি মানুষ মাত্রেই করে, যে শেষে তা বুঝতে পেরে সাবধান হয়, শুধরে যায়, তার দোষ ক্ষমার্হ।”

ভবেশের মা এসে প্রণত মেয়ে জামাইকে আশীর্ব্বাদ করলেন। তাঁর আনন্দাশ্রু-ধারা তাদের নতশিরে ঝরে পড়তে লাগলো।

হিমাংশু সতীনাথ গৌরীর আনন্দ আর ধরে না। তারা অতিথি অভ্যাগতদের প্রচুর পরিমাণে খাইয়ে দাইয়ে, আমোদ আহ্লাদ করে বিদায় দিলে।

পরদিন বিমানের বাড়ীতেও একটা মস্ত ভোজের সমারোহ পড়ে গেল। সেখানেও সকলে খেয়ে দেয়ে পুনর্মিলিত দম্পতীকে শুভ আশীর্ব্বাদ করে গেলেন। তার পর একদিন শুভ দিনে গৌরীকে ও সতীনাথকে নিয়ে হিমাংশু কলকাতা রওনা হলো। অনেক দিন পরে গৌরীকে পেয়ে হিমাংশুর বাড়ী সরগরম হয়ে উঠ্‌লো। গৌরী ছুটে গিয়ে হিমাংশুর ছমাসের ক্ষুদ্র শিশুটিকে বুকে তুলে নিয়ে তার গলায় হীরের হার পরিয়ে দিয়ে মুখ চুম্বন করলে। গৌরী সতীনাথ এসেছে সংবাদ পেয়ে গৌরীর ঠাকুমা ঠাকুর দাদা শ্বশুর শাশুড়ী ফিরে এলেন কাশী থেকে। মহা সমারোহে হিমাংশুর পুত্রের শুভ অন্নপ্রাশন শেষ হতে সতীনাথ কদিন আমোদ আহ্লাদে কাটিয়ে পাটনায় ফিরে গেল। পথে যেতে যেতে কেবলি

বিদায় বেলায় গৌরীর অশ্রু-সজল মুখখানি তার বুকের দরজায় উঁকি মারতে লাগ্‌লো। ব্যথিত সতীনাথ পাটনায় পৌঁছে, হৃদয় সংযত করে নিজের কাজে মনোনিবেশ করলে। সতীনাথ গৌরীকে পৌঁছন সংবাদ দিলে, তাছাড়া রোজ একখানি করে চিঠি দিতে লাগ্‌লো।

গৌরীকে ছেড়ে এসে সতীনাথের দিন এমনি করেই কাটতে লাগ্‌লো।

কণিকাকে নিয়ে ভবেশ তার নূতন কর্ম্মস্থানে চলে গেছে। বিমান এসে সতীনাথের সঙ্গে গল্প করে, তাঁকে প্রফুল্ল রাখে, সে এলে সতীনাথের সময়টি বেশ কাটে।

তারপর যথাসময়ে গৌরীর একটি পুত্র-সন্তান হওয়ার সংবাদ এলো. সেদিন সতীনাথ পুলকিত হৃদয়ে বন্ধু বান্ধবদের এনে প্রচুর পরিমাণে খাইয়ে দিলে। সকলে নবজাত শিশুর দীর্ঘ জীবন কামনা করে ঘরে ফিরলেন।

অনাথও প্রায়ই আসে সতীনাথের খোঁজ খবর নিতে। তার বিমর্ষ ভাব দেখে খুসী হয়। একদিন সে সতীনাথকে বল্‌লে আপনি অমন করে বিমর্ষ হয়ে থাকেন, বৌদিদি নেই একলাটী, ওতে আপনার শরীর খারাপ হতে পারে। চলুন আমার বাড়ী একটু গান বাজনা শুন্‌বেন। সতীনাথ গান-বাজনার ভারি ভক্ত। সে তার কথামত তার বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলো। তারপর অনাথ বিমল ও অমলাকে ডেকে এনে সতীনাথের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললে "বৌদিদির সঙ্গে এঁদের খুবই বন্ধুত্ব সতীনাথবাবু, আজ আপনার সঙ্গেও পরিচয় হয়ে রইলো। এইবার অমলা তুমি এঁকে একটি গান শোনাও। ইনি যখন আমার দাদার মত তখন ইনি তোমার কাছে আমার মতই আদর

যত্ন পাবার অধিকারী, তা'ছাড়া ইনি তোমার বন্ধুর স্বামীও বটেন। বলে অনাথ হাসতে লাগ্‌লো।

সতীনাথও হাস্‌লে। তখন অমলা ভগ্নীপতির অনুরোধ এড়াতে না পেরে মৃদুহেসে হারমনিয়ম সহযোগে তার সুমধুর কণ্ঠে একটি গান গেয়ে সতীনাথকে শোনালে। গান শেষ হতে অনাথ বললে কেমন লাগলো দাদা ?"

"বেশ সুন্দর, ওঁর গলাটি ভারি মিষ্টি।

"ওকি দাদা, অমলা আমার ছোট শালী, ও ছোট বোনের মত, ওকে আবার উনি তিনি কেন ? ওকে তুমি বলবেন। বৌদিদি ওকে বড় ভাল বাসেন ও স্নেহ করেন।

সেদিন রাত্রে অনাথ সতীনাথকে না খাইয়ে ছাড়লে না। তার পর থেকে সতীনাথকে সে প্রায়ই ধরে আন্‌তো, অমলার গান শোনাতো, তার পর খাইয়ে দাইয়ে ছাড়তো। এমনি করে সতীনাথ এই পরিবারের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌লো। ক্রমে ক্রমে সতীনাথ রোজই তাদের বাড়ী যেতে সুরু করলে, তাদের অনুরোধে পড়ে। অনেক রাত অবধি গল্প সল্প করে অমলার একখানি গান শুনে তবে বাড়ী ফেরে।

অনাথ সতীনাথের কাছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব খবর নেয় সব গল্প শোনে, এমনকি গৌরী কি লেখে কি বলে কিছুই বাদ যায় না। অনাথ জানলে গৌরী প্রায়ই বিমানকে চিঠি লেখে।

শুনে সে সতীনাথেক বল্‌লে "এটাকি ভাল দাদা যে বৌদিদি একজন অপর পুরুষ মানুষকে চিঠি লেখেন, এটা আপনি পচ্ছন্দ করেন। আমি কিন্তু করিনা মোটেই।

অন্য কাউকে হোলে বোধ হয় পছন্দ করতম না, শুধু বিমানকে বলেই অপছন্দ করিনা, কারণ বিমান আমার নিজের ভাইয়ের মত। সে আমার স্ত্রীকে মায়ের মত ভক্তি করে শ্রদ্ধা করে। তাছাড়া গৌরী তাকে আলাদা চিঠি কোন দিনও দেয়না, আমার চিঠির ভেতর থাকে চিঠি। বিমানও জবাব দেয় আমার মারফৎ। পত্রেতো কোনই দোষ নেই অনাথবাবু, তাই আমার কোন আপত্তি নেই। বিমানকে আমার ছোট ভায়ের মতই আমি স্নেহ করি, ভালবাসি। সেও আমাকে বড় ভায়ের মতই মান্য করে।

"সে কথা ভালই, তবে কি জানেন, সাবধানের মার নেই।"

সে কথা ঠিক। তবে এর ভেতর সাবধানের কিছু নেই। যাক্ ও সব কথা, এখন অমলাকে ডাকুন, একটা গান শুনি।"

সতীনাথের ওসব আলোচনা ভাল লাগছিলনা। অনাথের এ সব অনধিকার চর্চ্চা কেন, তাই শুধু ভাবছিল সে।

তারপর একদিন সতীনাথ কাছারী থেকে ফিরে এসে জল টল খেয়ে বিশ্রাম করছে এমন সময় অনাথ এসে হাজির। একথা সে কথা নানা গল্প করার পর সে বললে "জানেন সতীনাথদা যা বলেছি তাই, বিমান বাবুর একখানা বই পড়তে এনেছিলুম চেয়ে। পড়তে পড়তে দেখি তার ভেতর বৌদিদির নাম স্বাক্ষর বিমান বাবুর চিঠি। এখানা অবশ্য আপনার মারফৎ আসেনি, আশাকরি।" বলে সতীনাথের হাতে একখানা রঙীন কাগজে লেখা চিঠি দিলে, এসেন্সের গন্ধে ভুর ভুর করছে চিঠিটা।

সতীনাথ চিঠিটা নিয়ে পড়লে। তাতে লেখা, "প্রিয় বিমান, তোমার

ভালবাসাপূর্ণ চিঠি পেয়ে তৃপ্তি লাভ করলুম, চিঠি দিতে দেরী করো না, কতদিনে যে আবার তোমার কাছে যাবো, তোমায় দেখ্‌তে পাবো তাই কেবল নিশি দিন ভাবি! দাদা যে এখন শীগ্‌গীর যেতে দেবেন তা মনে হয় না। কিন্তু এখানে আমার আর মোটেই ভাল লাগ্‌ছে না। কতদিনে যেতে পারবো, কেবলি দিন গুন্‌ছি। তুমি ওঁকে আমায় নিয়ে যাবার কথা জিজ্ঞেস করো। ভালবাসা নিও ইতি—

তোমার গৌরী

সতীনাথের চিঠি পড়া শেষ হতেই চিঠিটা হাত থেকে পড়ে গেল, সে ইজিচেয়ারে শুয়ে চোখ বুঝলে। সে বুকে দারুণ আঘাত পেলে, এযে গৌরীর হস্তাক্ষরেইলেখা বিমানকে, এর আগে তার বুকে বজ্রাঘাত হোল না কেন? হায় নারী, তোরা কি এমনি বিশ্বাসঘাতিনী, মুখে এক, কাজে আর! তার চোখের কোলে জল এলো। সে যে গৌরীকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। একি তার প্রতিদান!

সতীনাথকে নির্ব্বাক দেখে অনাথ বললে "কি হলো দাদা, এ কি বৌদিদির চিঠি নয়?"

সতীনাথ বললে "হ্যাঁ অনাথ এ তারই হাতের লেখা চিঠি,—এ চিঠি সে আলাদা পাঠিয়েছে—বিমানকে। কিন্তু এ চিঠি স্বচক্ষে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছি না যে এ গৌরীর হাতের লেখা চিঠি।"

"তাই তো সতীদা,বৌদিদির ব্যবহারে তো কিছু বোঝা যেত না ভেতরে এত গলদ আছে, তিনি তো আপনাকে দেবতার মত ভক্তি করেন, রোজ পা ধুয়ে জল খেতেন শুনেছি। তিনি যে আপনাকে লুকিয়ে অপর পুরুষকে এমন চিঠি লিখতে পারেন এ যে স্বপ্নের অগোচর। এ যে

অসম্ভব। তবে অসম্ভবই বা বলি কি করে বলুন। পৃথিবীতে অসম্ভব কিছুই নেই। আর তাছাড়া ও স্ত্রী-চরিত্র বোঝা ভার, ও দেবতারাই পারেন না, তা আমরা মানুষ কোন্ ছার। যাই হোক্ আপনি এমনভাবে শুয়ে পড়লেন সতীদা ; ফেলে যেতে মন সরছে না, চলুন আমার সঙ্গে. একটু বেড়িয়ে এলে, মনটা সুস্থ হবে।

"নানা অনাথ, মাথা ঘুরছে আমার। গৌরীরাণী এমন, এ যে অসম্ভব, এ হোতে পারে না—পারে না—পারে না, এ সবকথা এখনি তাকে লিখে জানাবো। যাই আমি।"

"ছি, ছি, আপনি একেবারে ছেলে মানুষ দেখ্‌ছি, যদি সত্যিই হয়, তা তাঁকে লিখ্‌লে, তিনি স্বীকার করবেন কেন? বরং আরো সাবধান হয়ে যাবেন। তার চেয়ে আপ্‌নি ভেতরে ভেতরে ভাল করে খোঁজ খবর নেবেন, ওদের দু'জনকে জানতে না দিয়ে।

সতীনাথ অনাথকে বিদায় দিয়ে শুয়ে রইল। এমন সময় বিমান এসে তাকে শুয়ে থাকতে দেখে কুশল প্রশ্ন করলে। গৌরীকে আনতে বললে। সতীনাথ আরো বিরক্ত হ'য়ে উঠে, হ্যাঁ হুঁ দিয়ে সারলে, বিমান কারণ কিছু বুঝতে না পেরে ক্ষুণ্ণ হয়ে চলে গেল। সে চলে যেতে সতীনাথ ভাব্‌লে, এমন যে দেবতুল্য বিমান এর ভেতরেও পাপ, এতো দেখে মনে হয় না, কি পবিত্র নির্ম্মল মুখখানি, আমায় অসুস্থ ভেবে কত ব্যাকুলতা, এ কি সব ছলনা হোতে পারে? হোতে পারে না, কি করে বলি, জগতে সবি সম্ভব, সবি হতে পারে।

ক্রমে ক্রমে অনাথের চক্রান্তে সতীনাথের মনে বিমান ও গৌরীর প্রতি বিরাগ এলো। সে আর বিমানের সঙ্গে মিশতো না, তার আসা

পছন্দ করতো না। বিমান বুঝতে পেরে আসা ছেড়ে দিলে। সতীনাথ গৌরীকে চিঠি লেখা ছেড়ে দিলে। নেহাৎ তাগাদা এলে, একখানা লিখে জানাতো যে কাজের বড় ভীড়। গৌরী আসবার কথা লিখতে, লিখলে কচি ছেলে নিয়ে আসবে, দিন কতক পরে আমি গিয়ে তার অন্নপ্রাশনের পরে নিয়ে আসবো।

গৌরী বিস্মিত হয়ে ভাবে, একি হ'ল তাঁর। একদিন চিঠি দিতে দেরী করলে, যিনি অভিমান করেন, রোজ যাঁর চিঠি পাওয়া চাই-ই, তাঁর আজ চিঠিই আসে না, তাগাদা দিলে তবে একখানি আসে। যাঁর কাছ থেকে নিয়ে যাবার জন্যে তাগাদা আসছিল, তাঁর একি পরিবর্ত্তন! এর মধ্যেই তাঁর গৌরীর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল। একদিন যাঁকে না দেখে থাকতে পারতুম না, তাঁকে ছেড়ে ৪।৫ মাস কেটে গেল। কি যে হলো তাঁর কিছু তো বুঝতে পারছি না। রোজ চিঠি আসতো আমার, সবাই কত হাসতো ঠাট্টা করতো। আর আজ? গৌরীর চোখ দুটি অভিমানে জলে ভরে ওঠে, ভাবনায় চিন্তায় গৌরী দিন দিন মলিন হয়ে পড়ছে দেখে হিমানী ও তার বন্ধুরা বলে "দিন দিন এমন শুকিয়ে যাচ্ছ কেন ভাই, সতীনাথ বাবুর চিন্তায় নাকি?" গৌরী ম্লানমুখে হাসে।

হিমানী বলে" সত্যি এমন শুকিয়ে যাচ্ছ কেন ভাই? যাবে নাকি পাটনায় ঠাকুরজামাইয়ের কাছে? মন কেমন করছে বুঝি বড্ড?"

গৌরী বলে "না বৌদিদি, এখন যাবো না, তিনি খোকার ভাত দিয়ে নিয়ে যাবেন, আমায় লিখেছেন।

"সে তো ভাল কথা, খোকার ভাতের খাওয়াটাই বা মারা যায় কেন আমাদের?"

"কেন বৌদিদি, সেখানে হলে যেতে না নাকি ?

"কেন যাবোনা, অবশ্য যাবো, নিমন্ত্রণ পেলেই যাবো। যাই হোক ঠাকুরঝি হঠাৎ তোমার চিঠি আসা কমে গেছে কেন বলতো।"

"কাজ পড়েছে বেশী তাই লিখ্‌তে সময় পান না।

"তা নয় ভাই, ভেতরে কি গলদ হয়েছে, চিঠিতেও সে উচ্ছ্বসিত ভাব নেই, কমে গেছে।"

"বয়েস হচ্ছে, ছেলেপিলে হলো, আরও উচ্ছ্বসিত ভাব থাকবে না কি ? কি যে বল বৌদিদি ! তা ছাড়া তুমি জান্‌লে কি করে বলতো, চিঠি চুরি করে পড়েছ বুঝি ?"

"কাজেই, তোমার ভাব দেখে মনে হলো, কি মনোমালিন্য হয়েছে বুঝি দুজনের, তাই চুরি করে দেখতে হলো।"

"যাই হোক এখন তো নিশ্চিন্ত হয়েছ জেনে যে মনোমালিন্য হয়নি কিছু।" তা হয়নি বটে, কিন্তু ঠাকুর-জামাইয়ের ভাব্‌টা যেন আড়ো আড়ো ছাড়ো ছাড়ো মত। গুডফ্রাইডের ছুটিতেও লেখা হলো আস্‌তে, কাজের ওজর জানিয়ে এলেন না। কি যে হলো কিছু বুঝতে পারছি না। লুকিও না ঠাকুরঝি বলো খুলে কি হয়েছে তাঁর। তোমার বিমর্ষ মুখখানি দেখে ইনি দুঃখ পান, তাই আমার এ গোয়েন্দাগিরি।"

"তা জানি বৌদিদি, দাদা আমায় বড় ভালবাসেন, তাঁকে ফাঁকি দেওয়া চলে না। সত্যি আমারও ভাবনা হয়েছে বড়, একাটি আছেন। যাই হোক আসছেন তো শীগিগ্‌র, খোকার ভাতে, তখন সব জানা যাবে। আর কটা দিনই বা।

এধারে সতীনাথের মনেও সুখ নেই, শান্তি নেই, কি এক অশান্তিতে

মন পরিপূর্ণ হয়ে থাকে ? খেয়ে শুয়ে বসে সোয়াস্তি নেই। অনাথ এ সময়ে ঘন ঘন আসে, খোঁজ খবর নেয়। খাবার দাবার করে এনে জোর করে খাইয়ে যায়। জোর করে ধরে বাড়ীতে নিয়ে যায়। অমলা সতীনাথকে দাদা বলে ডাকে, আপন জনের মতই কথাবার্ত্তা কয়, গৌরীকে আনাবার জন্যে অনুরোধ করে। অনাথও একদিন বললে "সতীদাদা এমন করে একা একা কত দিন থাকবেন, বৌদিদিকে আনুন।"

সতীনাথ রাগত হয়ে বলে "তার নাম করে না, তাকে আমি আর আনবো না এখানে।" "সেটা কি ভাল দেখাবে লোকেই বা কিবলবে ?"

"কেন লোকের তাতে কি ? আমি আন্‌ছিনা আমার স্ত্রীকে, তাতে তাদের কি ?

"পরের স্বভাব সব কথায় কথা কওয়া, পরের ভাল তারা দেখতে পারেনা। বৌদিদিকে আনেননি, আমার বাড়ী যান আসেন, লোকে বল্‌তে সুরু করেছে এত কিসের ঘনিষ্ঠতা অনাথের সঙ্গে। বোধ হয় ওর শালীটির উপর লোভ পড়েছে, তাকে বিয়ে করবে। এ সব শুনে আপনার কোন ক্ষতি নেই কিন্তু আমার বড় ভাবনা হয়েছে,আমার শালীটির কি করে বিয়ে দেবো। একে ছাপোষা মানুষ, তায় এই সব জনরব উঠলে কেউ কি আর বিয়ে করবে ওকে। কি করি বলুন দেখি দাদা, আমার বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছে।

সতীনাথ বললে "আমি আজ থেকে আর তোমার ওখানে যাবোনা।"

"এখন আর না গেলে কি হয়। যা রটবার তা ত রটে গেছে। এখন যে কি করি, তাই ভাব্‌ছি।"

"তবে উপায় ?" "একমাত্র উপায়, যদি দয়া করে আপনি আমার শালীটিকে পায়ে স্থান দেন।"

"সে কি অনাথ, সে যে অসম্ভব, আমি যে বিবাহিত।

"তা হলেই বা, দুটো বিয়ে তো আমাদের ঘরে হাজার হাজার হচ্ছে। তাতে কিছু আটকায় না। এতে আমারও মান সম্ভ্রম রক্ষা হয়। কে জানে এমন হবে, তাহলে আগে থেকে সাবধান হতুম।" "আচ্ছা এটা ভেবে দেখে যা হয় ব্যবস্থা কর্‌ব এখন পরে।" এর আর ভাবাভাবির কি আছে বলুন।" "আচ্ছা ক'ল্‌কাতায় যাচ্ছি পরশু, ফিরে এসে যা হয় হবে।"

তা ছাড়ছিনা দাদা আপনাকে, কথা দিয়ে যান, এসে বিয়ে করবেন। নইলে ও হতভাগিনীর বিয়ে হবে না। তাছাড়া অমলা আপনার সকল রকমেই উপযুক্ত।" "তাকি আমি জানিনা অনাথ, আচ্ছা আমি কথা দিচ্ছি, এসে ওর বিয়ের চেষ্টা করবো,- যদি না হয় আমি ওকে বিয়ে করবো।"

"নিশ্চিন্ত হলুম, সতীনাথ দাদা, কি বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাবো তবে একটু কাগজ কলমে লিখে দিন আমায় ; সতীনাথের আপত্তি সত্বেও পীড়াপিড়ি করে অনাথ সতীনাথের প্রতিশ্রুতি লিখিয়ে নিয়ে কার্য্য সিদ্ধি করে বাড়ী ফিরলো।

সতীনাথ বাড়ী থেকে খোকার অন্নপ্রাশনে উপস্থিত হবার জন্যে চিটি পেয়ে কলকাতায় রওনা হলো। কল্‌কাতায় বাড়ী ভাড়া করে সতীনাথের বাপ মা বাস করছিলেন। সে সেখানে এসে নামলো। গৌরীর সঙ্গে দেখা হতে সে বললে "একি চেহারা হয়ে গেছে তোমার অসুখ বিসুখ

করেছিল নাকি?" "কাজের ঝঞ্ঝাটে পড়ে চেহারা খারাপ হয়ে গেছে। যে খাটুনী, তায় লোকজনের হাতে ব্যবস্থা।"

"আমি যেতে চেয়ে ছিলুম, যেতে বারণ করে পাঠালে।" তোমার শরীর ভাল ছিল না তাই বারণ করেছিলুম যেতে। তোমার চেহারাও তো ভাল দেখ্ছি না।" "খোকা হবার পর থেকে শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। তাছাড়া তুমি এতদিন নিয়ে গেলে না, নিজেও এলেনা, মনে সুখ না থাকলে চেহারা ভাল হয় কখনও। চিঠি পত্তর লেখাও তো ছেড়ে দিয়েছিলে! কারণ কি বলোতো।

"কাজে কর্ম্মে ব্যস্ত থাকায়, সময় হয়ে উঠতো না। কই খোকা-বাবুকে দেখালে না?"

"ওই যে মশারির ভেতর ঘুমুচ্ছে, উস্‌খুস্ করছে, তুলে আনি।" বলে গৌরী তাড়াতাড়ি সদ্য ফোটা গোলাপের মত সুন্দর ফুট্ ফুটে ক্ষুদ্র শিশুটীকে বুকে করে এনে সতীনাথের কোলে দিলে। শিশুটাকে বুকে নিতে সতীনাথের কি এক অনির্ব্বচনীয় পুলকে বুক ভরে উঠলো, সে শিশুর মুখচুম্বন করলে।

গৌরী হাসি মুখে বল্‌লে—"ও ঠিক তোমার মত সুন্দর হ'য়েছে, ওর মুখখানি ঠিক তোমার মত, তাই ওর মুখে তোমার ছবি দেখে বেঁচে আছি এতদিন তোমায় ছেড়ে।"

সতীনাথ বললে "না গৌরী, ও তোমার মতই সুন্দর হয়েছে।"

"বেশ তবে ও আমাদের দু'জনের মতই সুন্দর হয়েছে কি বলো।"

এবার বিবাদ মিট্‌লো তো! বলে গৌরী হেসে উঠ্‌লো।

সতীনাথ তার হাস্যোজ্জ্বল মুখখানির দিকে চেয়ে ভাবলে এত

সুন্দর মুখখানি, সে কি কখন বিশ্বাসঘাতিনী হতে পারে ? সব মিথ্যা, এ আমারই ভ্রম। ছি ! ছি ! আমি কি না এই গৌরীকে ছেড়ে আবার বিয়ে করতে যাবো। আমায় সহস্র ধিক।

গৌরী বললে "কি ভাবছ তুমি, তোমার মনে একটা কি হয়েছে, আমি বেশ বুঝতে পারছি। সতী স্ত্রী স্বামীর গোপন ব্যথাটিও বুঝতে সক্ষম হয়। তুমি না বললেও আমি তা বুঝতে পারছি।

সতীনাথ হেসে বল্‌লে—"তবে তুমিই বুঝে নিও। এই যে খোকা জেগে বেশ হাত পা নেড়ে খেলা করছে। ভারি ভাল লাগছে আমার।"

"আমার ও ভারি ভাল লাগছে। কতদিনে তোমার কোলে ওকে তুলে দিতে পারবো, ওকে তোমায় দেখাতে পারবো, এই ভাবনায় আমি অস্থির হয়েছিলুম। এতদিনে মনো বাসনা পূর্ণ হলো। এর চেয়ে স্বর্গ সুখ কি বেশী ? তাতো মনে হয় না। স্ত্রীলোকের স্বর্গ স্বামী পুত্রই।" বলে গৌরী সতীনাথের পদধূলি মাথায় নিলে। গৌরীর সেই অশ্রু সজল পবিত্র মুখখানির দিকে চেয়ে সতীনাথ সব ব্যথা বেদনা ভুলে গিয়ে সাদরে গৌরীর হাত ধরে পাশে বসিয়ে তার কোলে খোকাকে তুলে দিয়ে, কিছুক্ষণ সেই মাতৃমূর্ত্তির দিকে চেয়ে রইলো।

তারপর শুভদিনে খোকাবাবুর অন্নপ্রাশন শেষ হয়ে গেল। সতীনাথের ছুটী ফুরতে সতীনাথ পাটনা যাবার জন্যে প্রস্তুত হলো, হিমাংশু বল্‌লে—"গৌরীর শরীর এখানে ভাল থাক্‌ছে না, ওকে পাটনা নিয়ে যাও, চেঞ্জ হলেই শরীর সেরে যাবে।

সতীনাথ আপত্তি করবার সময় পেলে না। কাজেই গৌরীকে নিয়েই

সে রওনা হলো। অনাথের সঙ্গে সব গোলমাল মিটিয়ে ফেলে তার গৌরীকে নিয়ে যাবার ইচ্ছে ছিল, কার্য্যক্ষেত্রে আর তা ঘটে উঠ্‌লো না।

যা হোক্ যথাসময়ে সতীনাথ গৌরীকে নিয়ে পাটনায় এসে উপস্থিত হলো। অনাথ গৌরীকে আসতে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেল, নিজের অভিসন্ধি-সিদ্ধির পথে বাধা উপস্থিত দেখে, সে চিন্তিত হয়ে পড়লো। সতীনাথ এসেই জান্‌তে পারলে যে পাটনা সহরসুদ্ধ সকলেই জেনে গেছে যে সে অমলাকে বিয়ে করবে। গৌরীরও এ কথা শুনতে বিলম্ব হোলনা। সে একথা শুনে মর্ম্মাহত হয়ে বিছানা নিলে। সতীনাথ তার অবস্থা দেখে বড়ই মনে আঘাত পেলে। সে যে কি করবে ভেবে পেলে না। তখন সে গৌরীর কাছে অকপটে সব খুলে বল্‌লে।

সব শুনে গৌরী কাতর হ'য়ে বল্‌লে—"কি করে তুমি তোমার একান্ত অনুগতা গৌরীকে অবিশ্বাসিনী ভাবলে গো, গৌরী মরবে, তবু অবিশ্বাসিনী হবে না, এটা স্থির জেনো। একটু জানালে না কেন আমায়, তাহলে এমন করে তোমায় ওই অনাথ বাবুর ফাঁদে পড়তে হতো না। ওকে ওই জন্যেই কেমন আমি পছন্দ করতুম না, সামনে বেরতুম না। আগে থেকেই আমার মন জানতে পেরেছিল, একটা কি দুর্ঘটনা ঘটেছে। অমলার বাবা যে অনেক টাকা রেখে গেছেন তার জন্যে, আমি জানি তা, সব অনাথ বাবুর হাতবার চেষ্টা, আর জুয়াচুরী করে অমলাকে গছাবার চেষ্টা। ওর স্ত্রী খুব ভাল মানুষ। অমলাও খুব ভাল মেয়ে। ওই লোকটাই বদ। ওই জাল করে চিঠি দেখিয়েছে

তোমায়।” সতীনাথ অনুতপ্ত হয়ে বিমানকে ডেকে পাঠালে। সে আসতে, চিঠি দেখিয়ে তাকে সব খুলে বললে, আর বল্‌লে “এ সব অনাথের কারসাজি এখন বুঝতে পার্‌ছি।”

বিমান চিঠি পড়ে আশ্চর্য্য হয়ে বললে “এ কি সতীদাদা, বৌদিদির হাত থেকে এমন চিঠি বেরুতে পারে, আপনি বিশ্বাস কর্‌লেন কি করে? সে বইও পড়তে নেয়নি, চিঠিও তাতে ছিলনা, আগাগোড়া সব সাজানো। চিঠি—জাল চিঠি। এমন নকল করেছে যে আপনাকেও বিচলিত করেছে। বৌদিদি—বৌদিদিকে যে আমি মা হতে ভিন্ন চোখে দেখিনি কোনদিন সতীদাদা, তাকি আপনি জানেন না।

“সবি জানি ভাই, ওই অনাথ নানারকম বুঝিয়ে মাথা খারাপ করে দিয়েছিল। আমি সব জানাতে চাইলে, ও বারণ করে ভুল বুঝিয়ে, নইলে তোমাদের ওপরও বিশ্বাস হারাই?”

“আর একি শুনছি দাদা, আপনি নাকি আবার অমলাকে বিয়ে করছেন। সতীনাথ বিমানের দুটি হাত ধরে বললে “সেও অনাথের মার প্যাঁচে,তার হাতের ভেতর পড়ে গেছি। আমার মাথার ঠিক নেই, তুমি বাঁচাও ভাই আমায় আর তোমার বৌদিদিকে।”

গৌরী বললে ঠাকুরপো একদিন বলেছিলে রৌদিদি তোমার সুখের জন্যে আমি প্রাণ দিতে পারি।

আজ আমাদের এই বিপদ থেকে রক্ষা করে, আমার প্রাণ বাঁচাও ভাই।” বলে গৌরী কেঁদে ফেললে। বিমান বললে “চুপ করুন বৌদিদি, এর একটা বিহিত আমি করবোই, আমার কথার যে একটা দাম আছে, তা দেখাবো আপনাকে, এই বলে রাখলুম। যাই এখন তবে। দেখি

করতে পারি।" সতীনাথ বললে "বিমান, ভাই আমার অপরাধ ক্ষমা কর না বুঝে তোমার মত ভাইকে কষ্ট দিয়েছি। তোমার সঙ্গে দেখা না করে, অব্যবহার করে।"

তার জন্যে দুঃখিত হবেন না দাদা, ছোট ভায়ের কাছে কি বড় ভায়ের কোন অপরাধ হতে পারে?

এখন আসি দাদা, বৌদিদি আপনিও নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি অচিরেই এর ব্যবস্থা করছি।" বলে বিমান চলে গেল।

সতীনাথ বললে "গৌরী, তুমি আমায় ক্ষমা করো, এমন তুমি দেবীর মত স্ত্রী তাকেও আমি অবিশ্বাস করেছি। গৌরী মৃদুহেসে বল্‌লে তোমার অপরাধ কি, সবি আমার কর্ম্মফল। দেখছি যে এখনও আমার কর্ম্মফলের জের শেষ হয়নি।"

সতীনাথ সাগ্রহে গৌরীর হাতদুটি ধরে বললে "গৌরী প্রাণ দিয়েও যদি এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারতুম। সে যাহোক এখন অনাথের হাত থেকে রেহাই পেলে বাঁচি।"

"সেই ভাবনায়ই তো অস্থির হয়ে রয়েছি আমি" বলে গৌরী একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

তারপর থেকে গৌরী একেবারে রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লো। একে শরীর তার কাবু ছিলই, তার ওপর নানা ভাবনা চিন্তা আশঙ্কায় তার শরীর ভেঙে পড়লো। গৌরীর অসুখের খুব বাড়াবাড়ি হয়ে উঠলো। সতীনাথ আহার নিদ্রা ত্যাগ করে গৌরীর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে, প্রাণ ঢেলে সেবা করতে লাগলো। বিমানও তার সহায়তা করতে লাগলো। বিমানের মাও সব সময় আস্‌তেন। কণিকাও

সে সময় এসেছিল এখানে, সেও এসে দেখা শোনা করতো। সকলেই আস্‌তো, আসতো না শুধু বিমলা ও অমলা। তারা লজ্জায় গৌরীর কাছে আসতে পারতো না। অনাথের জন্যে তাদের মুখ দেখাতে লজ্জা হতো তবু তারা ছট্ ফট্ করতো গৌরীর সংবাদ জানবার জন্যে। তারা যে বড় ভাল বাসতো গৌরীকে। সংবাদ পেয়ে হিমাংশু ও হিমানী এসে উপস্থিত হলো। হিমাংশু যমের সঙ্গে যুদ্ধ করে গৌরীর প্রাণটুকু ফিরিয়ে আনলে, তার শরীর ভারি দুর্ব্বল, রক্ত দিতে হবে তার শরীরে। সতীনাথ সাগ্রহে বললে "আমি, আমি রক্ত দেবো দাদা, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো" বলে সে কেঁদে ফেললে। হিমাংশু তাকে প্রবোধ দিয়ে তার রক্ত নিয়ে গৌরীর শরীরে পরিচালনা করে দিলে। গৌরী ক্রমে ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলো। সতীনাথও একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, সেও সেরে উঠলো। তারপর গৌরী বেশী সুস্থ হয়ে পথ্য করতে, হিমানী একদিন বললে ভাই ঠাকুরঝি, ঠাকুরজামাই আহার নিদ্রা ত্যাগ করে যে সেবাটা করেছেন তোমার অক্লান্ত ভাবে, এমন দেখিনি। ইনি বলছিলেন যে এ যাত্রা ওঁর সেবা গুণেই তোমায় বাঁচিয়ে তুলতে পেরেছেন তোমার দাদা। আর ঠাকুর জামাই নিজের রক্ত দিয়েছেন। তোমার শরীরে রক্ত দেবার জন্যে তাঁর কি আগ্রহ! পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দিন আমায় একথা তোমার দাদাকে বলতে বলতে কেঁদেই ফেললেন।

"সত্যি বৌদিদি? জানতুম না এসব কথা, বলেননি কই কিছু। এমন স্বামী পাওয়া ভাগ্যের কথা। আশীর্ব্বাদ করো বৌদিদি, স্বামীর কোলে মাথা রেখে যেন যেতে পারি।" "সত্যিই তুমি সৌভাগ্যবতী ঠাকুরঝি,

এখন আগে বুড়ী হও, তখন স্বামীর কোলে মাথা রেখে ম'রো আশীর্ব্বাদ করছি। এর বাড়া আশীর্ব্বাদ মেয়ে মানুষের নেই।"

"আচ্ছা বৌদিদি সব শুনেছ বোধ হয়।"

"হ্যাঁ শুনেছি, তুমি ভেব না ঠাকুরঝি, তোমার দাদা সব মিটিয়ে দিয়ে যাবেন। ঠাকুর-জামাই আসছেন যাই আমি।" বলে হিমানী চলে গেল।

সতীনাথ এসে ঘরে ঢুকে ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে "আজ কেমন আছ গৌরী ভাত খেয়ে? কোন অসুখ করে নি তো আর? যে ভাবনা হয়েছিল আমার। ভাবলুম বুঝি আমার পাপের প্রতিফল হাতে হাতে দিলেন ভগবান, তোমাকে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে। সে যে আমি সইতে পারতুম না গৌরী।" বলতে বলতে তার চোখ দুটি ছল-ছলিয়ে এলো। গৌরী হাসিমুখে সতীনাথের হাত ধরে পাশে বসিয়ে বললে "ভাত খেয়ে ভালই আছি। মরি নি যখন তখন আর ভাবনা কি তোমার। তুমিই তো মরতে দিলে না, নিজের রক্ত দিয়ে আমায় বাঁচালে।

"কে বললে গৌরী।"

"বৌদিদি বলছিল এতক্ষণ। এত ভালবাসো যদি, তবে তোমার গৌরীকে ভুলতে বসেছিলে কেন? চিঠি না দিয়ে কি ভাবাতে বল তো!"

"সে অপরাধ তো স্বীকার করেছি গৌরী। বললুম তো আমার ভ্রমে পড়ে মতি বিগড়ে গেছলো। নইলে তোমায় অবিশ্বাস করি আমি!

গৌরী বললে "থাক্ সে কথা, তুমি কেমন আছ—রক্ত দিয়ে, শরীর দুর্ব্বল হয় নি তো?"

"তা একটু হয়েছিল বই কি। দাদা ওষুধ দিতে সেটুকু সেরে গেছে এখন। ভাবনা ক'র না কিছু ছুটির দরখাস্ত করতে যাচ্ছি। তোমায় নিয়ে চেঞ্জে যাবো দাদা বলেছেন। খোকা কোথা, দেখছি না ত ?

সে বৌদিদির কছে আছে "

"আমি তাহ'লে এখন আসি।" "এসো"

সতীনাথ আফিসে চলে গেল।

ক্রমে গৌরী বেশ সুস্থ হয়ে উঠ্‌লো। তখন চেঞ্জে যাবার যোগাড় হতে লাগ্‌লো। এমন সময় একদিন অনাথ সতীনাথকে পথে ধরে বললে "কি রকম সতীনাথদা আপনি না কি বৌদিকে নিয়ে চেঞ্জে যাচ্ছেন ?" এখন অমলার সঙ্গে বিয়ের কি করছেন বলুন ."

"অনাথ তুমি যে জোয়াচুরী করে আমার মন ভাঙিয়ে ছিলে, সে সব ধরা পড়ে গেছে। এখন আর ধাপ্‌পা বাজীতে চল্‌বেনা, গৌরীর ওপর মন বিগড়ে দিয়ে সেই অবকাশে অমলাকে আমায় গছাতে চেষ্টা করেছিলে।"

"সে কি, সতীদাদা, আপনাকে ভাল মানুষ পেয়ে সব ভুল বুঝিয়েছে তারা,ও সব বিশ্বাস করবেন না।" "কি বলছ তুমি অনাথ, আমার সামনে আমার আপনার জনদের মিথ্যাবাদী বলতে মুখে বাধছেনা, দূর হও আমার সামনে থেকে।"

"বটে এতদূর সতীনাথ বাবু, আমিও সহজে ছাড়বো না। আদালতে সাক্ষাৎ হবে।"

"কে কাকে আদালত দেখায় শুনি একবার। বলতে বলতে বিমান এসে পাশে দাঁড়ালো।

সতীনাথ বললে" "অনাথ আমায় দেখাচ্ছে আদালতের ভয়, যদি আমি অমলাকে না বিয়ে করি।"

"বটে এত বড় স্পর্দ্ধা আপনার, আপনার ভদ্রলোক বলে পরিচয় দিতে লজ্জা করে না একটু? ভদ্রলোকের নামে ভদ্রলোকের মেয়ের নামে সব মিছিমিছি জাল চিঠি রচনা করে যা পাকিয়ে তুলেছেন আপনি, আপনাকেই জেলে দেওয়া উচিত। কেন এসব করেছেন বলুন আমাকে।"

"আমি কথা কইছি সতীনাথ বাবুর সঙ্গে, আপনি কথা কইছেন কেন গায়ে পড়ে?"

"এই জন্যে কইছি, যে আপনি আমাকেও ছেড়ে কথা কননি। জানেন আপনাকেও আমি টের পাওয়াতে পারি, ওই জাল চিঠির জন্যে; যে চিঠি লিখে দিয়েছিল, তাকে বার করেছি আমি, সে সাক্ষী দেবে আপনার বিরুদ্ধে, জানেন তা?

এখন ও সব ধাপ্পাবাজী রেখে কি বলছেন তাই বলুন খুলে। আমতা আমতা করে অনাথ বললে "সতীনাথ বাবু অমলার সঙ্গে মেলা মেশা করায় তাকে আর কেউ বিয়ে করতে চাইছে না, তাই সতীনাথ বাবু তাকে বিয়ে করবেন বলে কথা দিয়েছেন আমায়; তাছাড়া উনিও তাকে ভাল বাসেন, আর সেও ওঁকে ভালবাসে। সে বলেছে ওঁকে নইলে সে আর কাউকে বিয়ে করবে না, জোর করে দিলে সে আত্মহত্যা করবে। জানেন আজকালকার মেয়ে, শেষে কি খুনের দায়ে পড়তে হবে। এমন হবে আগে জানলে সতীনাথ বাবুর সঙ্গে মিশতে দিতুম না তাকে।

সতীনাথ বললে "থামো থামো হে অনাথ ও সব বাজে কথা। আমি

অমলাকে নিজের বোনের মত স্নেহ করি ভালবাসি, অন্য কোন ভাবে নয়। সেও তাই বাসে। এ তোমার কারসাজি সব। তার যদি বিয়ে আমরা দিয়ে দিতে পারি তবে আর আপত্তি কি তোমার ?"

"না না তাতে আর আপত্তি কি থাকতে পারে আমার।" বিমান সাগ্রহে বললে" বেশ, তাহলে চলুন আমরা নিজেরাই গিয়ে আপনার বাড়ী, সব ঠিক করে আসি আপনার স্ত্রী ও শালিকার সামনে।"

"বেশ চলুন অগত্যা।...বলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনাথ তাদের নিয়ে বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলো। বিমান এগিয়ে গিয়ে বল্‌লে আপনার স্ত্রী আমার বোনের মত। তাঁকে ডাকুন গোটা কতক কথা বলতে চাই আমি তাঁর সামনে। অনাথ হাঁক্ দিলে ওগো এ দিকে এসে একবার এঁরা কি বলবেন শোনো।" বিমলা স্বামীর ডাকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালো।

বিমান বললে "দেখুন দিদি, আপনি আমার বড় বোনের মত, আপনাকে গুটি কত কথা বলতে চাই শুনুন, অমলাকে সতীনাথ দাদার হাতে গছাবার চেষ্টায় তাঁকে ফাঁদে ফেলতে গিয়ে নিজেও ফাঁদে পড়ে গেছেন অনাথ বাবু, সতীনাথ দাদাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছেন, যে অমলাকে বিয়ে করতে হবে।" "সেকি তবে শুনলুম তিনি তাঁর স্ত্রীর কি দোষের জন্যে তাঁকে ত্যাগ করে অমলাকে নিজেই বিয়ে করতে চেয়েছেন। তাছাড়া ত্যাগই করেছেন তো, নিয়েই বা এলেন কেন আবার ? সব ভেবে আমি কিছু ঠিক ক'রতে পারছিলুম না। অমলা তো শুনে অবধি কেঁদে সারা, বলে ওঁকে আমি দাদা বলি, ভক্তি করি শ্রদ্ধা করি, ওঁকে আমি বিয়ে করতে যাবো কেন, তাছাড়া গৌরীদিদি আমায় কত স্নেহ করেন ভাল

বাসেন, তাঁর সুখের পথে আমি কাঁটা হতে পারবোনা। তাহলে আমি আত্মহত্যা করবো। তাছাড়া গৌরীদিদি হলো হীরে আর আমি তুচ্ছ কাচ খণ্ড, তাঁর কাছে আমি? সতীনাথদা কখনই বিয়ে করতে চান নি, এসব অনাথ দাদার প্যাঁচ দিদি।"

"সত্যিই দেখছি তাই, অনাথ বাবুরই সব প্যাচ। যে বৌদিদিকে আমি মার মত মনে করে, ভক্তি শ্রদ্ধা করি, তাঁর ও আমার নাম এক ক'রে উনি কলঙ্ক দিতেও কসুর করেন নি। তাইতেই তো সতীনাথ দাদার মন ভেঙে গেছলো। আর আমার দেবীর মত যে বৌদিদি, তিনি দুর্ভাবনায় দুশ্চিন্তায় রোগে পড়ে মরতে বসেছিলেন। যাই হোক অনেক কষ্টে আমরা তাঁর প্রাণ টুকু ফিরিয়ে আন্‌তে পেরেছি। আর অমলার কথাও তিনি উল্টো বলেছিলেন, যে অমলা বলেছে সে সতীনাথদাকে ভালবাসে তাঁকে নইলে আর কাউকে বিয়ে করবে না। জোর করে দিলে, আত্মহত্যা করবে।"

বিমলা রাগত হয়ে স্বামীকে বললে "ছি, ছি, কি সব অন্যায় কাজ করেছ বল দেখি, দেবীর মত যে গৌরীরাণী, তাঁর নামে কলঙ্ক দিয়ে মারতে বসে ছিলে তাঁকে। এই সব ঘটনার জন্যে তাঁর অসুখ শুনে লজ্জায় দেখতে যেতে পারিনি আমি। একি কম দুঃখ আমার? তিনি নিজের বোনের মতই ভাল বাসেন আমাদের, যাও এখনি গিয়ে ক্ষমা চেয়ে এসো তাঁর কাছে।" অনাথ নত শিরে দাঁড়িয়ে রইলো। "তাছাড়া শুনছি, সতীনাথ বাবুর সঙ্গে মেলা মেশা করার দরুণ অমলাকে বিয়ে করতে চাইছেনা কেউ, একি সত্যি দিদি?"

"রাম রাম, এসব মোটেই সত্যি নয়, আমার বোনের মত মেয়ে হাজারে

একটা মেলে কিনা সন্দেহ, যেমন তার রূপ তেমনি তার গুণ, তাকে বিয়ে করতে চাইবে না, এমন কে আছে? এই দেখুন না অমলাকে, বলে সে এগিয়ে গিয়ে দরজায় পার্শ্বস্থিত ভগিনী অমলাকে হাত ধরে টেনে এনে বিমানের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলে। অমলা নতশিরে দাঁড়িয়ে রইলো, তার সুন্দর গৌরবর্ণ মুখখানি লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো। বিমান দেখলে সামনে তার আলুলায়িতকুন্তলা অপরূপ রূপ লাবণ্যময়ী, একখানি জীবন্ত দেবী-প্রতিমা। বিমান তাকে দেখে ভাবলে বৌদিদির কণ্টকটি সমূলে বিনাশ করে দিয়ে, আমিই একে বক্ষে ধরিনা কেন? একে আমিই বিয়ে করিনা কেন? তা হলে সব গোলই মিটে যায়। সে প্রকাশ্যে বললে দেখুন দিদি, আমি অনেক ভেবে দেখলুম, অমলার বিয়ে হয়ে গেলে সব গোলমিটে যায়। আমি এমন কিছু অপাত্র নই, যদি আপনার ভগ্নী বা আপনাদের আপত্তি না থাকে, তবে আমিই অমলার পাণিগ্রহণ কত্তে চাই।"

সেকি বলছেন, আপনার মত স্বামী পাওয়া অমলার বহু ভাগ্যের কথা। ওতো গৌরীদিদির মুখে আপনার কথা শুনে আপনাকে দেবতার মত ভক্তি করে শ্রদ্ধা করে,ভালও বাসে বোধ হয়, কি বলিস্ অমলা? বলে বিমলা হাস্‌তে লাগলো। অমলা লজ্জিত হয়ে মাথা নামালে, বিমলা বললে "যা ওঁকে প্রণাম কর।" অমলা নতশিরে এগিয়ে গিয়ে বিমানকে প্রণাম করলে, তার কালো কেশরাশিতে বিমানের পা দুটি ঢেকে গেল।

বিমান অমলার হাতদুটি ধরে তুলে বললে "এসো অমলা আমরা সতীদাদাকে প্রণাম্ করি। বিমান ও অমলা সতীনাথকে প্রণাম করলে।

সতীনাথ বিমান আর অমলার মাথায় হাত দিয়ে বললে "ভাই বিমান তুমি আজ আমাদের মান সম্ভ্রম রক্ষা করে সুখী করবার জন্যে তোমার পণ ভাঙলে, এতে বুঝতে পারি, তুমি কি মহৎ, কি উঁচু প্রাণ তোমার, তুমি ভাই দেবতা, মানুষ নও তুমি। অমলা, তোমায় ছোট বোনটির মত স্নেহ করি বলেই তোমার গান শুনে গেছি। আজ তুমি উপযুক্ত পাত্রে সমর্পিত হলে দেখে বড় সুখী হলুম। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন, সুখে রাখুন, এই আমার তাঁর চরণে আন্তরিক প্রার্থনা।"

বলতে বলতে কৃতজ্ঞতার অশ্রুধারা ঝরে পড়লো তাদের মাথায়।

"ওকি সব বলছেন দাদা, ছোট ভাই আমি, মানুষ আমি, মানুষই যেন হতে পারি এই আশীর্ব্বাদই করুন। দেবতা হবার আকাঙ্ক্ষা নেই বলে বিমান হেসে উঠলো। তার পর বিমান বিমলাকে বললে দেখুন দিদি পয়সার জন্যে অনাথ বাবু ভাবছিলেন অমলার বিয়ে দিতে। আমি একটি পয়সা চাই না, শুধু শাঁখা আর শাড়ী মাত্র দেবেন।

"সেকি বিমানবাবু বোন কি আমার গরীবের মেয়ে? বাবা যে ওর নামে দশ হাজার টাকা রেখে গেছেন, সবিতো ওর।

সত্যি নাকি দিদি, তাহলে দেখছি অনাথ বাবুর এটাও একটা প্যাঁচ।"

"আর লজ্জা দেবেন না বিমানবাবু আপনারা সকলেই আমাকে ক্ষমা করুন। আমি এবার থেকে আলাদা মানুষ হবো দেখবেন। আপনাদের উদারতা দেখে, সংসর্গে মিশে, আমারও মতিগতি বদলে গেছে দেখছি, পাপ পথে সুখ নেই। গৌরী বৌদিদি আপনার সঙ্গে মিশতেন কথা কইতেন আমায় দেখলেই পালাতেন, কথা কইতেন না। সামনে অবধি

বেরোতেন না তাই কেমন দুর্বুদ্ধি এলো মাথায়, এতসব কাণ্ড করলুম তাকে একটু জব্দ করবার জন্যে। যাই হোক্ ক্ষমা চাইলে তিনিও ক্ষমা করবেন আশাকরি। শুনেছি তিনি বড় দয়াময়ী, তবে এ মুখ তাঁকে দেখাতে পারবো না আমি। ওগো তুমিই গিয়ে তার ক্ষমা ভিক্ষা করে এনো। সতীদাদা আমায় ক্ষমা করুন।" সতীনাথ বললে "আর আমার কোন দুঃখ নেই ভাই তোমায় সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করলুম সতীনাথ তার পায়ের ধূলো নিয়ে মাথায় দিলে।

বিমান বললে "শুধু দিদির মুখ চেয়েই আমরা সব অপরাধ ভুলে গেলুম। অসৎ পথে সুখ নেই, সৎপথে দুঃখ পেলেও সুখ আছে এটা মনে রাখবেন সর্ব্বদাই, তবে এখন আসি, সব বলি গিয়ে মাকে।" বলে বিমান আর সতীনাথ চলে গেল।

বিমলা বললে "কি কাণ্ড বাধিয়ে ছিলে বল দেখি। মিছামিছি এইসব কাজকরে নিজের সুনাম ঘোচালে। ওঁরা অতি সৎ লোক ভদ্রলোক তাই তোমার এতবড় অপরাধও নিজ গুণে ক্ষমা করে গেলেন।

অমলা বললে "আর ওঁকে লজ্জা দিওনা দিদি, দেখছনা উনি অনুতপ্ত হয়েছেন, উনি ক্ষমার পাত্র। উঠুন জামাই বাবু নাইবেন খাবেন চলুন আহার প্রস্তুত।"

"অমলা তুমিও তাহলে আমায় ক্ষমা করলে বলো।"

"ওকি জামাই বাবু ছোটদের কাছে কি বড়দের কোন অপরাধ হতে পারে যে ক্ষমা করবো।"

"তবে দেখে নিও অমলা এবার থেকে আমি আলাদা মানুষ হবো।"

"তাই হবেন"। বিমলা বললে "ভগবান সেইদিনই দিন। যা হবার হয়ে

গেছে, এখন উঠে নেয়ে খেয়ে কোমর বেঁধে অমলার বিয়েতে লেগে পড়ো দেখি, আমি গিয়ে তোমার জন্যে গৌরীদিদির ক্ষমা চেয়ে আনবো এখন। তিনি অবশ্য ক্ষমা করবেন, তিনি যে মানুষ নন তিনি দেবী।"

"তাই চেয়ে এনো। তাঁর ক্ষমা পেলেই, আমি শান্তি পাবো মনে। এখন উঠি।"

এবারে সতীনাথ আর বিমান এসে সব কথা গৌরীকে খুলে বললে গৌরী আনন্দাশ্রুনীরে ভাস্তে ভাস্তে বললে "ঠাকুরপো তুমি আমার দেওর নও, তুমি আমার ভাই। আমার সুখের জন্যে তুমি তোমার এতদিনের পণ ভঙ্গ করলে। তোমার কথার দাম আছে কেন না তুমি বলেছিলে, আমার জন্যে প্রাণ দান করতে পারো। তাই আজ তুমি সত্যি সত্যি তোমার প্রাণটি অমলার হাতে দান করে ফেললে।

তুমি কিছুমাত্র ঠক্‌বে না, অমলাকে আমি খুব ভালরকম জানি, সে একটি নারী-রত্ন। তাছাড়া সে তোমার পরম ভক্ত। ভগবান মঙ্গলময়, নানা অমঙ্গলের ভেতর দিয়ে তাই তাকে তোমায় পাইয়ে দিলেন। ভগবান তোমাদের সুখী করুন।"

বিমান গৌরীর পদধূলি মাথায় নিয়ে বললে "বৌদিদি আপনার আর সতীদাদার আশীর্ব্বাদ আমার দেবতার আশীর্ব্বাদ। তবে এখন আসি বৌদিদি সতীদাদা, মাকে খবর দিইগে মার যে অনেক দিনের সাধ একটি বৌ পাবার।" বলে বিমান হাস্তে হাস্তে চলে গেল। গৌরী বললে "আহা, এতদিনে তাঁর আশা পূর্ণ হলো।"

বিমান বাড়ী গিয়ে মাকে খুলে সব বলতে, ~~বিমানের~~ মা আনন্দে কেঁদে ফেললেন। বললেন "ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে, তা অতি

সত্য, এত কাণ্ড না হলে, তোর ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা তো ভাঙতোনা। বাবা। ভগবানই কোথা দিয়ে কি করিয়ে তোর এই পণটি ভাঙালেন। যাই হোক্ এতদিনে আমার সাধ মিটলো। বুড়ো বয়সে সেবা করবার, সংসার দেখ্‌বার একজন পাবো।"

"কেন মা, আমি কি সেবা করতুম না তোমার, পরের মেয়ে এসেই কি সব করবে আমার চেয়ে।"

"ও কথা কি বলতে পারি বিমু, তুই যে আমার কি, তা কি আমি জানি না। তোকে গর্ভে ধরে আমি রত্নগর্ভা নাম পেয়েছি, তোর মত আমায় সেবা যত্ন কে করতে পারবে বল। তবে তুই পুরুষ, তোর কষ্ট হয় তা যে আমি সহ্য করতে পারি না বিমু! তা ছাড়া তোর সব দেখা শোনা করবার লোক চাই বাবা, আমি আর ক'দিন।"

"কেন মা তোমার মত আমায় দেখা শোনা কি আর কেউ করতে পারবে মনে করো, না আমারই পছন্দ হবে।"

মা হেসে বললেন "আচ্ছা দেখা যাবে তখন, আগে বৌমা আসুন তো ঘরে! বুড়ো মানুষ আমি, এখন কি সব তোর মনের মত করতে পারি বাবা।"

"তা হোক্ মা, সেই কিন্তু আমার বড় ভাল লাগে, বড় তৃপ্তি পাই আমি। তাতে যে তোমার অতুল স্নেহ মেশান থাকে মা, তার কি তুলনা আছে যে, তাতে ত্রুটী কিছু চোখে পড়বে?"

"তুই যে মা-অন্ত প্রাণ বিমু, তাকি আমি জানি না বাবা। ভগবান সুখী করুন, দীর্ঘজীবি করুন তোকে, এই আশীর্ব্বাদ করি।"

বিমান "তোমার আশীর্ব্বাদেই আমার সব" বলে ভুঁয়ে লুটিয়ে পড়ে দুহাতে মার পায়ের ধুলো মাথায় নিলে।"

কণিকা হাসিমুখে এসে বললে "এ কি শুনছি দাদা, এতদিনে পণ ভাঙলো তোমার, আমার অনেক দিনের সাধ যে অমলা আমার বৌদিদি হয়, ভগবান এতদিনে আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন দেখছি তাহলে।"

বিমান হেসে বললে "লুকিয়ে লুকিয়ে হরির লুট মেনেছিলি বুঝি, অমনি তোর হ্যাঙলা ঠাকুর, হরির লুট খাবার লোভে তোর বাসনা পূর্ণ করেছেন। যা যা শীগ্‌গীর হরির লুট দিগে যা আবার, নইলে ফস্‌কে যাবে।"

"দেবোই তো হরির লুট, এখনই দিতেই তো যাচ্ছি। আর ফস্‌কাবার কথা বল্‌ছো ফসকাতে দিলে তো?"

"সত্যি নাকি? মন্তর-তন্তর জানিস্ বুঝি?"

"জানি-ই তো।"

"ওই দেখ্ খোকা কাঁদছে, যা যা সামলাগে যা, একরত্তি সেই কণা তার আবার ছেলে।"

কণিকা মৃদু হেসে পালিয়ে গেল।

মা হাস্‌তে হাস্‌তে বললেন "সবাই ওই একরত্তি থেকেই এত বড়টি হয়, এটা জেনে রাখিস্ বাবা। এখন আর তো দেরী নেই [illegible] সরকার মশাইকে ডেকে পুরুত ঠাকুরকে ডেকে সব ফর্দ্দ-টর্দ্দ গুলো [illegible] নে, সবি তোর একার ওপর ভার বাবা, আজ যদি [illegible] তবে আর ভাবনা কি? বলে তিনি আঁচ[illegible] মুছে নিলেন।

বিমান বললে "তোমায় ভাবতে হবে না মা, আমি সকলকে ডাকিয়ে পাঠিয়ে সব ঠিক করে নিচ্ছি।"

দেখতে দেখতে বিমানের বিয়ের দিন এগিয়ে এলো। আত্মীয়-স্বজনে বন্ধু বান্ধবে বাড়ী ভরে উঠলো।

গৌরী এখন বেশ সবল হয়ে উঠেছিল। সে হাওয়া খেতে যাওয়া এখন স্থগিত রেখে, একা দশটা হয়ে কাজের বাড়ীতে এসে লেগে গেল। হিমাংশু ও হিমানীকেও বিমান যেতে দেয় নি। তারাও বিয়ে বাড়ীতে এসে কাজে লাগলো। সতীনাথের তো কথাই নেই।

বিমলা অমলা একদিন এসে,সব কথা খুলে জানিয়ে গৌরীর কাছে ক্ষমা চেয়ে গেছে,গৌরী সর্ব্বান্তঃকরণে তাদের সব অপরাধ ক্ষমা করে, বিশেষ করে তাদের অভ্যর্থনা করলে। তখন তারা আনন্দিত চিত্তে ঘরে ফিরে গিয়ে অনাথকে সব খুলে জানালে। সব শুনে অনাথ খুসী হলো। তার পর তারা পুলকিত মনে অমলার বিয়ের জোগাড় কর্ত্তে লেগে গেল।

তারপর একদিন মহা সমারোহে বিমান-অমলার শুভ বিবাহ হয়ে গেল। বাসরে নিমন্ত্রিত হয়ে এসে গৌরী হিমানী কণিকা খুব আমোদ আহ্লাদ করে গেল।

পরদিন বিমান নববধূ নিয়ে বাড়ী আসতে, তার মা, গৌরী কণিকা প্রভৃতি কুল-নারীদের সমভিব্যাহারে বধূ বরণ করে তুলে অনেকে আশীর্ব্বাদ করে আনন্দ-সলিলে ভাসতে লাগলেন।

পরদিন বৌ-ভাত ও ফুলশয্যা! দীয়তাং ভুজ্যতাং রবে দিক-মণ্ডল ভরে উঠলো। সকলে বরবধূর কল্যাণ কামনা করে ঘরে ফিরলো।

সব খাওয়া দাওয়া ফুরোতে রাত ১টা হ'য়ে গেল, তখন গৌরী হিমানী কণিকা প্রভৃতি মেয়েরা সকলে অমলাকে ফুলের সাজে সাজিয়ে এনে ফুলশয্যার কক্ষে বিমলের পাশে বসিয়ে দিয়ে, শুভ শঙ্খধ্বনি করে মঙ্গল আচারগুলি শেষ করে তাদের ফুলের বিছানায় বসিয়ে দিয়ে চলে গেল।

গৌরী যাবার আগে বললে "চললুম ঠাকুরপো। ভগবান তোমাদের সুখী করুন। তুমি আমার জন্যে যা করলে, যে করে কথা রাখলে, তা চিরদিন মনে থাকবে আমার। তোমার "কথার দাম" দিলাম এই সর্ব্বরূপ গুণসম্পন্না অমলাকে, আমার বড় আদরের ও স্নেহের ছোট বোনটিকে, তোমার হাতে সমর্পণ করে দিয়ে। বলে বিমানের ~~বিমলের~~ হাতের ওপর অমলার হাত দুটি তুলে দিলে। বিমান সাদরে অমলার হাত দুটি ধরে বললে বৌদিদি আমার কথার দাম তোমার কাছ থেকে পেয়ে আমি নতশিরে গ্রহণ করলুম। এর মর্য্যাদা যেন চিরদিন রাখতে পারি।"

"অমলা বোনটি আমার, তুমি পরম সৌভাগ্যবতী, তাই আমার ঠাকুরপোর মত এমন দেবতা-স্বামীলাভ করলে। ভগবান তোমায় চিরায়ুষ্মতী করুন, এই তোমার দিদির সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁর চরণে প্রার্থনা।"

গৌরী চলে যেতে বিমান অমলার হাত দুটি ধরে বললে "অমলা তুমি আমায় স্বামী পেয়ে সুখী হয়েছ তো?"

অমলা লজ্জানত মুখে বললে "সে কথা আর জিজ্ঞেস করছ কেন? আজ আমার নারী-জন্ম সার্থক হয়ে গেছে—এমন দেবতুল্য স্বামী পেয়ে। আমি গৌরী দিদির কাছে তোমার সুখ্যাতি শুনে, তোমায় দেবতার

মতই ভক্তি করতুম, শ্রদ্ধা করতুম। দিদি তো সে কথা বলেছেন সেদিন তোমায়!"

হেসে বিমান বললে "দিদি তো আরও বলেছিলেন যে তুমি আমায় ভালও বেসেছিলে না দেখেই! এটাও সত্যি তাহলে?"

অমলা লজ্জায় মাথা নীচু করে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো।

এ যে তাই হলো দেখছি, "এখনো তারে চোখে দেখিনি শুধু কথা শুনেছি। প্রাণ-মন সবি তারে দিয়ে ফেলেছি।"

বলে বিমান হাসতে লাগলো।

গৌরী বাড়ী এসে দেখলে সতীনাথ তার ছোট্ট শিশুটিকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সে হাত পা নেড়ে কাঁদছে, আর ও ভোলাতে পারছে না।

গৌরী তাকে সতীনাথের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে সান্ত্বনা করে ঘুম পাড়িয়ে শুইয়ে দিলে বিছানায়।

সতীনাথ হেসে বললে "একদিন রজত রেবাকে বলেছিল ছেলে সামলাওগে সে কাঁদছে।" রেবা উত্তরে বলেছিল "কেন তুমি পারলে না!

রজত বলেছিল ও যার কাজ তারে সাজে অন্য লোকে লাঠি বাজে।"

[illegible] বুঝলুম, সে কথা ঠিক্। আমার কাছে কি রকম কাঁদছিল। [illegible] কোলটি পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো, ভাবনা নেই [illegible] নেই কিচ্ছু নেই।" "মাকে কাছে, পেলে, শিশুও জানে সে নিশ্চিন্ত। [illegible]ব ভার [illegible]মনি স্ত্রীরাও স্বামীর কাছে থাক্‌লে, থাকে [illegible]।" [illegible]ও এখন নিশ্চিন্ত হয়েছ গৌরী' আমায় কাছে [illegible]রছি, আরও বেশী করে নিশ্চিন্ত করেছেন ঠাকুরপো।'

আমায় সতীনের হাত থেকে রেহাই দিয়ে তিনি তাঁর কথা রেখেছেন। তাই আজ তাঁর কথার দাম শোধ করে দিয়ে এলুম।"

"কি দিয়ে শোধ করলে গৌরী, সে যা করেছে, তার সে ঋণ যে অপরিশোধনীয়!"

"কথঞ্চিৎ শোধ করে এলুম অমলাকে তার হাতে সমর্পণ করে দিয়ে। সে ভক্তিনত শিরে সে দান গ্রহণ করে বললে "বৌদিদি আপনার দেওয়া এ কথার দামের মর্য্যাদা যেন রক্ষা করতে পারি।

শেষ